পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 254 Friday, 14 August, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৫৪ সংখ্যা ❋ ২৮ শ্রাবণ ১৪৩৩, শুক্রবার, ১৪ আগস্ট ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

অকালি দলের প্রধান সুখবীর সিং বাদলের উপর ফের হামলা

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৩ আগস্টঃ পঞ্জাবের অকালি দলের প্রধান তথা প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুখবীর সিং বাদলের উপরে হামলা। আজ, বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের নন্দেদে সুখবীর সিং বাদলের উপরে হামলা হয়। তাঁর হাতে ছুরি দিয়ে কোপ মারা হয়। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হন এক পুলিশকর্মীও। জানা গিয়েছে, আজ নন্দেদে একটি গুরুদ্বারে যাচ্ছিলেন সুখবীর সিং বাদল। গুরুদ্বারের ঠিক সামনেই তাঁর উপরে অতর্কিতে হামলা করা হয়। অল্পের জন্য প্রাণ রক্ষা পায়। তবে হাতে গভীর চোট লাগায় রক্তাক্ত হন সুখবীর বাদল। তাঁর নিরাপত্তারক্ষীও জখম হয়েছেন ছুরির আঘাতে। সূত্রের খবর, যে ব্যক্তি হামলা করেছেন, তিনি নিহাঙ্গ শিখ। কৃপান দিয়ে হামলা করা হয়েছে সুখবীর সিং বাদলের উপরে। হামলাকারী সুখবীর বাদলের পেটে

ছুরি মারার চেষ্টা করেছিল। হামলাকারীকে ইতিমধ্যেই আটক করা হয়েছে। ধৃতের নাম যশপাল সিং। সে তখত শ্রী হাজুর সাহিব গুরুদ্বারে বিগত দুই বছর ধরে কাজ করছিলেন। হামলার পরই তড়িঘড়ি সুখবীর সিং বাদলকে নন্দেদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। হামলার সময় সুখবীর সিং বাদলের স্ত্রী তথা অকালি দলের সাংসদ হরসিমরত কৌর বাদলও উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যেই হামলার পরের মুহূর্তের একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে, যেখানে তাঁর ডান হাতে একটি গেরুয়া কাপড় জড়ানো ছিল। তাঁকে ধরে ধরে আনছিলেন সবাই। প্রসঙ্গত, এর আগেও সুখবীর সিং বাদলের উপরে প্রাণঘাতী হামলার চেষ্টা হয়েছিল। ২০২৪ সালের ৪ ডিসেম্বর অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরের বাইরে সুখবীর সিং বাদলকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল। সে সময় কোনওক্রমে রক্ষা পেয়েছিলেন তিনি। অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলেই গ্রেফতার করা হয়েছিল।

স্বাধীনতা দিবসের আগে চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট রাষ্ট্রপুঞ্জের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্টঃ স্বাধীনতা দিবসের আগে রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ রিপোর্ট। আর তাতেই নড়েচড়ে বসল দিল্লি পুলিশ ও এনআইএ। ১৫ আগস্ট লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের আগে রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ রিপোর্টে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। গত বছর নভেম্বর মাসে লালকেল্লার বাইরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়েছিল। ওই বিস্ফোরণে অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই হামলার নেপথ্যে ছিল আল কায়েদা। রাষ্ট্রপুঞ্জ-এর বিশেষ রিপোর্টে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। ইউএন--র রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশে গোপন ঘাঁটি সক্রিয় করতে তৎপর আল-কায়েদা। স্বাভাবিকভাবেই তাদের নজর যে ভারতের দিকে, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্টে আল কায়েদার নতুন এই গ্রুপকে আল কায়েদা ইন ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেট বা একিউআইএস নামে উল্লেখ করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, নাম-গোত্রহীন একটি ছোট বিচ্ছিন্ন গ্রুপ থেকে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে ভারতীয় ভূখণ্ডে সন্ত্রাসবাদের ডালপালা মেলার চেষ্টা করছে এই সংগঠন। কিন্তু কৌশলগত কারণেই একটি বড় ইউনিট হিসেবে কাজ করছে না এই সংগঠন। বরং ছোট ছোট গ্রুপ হিসাবে বিচ্ছিন্নভাবে গোপনে কাজ চালাচ্ছে। গড়ে তোলা হচ্ছে অর্থ সংগ্রহের নেটওয়ার্ক। বিভিন্ন দিক থেকে পরিকাঠামগত সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে এই সংগঠনকে। ইত্তিহাদ-উল-মুজাহিদিন পাকিস্তান বা আইএমপি-র শিরদাঁড়া হিসাবে কাজ করছে একিউআইএস-র ভারতীয় শাখাগুলি।

এনআরএসএ-এ নার্সের মৃত্যু

পরিবারের দাবিতে ময়নাতদন্ত কলকাতা মেডিক্যালে, ৭ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ আগস্টঃ অনুমানের ভিত্তিতে আত্মহত্যা বলা যায় না। পরিবারের সঙ্গে সহযোগিতা করা হচ্ছে। এনআরএস থেকে বেরনোর সময় জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। পরিবারের দাবি মেনে নার্সের ময়নাতদন্ত হচ্ছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। বুধবার রাতে এনআরএসের স্ত্রীরোগ বিভাগের এইচডিইউ-তে কাজ করছিলেন রূপালি বর্মণ। নাইট শিফটে ছিলেন তিনি। কিন্তু ওয়ার্ডে ঢোকার কিছুক্ষণ পর থেকে তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। সহকর্মীরা বাথরুমের দরজা ধাক্কা দিয়ে সাড়া না পেয়ে ভেঙে রূপালিকে উদ্ধার করেন। চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনা জানাজানি হয় বৃহস্পতিবার সকালে। হাসপাতালের তরফে বাড়িতে খবর দেওয়া হয়। এনআরএসে তড়িঘড়ি পৌঁছন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তিনি পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেন। কথা বলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, ওয়ার্ডে থাকা রোগী ও ওয়ার্ডের বাকি লোকজনের সঙ্গে। বেশ কয়েকঘণ্টা সেখানে থাকার পর বেরন তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ কারণ খতিয়ে দেখতে স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সাতটি বিভাগের প্রধানকে নিয়ে তৈরি হবে ওই কমিটি। সাত দিনের মধ্যে স্বাস্থ্য ভবনে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ''স্বামী ও ভাইয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওরা চেয়েছিলেন, মেডিক্যাল কলেজে ময়নাতদন্ত হবে। আমার ফোন নম্বর বাড়ির লোককে দেওয়া হয়েছে। যেকোনও ক্রাইমের তদন্ত হবে, আলাদা কিছু না। কেউ কোনও সন্দেহ করছে না।'' কেন এনআরএসে হচ্ছে না ময়নাতদন্ত? উত্তরে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ''মৃত মহিলার স্বামী চেয়েছেন তাই করা হচ্ছে। এই নিয়ে কোনও কথা নয়। ৩টের মধ্যে শুরু হবে ময়নাতদন্ত। বিভাগীয় তদন্তকরা হবে। এতে মানসিক বিভাগের প্রধানকেও থাকতে বলা হয়েছে। কেউ কোনও কর্মক্ষেত্রে চাপে ছিলেন কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে।'' হাসিখুশি রূপালির মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না সহকর্মী থেকে রোগী কেউই। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, সকলে বলেছে উনি খুবই হাসিখুশি মেয়ে ছিলেন। কী হয়েছে হঠাৎ, তদন্ত ইত্যাদি তা পুলিশের খতিয়ে দেখা কাজ। তাঁরা দেখবেন। এদিকে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনার খবর পেয়ে বুধবারই হাসপাতালের আউটপোস্টের পুলিশ পৌঁছয়। পরে এন্টালি থানার পুলিশ এবং ডিডি

● এরপর ৬ পাতায়...

পুরীর বিলাসবহুল হোটেল থেকে গ্রেফতার নির্মল ঘোষ

সংবাদ সংস্থা, পুরী, ১৩ আগস্টঃ গ্রেফতার হলেন তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ। সম্প্রতি আরজি কর কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় নামে দুই ব্যক্তির ভূমিকা অত্যন্ত সন্দেহজনক এবং তা বিশদে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে দাবি ওঠে। ঘটনার দিন তড়িঘড়ি কেন দেহ দাহ করা হল, সেই প্রশ্নকে সামনে রেখে খোদ মুখ্যমন্ত্রী এই কথা বলেন। তারপরই তাঁদের নাম-সহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু করা হয়। রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটির লোকসংস্কৃতি ভবনে নিহত চিকিৎসকের স্মরণে এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে চিকিৎসকের মা-বাবার পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। স্মরণসভা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে,

তিলোত্তমার দেহ তড়িঘড়ি পুড়িয়ে দেওয়ায় অভিযুক্ত প্রাক্তন বিধায়ক

অধিকারীর নির্দেশের পরই নতুন এফআইআর দায়ের হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে। তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ রয়েছে পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ সহ আরও তিনজনের বিরুদ্ধে। গত রবিবার চিকিৎসক-পড়ুয়ার দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে পৃথক একটি এফআইআর দায়ের করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটে নতুন করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার বাবা। এই এফআইআরে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং তথ্যপ্রমাণ লোপাট করার মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ আনা হয়। তারপরই এই পদক্ষেপ। বৃহস্পতিবার ওড়িশার পুরী থেকে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। আরজি কর কাণ্ডের পর শ্মশানে গিয়ে তথ্য লোপাটের ঘটনায় নির্মল ছাড়াও সোমনাথ দে এবং সঞ্জীব ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্তকারী কমিটি গঠিত হবে, যা সম্পূর্ণ নতুন একটি মামলা দায়ের করে তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ ছিল, পানিহাটি শ্মশানে নির্যাতিতার দাহকার্য প্রক্রিয়ায় বেআইনি কাজ করা হয়েছিল। তিনি জানান, দাহকার্যের সিরিয়াল ৩ নম্বরে থাকলেও রাতারাতি তা বদলে ১ নম্বর করে তড়িঘড়ি সকার করা হয়। শ্মশানের নির্ধারিত খরচ পরিবারের লোক দেয়নি, এমনকি মৃতার পরিবারের কোনও ক্লোজ রিলেটিভ বা নিকটাত্মীয়ের বাধ্যতামূলক স্বাক্ষরও নেওয়া হয়নি। প্রসঙ্গত, গত ১৩ জুলাই গ্রেফতার হয়েছিলেন নির্মল ঘোষের ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষ। তার ঠিক একমাসের মাথায় গ্রেফতার তিনি। যদিও তীর্থঙ্কর গ্রেফতার হয়েছিলেন ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায়।

খাস কলকাতায় ভেঙে ফেলা হল নেতাজির মূর্তির হাত!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ আগস্টঃ খাস কলকাতায় নেতাজিকে চরম অসম্মান। ভাঙা হল নেতাজির মূর্তি। মুখ্যমন্ত্রী যেখানে নেতাজিকে অসম্মান করলে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছেন, সেখানেই কলকাতার বুকে ভাঙা হল নেতাজির মূর্তি। দেখা গেল, নেতাজির মূর্তির ডান হাত ভাঙা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিউ আলিপুরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাতের অন্ধকারে দক্ষিণ কলকাতার নিউ আলিপুরের ৮১ নম্বর ওয়ার্ডের

বটতলা তিন মাথার মোড়ে স্থাপিত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আবক্ষ মূর্তির ডান হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। আজ সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, গতকাল অবধি অক্ষত ছিল মূর্তি। আজ সকালে দেখা যায়, নেতাজির মূর্তি ভাঙা। কে বা কারা নেতাজির ডান হাত ভেঙে দিয়েছে। খবর পেয়ে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন। তাদের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা নেতাজির মূর্তির ডান হাত ভেঙেছে। ঘটনায় কারা জড়িত, তা খুঁজে বের

স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে শ্যামাপ্রসাদ!

মতামত দিতে সাধারণ মানুষের জন্য পোর্টাল চালু করছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ আগস্টঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক অবদান, রাষ্ট্রবাদী দর্শন ও দেশপ্রেমকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে বছরভর একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। নিউ টাউনের ইকো পার্কে ১২৫ ফুট উঁচু দণ্ডায়মান মূর্তি ও সংগ্রহশালা নির্মাণ, পৈতৃক ভিটে সংস্কার, বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে তাঁর ইতিহাস অন্তর্ভুক্তি এবং স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ-রাজ্য গঠিত উচ্চপর্যায়ের সরকারি কমিটির প্রথম বৈঠকেই চূড়ান্ত ছাড়পত্র পেল এই সব প্রকল্প। সচিবালয়ের সভাগৃহে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ রাজ্যের অর্থমন্ত্রী-সহ একাধিক মন্ত্রী, বিধায়ক প্রতিনিধি, মুখ্যসচিবের নেতৃত্বাধীন শীর্ষ আমলা ও আধিকারিকেরা। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক দফতরের প্রতিনিধি এবং রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়-সহ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি ও আদর্শের সঙ্গে যুক্ত বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিউ টাউনের ইকো পার্কে

> মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একদা যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাদের উদ্যোগে মাননীয় তথাগত রায়ের প্রচেষ্টা ইতিমধ্যে একটি বই প্রস্তুত হয়েছে। আমাদের ইচ্ছা, তাদের সঙ্গে একসঙ্গে বইটি প্রকাশ করব। এবার তাঁরা নিজেদের মতামত জানাবেন। এছাড়া আমাদের গ্রন্থাগার দপ্তরকে বলা হয়েছে, তারা শ্যামাপ্রসাদের জীবনী নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বই প্রকাশ করবে। বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় তা হবে। আশা করছি, এ বছরের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে।''

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা শুভেন্দুর সরকারের। ছবিঃ এআই সহায়তায় তৈরি।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫ ফুট উঁচু দণ্ডায়মান মূর্তি বসানোর জন্য ইতিমধ্যে জমি নির্বাচন ও ভূমিপূজন সম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলবারের বৈঠকে হিডকো-র তরফে একটি বিশেষ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রস্তাবিত মূর্তি, মিউজিয়াম এবং আনুষঙ্গিক পরিকাঠামোর পুরো রূপরেখা ও নকশা কমিটির সামনে তুলে ধরা হয়। আগামী ৬ জুলাই যাতে প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা যায়, সে কথা মাথায় রেখে হিডকো-কে অবিলম্বে নির্মাণকাজ শুরু করার প্রশাসনিক অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, হুগলির জিরাটে শ্যামাপ্রসাদের পৈতৃক ভিটেতে রাজ্য সরকারের কেনা ৩০ ডেসিমেল জায়গায় জোড়া প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে কমিটি। সেখানে তৈরি হতে চলেছে 'স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়'-এর নামাঙ্কিত একটি আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন লাইব্রেরি এবং একটি সুসজ্জিত সংগ্রহশালা। নতুন প্রজন্মকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠন ও স্বাধীন ভারতের উন্নয়নে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা চেনাতে বড় পদক্ষেপ করছে স্কুল শিক্ষা দফতর। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সিলেবাসে শ্যামাপ্রসাদের অবদান যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্বাধীন ভারতে প্রথম শিল্প ও শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে তাঁর সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক ভাবনা, গঠনমূলক চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তারিত ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে পাঠ্যসূচিতে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বছরব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে

● এরপর ৬ পাতায়...

হাইকোর্ট স্বস্তি দিল না টুলুকে, মামলা ফিরিয়ে দিলেন বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ আগস্টঃ কলকাতা হাইকোর্টে অস্বস্তি বাড়ল পলাতক পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের। বিচারপতি কৌশিক চন্দ মামলা ফিরিয়ে দিলেন। গ্রেফতারি পরোয়ানাকে চ্যালেঞ্জ করে ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী। কিন্তু মামলা ফেরালেন বিচারপতি। এদিন মামলার শুনানিতে টুলু মণ্ডলের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য ও আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় এজলাসে উপস্থিত হওয়ার পর বিচারপতি জানিয়েছেন যেহেতু বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে টুলু মণ্ডলের মামলা বিচারাধীন রয়েছে তাই তিনি মামলাটি ফিরিয়ে দিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই টুলুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। যার ফলে যে কোনও মুহূর্তে পুলিশ বা তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেফতার হতে পারেন তিনি। এই আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে কেবল গ্রেফতারি পরোয়ানাই নয়, বরং তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার যে প্রশাসনিক পদ্ধতি শুরু হয়েছে, তাকেও বেআইনি দাবি করে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন এই ব্যবসায়ী। কিন্তু আপাতত আদালত তাঁকে স্বস্তি দিল না। খাতায়-কলমে 'পাথর সম্রাট' হিসেবে পরিচিত টুলু মণ্ডল এখনও

সম্পূর্ণ বেপাত্তা। তিনি ঠিক কোথায় আত্মগোপন করে রয়েছেন, সে ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনও হদিস পাননি তদন্তকারীরা। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার সকালেই বীরভূমের সিউড়ির সুভাষপল্লি এলাকায় টুলুর বাসভবনে গিয়ে আদালতের নোটিস সেঁটে দিয়ে আসে স্থানীয় প্রশাসন। ওই নোটিসে স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আগামী শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যে তাঁকে সিউড়ি আদালতে সশরীরে হাজিরা দিতে হবে। শুধু তাই নয়, পরিস্থিতি জটিল করে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির পর আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলের মাধ্যমে টুলুর বিরুদ্ধে 'রেড কর্নার' নোটিসও জারি করা হয়েছে। হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের পর টুলুর ওপর যে চাপ আরও

● এরপর ৬ পাতায়...

নেতাজিকে 'অপমান', অনন্ত মহারাজের বঙ্গবিভূষণ কাড়ল শুভেন্দু সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ আগস্টঃ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে 'অপমানের' জের। রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজের বঙ্গবিভূষণ সম্মান কাড়ল শুভেন্দু সরকার। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে দেশপ্রিয় পার্কের অমর একুশে উদ্যানে ভাষাদিবসের অনুষ্ঠানে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনন্ত মহারাজকে বঙ্গবিভূষণ সম্মান দেন। বৃহস্পতিবার রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের তরফে বঙ্গবিভূষণ সম্মান কেড়ে নেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। গ্রেটার কোচবিহারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা অনন্ত মহারাজ। সম্প্রতি বর্ষীয়ান নেতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ''শুধু মহাত্মা গান্ধি, জওহরলাল নেহরু বা কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলেই ভারত স্বাধীন হয়েছে, এই ধারণা সঠিক নয়। কোচবিহারের মহারাজার ভূমিকা ইতিহাসে যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। কোচবিহারের মহারাজা যুদ্ধ করে হিটলার এবং আজাদ হিন্দ ফৌজকে পরাজিত করেছিলেন। জার্মানির হাতে বন্দি হওয়া ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাদের নেতাজির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। সেই সেনাদের নিয়েই আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়। নেতাজি সেই সুযোগের অপব্যবহার করেছিলেন। আজ যদি

আমি সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিই, তা হলে আমাকে এনকাউন্টার করা হবে। ব্রিটিশ আমলেও আইন ছিল। কোচবিহারের মহারাজাকে যদি স্বাধীন ভারতের সম্রাট করা হত, তবে দেশভাগ হত না। ভারত ও পাকিস্তান এক থাকত।'' রাজ্যসভার সাংসদের এহেন মন্তব্য নিয়ে বিজেপির অন্দরে রয়েছে টানাপোড়েন। এই বিতর্কের মাঝে গত বুধবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে অসম্মান করলে পুলিশকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি গ্রেপ্তার হবেন অনন্ত মহারাজ। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য স্পষ্ট জানান, নিয়মের ঊর্ধ্বে কেউ নন। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে বলেই সাফ জানান তিনি। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদের চাপ বাড়ছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তারই মাঝে অনন্ত মহারাজের বঙ্গবিভূষণ কেড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন।

২০২০ সালে শমীকের ওপর হামলা, অভিষেকের নামে অভিযোগ দায়ের!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ আগস্টঃ ২০২০ সালে রাজ্য বিজেপির তৎকালীন নেতা (বর্তমান রাজ্য সভাপতি) শমীক ভট্টাচার্যের ওপর হামলার ঘটনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নাম জড়িয়ে ডায়মন্ড হারবার থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ওরফে ববি। অন্য দিকে, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে বিঘার পর বিঘা সরকারি জমি থেকে বেআইনি ভাবে মাটি ও গাছ কেটে বিক্রির অভিযোগে অভিষেক-সহ ৩০ জনের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলায় পূর্ণাঙ্গ পুলিশি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কৃষ্ণনগর আদালত। কৃষ্ণনগর আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৫ জুলাই নদিয়ার কালীগঞ্জের বাসিন্দা বাপন ঘোষ একটি মামলা দায়ের করেন। অভিযোগে জানানো হয়, ২০১৬ সাল থেকে নদিয়ার কালীগঞ্জ ব্লক এবং সংলগ্ন মুর্শিদাবাদের শক্তিপুর অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ৩৩ হাজার বিঘা সরকারি ও 'ভেস্টেড' জমির মাটি বেআইনি ভাবে কেটে বিক্রি করা হয়েছে। একই সঙ্গে সরকারি জমির বিপুল পরিমাণ বহুমূল্য গাছও কেটে কোটি কোটি টাকা পকেটে পুরেছেন অভিযুক্তেরা। মামলাকারীর

সরকারি মাটি চুরির মামলাতেও তদন্তের নির্দেশ আদালতের

দাবি, এই সুবিশাল বেআইনি কর্মকাণ্ডের নেপথ্যে মূল মদতদাতা হিসেবে ভূমিকা রয়েছে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেকের। এই মামলায় অভিষেক ছাড়াও অভিযুক্তের তালিকায় স্থান পেয়েছেন কালীগঞ্জের বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক আলিফা আহমেদ ও সাবেক তৃণমূল বিধায়ক হাসানুজ্জামান শেখ-সহ মোট ৩০ জন। মামলাকারীর আইনজীবী শীর্ষেন্দু দাস অভিযোগ করেন, বহু দিন ধরে বন দফতর ও স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনকে লিখিত জানালেও কোনও সদর্থক পদক্ষেপ করা হয়নি বরং মামলাকারীকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। যাবতীয় নথি ও যুক্তি খতিয়ে দেখার পর বিচারক তরুণ মণ্ডল ঘটনাটি খতিয়ে দেখে পুলিশকে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দেন। আদালতের এই নির্দেশে স্বস্তি প্রকাশ করে মামলাকারী বাপন জানান, দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশ ও সরকারি সম্পত্তি রক্ষার লড়াইয়ের পর অবশেষে বিচার ব্যবস্থার ওপর আস্থা জোরদার হলো। যদিও এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চক্রান্ত বলে দাবি করেছেন বিধায়ক আলিফা আহমেদ। অন্য দিকে, বিগত ২০২০ সালের একটি পুরনো হিংসার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি এবং জেলা পুলিশ সুপারের কাছে ১০ পাতার দীর্ঘ অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস (ববি)। তাঁর অভিযোগ, ২০২০ সালের ৬ অক্টোবর ডায়মন্ড হারবার যাওয়ার পথে শ্রোতেরপোল এলাকায় শমীক ভট্টাচার্য ও তাঁর সহযোগীদের ওপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে হামলা চালানো

● এরপর ৬ পাতায়...

সংসদে রফা হয়নি, এনসিপিআই-র ২০ সাংসদের বিরুদ্ধে সোজা সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে কালীঘাট তৃণমূল!

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্টঃ সংসদের বাদল অধিবেশন শেষ। এই অধিবেশনে ভাগ্য নির্ধারণ হল না এনসিপিআই সাংসদদের। এবার তাদের বিরুদ্ধে বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে কালীঘাট তৃণমূল। সূত্রের খবর, আগামী ৭-১০ দিনের মধ্যে ২০ জন এনসিপিআই সাংসদের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছে কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে যাওয়া ২০ জন সাংসদ, যারা এখন এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। এক সপ্তাহের মধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে কালীঘাট তৃণমূল। তাদের বিরুদ্ধে মামলা করবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির। ইতিমধ্যেই সংসদে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গেও দেখা করেছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলত্যাগ বিরোধী আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ২০ জন সাংসদের বিরুদ্ধে ২০টি চিঠি দিয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল। গত জুন মাসে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। তারপর জুলাই মাসে স্পিকারের সঙ্গে দেখা করেন অভিষেক। তারপরও এনসিপিআই সাংসদদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। উল্টে এনডিএ-র বৈঠক থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ- সবেতেই ডাক পাচ্ছে এনসিপিআই-র ২০ জন সাংসদ। সুপ্রিম কোর্টেরও নির্দেশ ছিল, তিন মাসের মধ্যে এনসিপিআই নিয়ে বিবেচনা করতে হবে। ইতিমধ্যেই দুই মাস পার করে গিয়েছে। এবার তাই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছে কালীঘাট তৃণমূল।

অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি বাদল অধিবেশন, সংসদ চত্বরে বিরোধীদের ধর্না

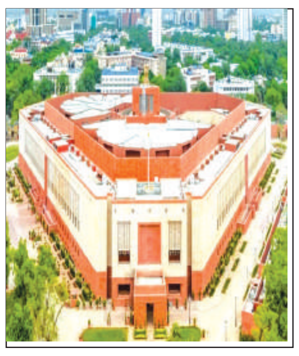

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হয়ে গেল সংসদের বাদল অধিবেশন। বৃহস্পতিবার সংসদের বাদল অধিবেশনের শেষ দিনেও বিরোধীদের হট্টগোল অব্যাহত থাকে, এর জেরে অনির্দিষ্টকালের জন্য লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে। বন্দেমাতরম গাওয়ার মাধ্যমে শেষ হয় অধিবেশন। সংসদে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেঃদ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-সহ বিজেপি সাংসদেরা। উপস্থিত ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-সহ বিরোধী সাংসদেরাও।সংসদ চত্বরে, এদিন সকালে কংগ্রেস সাংসদ পবন খেরার নেতৃত্বে বিরোধী সাংসদরা একটি খেলনা বানর নিয়ে প্রতিবাদ করেন এবং স্লোগান দেন, ৫৬ ইঞ্চি কা ছোট বান্দর, জলদি আও সদন কে অন্দর। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সমালোচনা করে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এদিন বলেন, সংসদ অধিবেশন ১৯ দিন ধরে চলেছে। আপনাদের হাতে অন্তত ২৫-২৬ দিন সময় ছিল, অথচ তখন আপনারা এ নিয়ে ভাবেননি। আমি পরিস্থিতিটা বুঝি। এই বক্তব্যটি কেবল জনগণের সামনে নিজেদের 'প্রস্তুত' হিসেবে তুলে ধরার একটি কৌশল মাত্র। আপনারা কখন প্রস্তুত হন? নিজেদের প্রস্তুতি ও কাজকর্ম শেষ হওয়ার পরেই কেবল প্রস্তুত হন। এর আগে তো আপনারা এ বিষয়ে অন্যদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করেননি। ১৯ দিন সময় নষ্ট করলেন, আর এখন সময় বা।ানোর দাবি করছেন? এটা লজ্জাজনক।বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ এদিন কংগ্রেসের সমালোচনা করে বলেছেন, রাহুল গান্ধী এতদিন ধরে হট্টগোল করছিলেন এবং দাবি জানাচ্ছিলেন, তাঁর কথা শোনা হোক ও তাঁকে বলার সুযোগ দেওয়া হোক। অথচ অমিত শাহ যখন প্রকাশ্যে জানালেন যে তিনি ২৪ ঘণ্টা ধরে বিতর্ক শুনতে এবং তার জবাব দিতে প্রস্তুত, তখন রাহুল গান্ধী কেন পালিয়ে গেলেন? রাহুল গান্ধী একজন পলাতক তিনি কেবল রাজনৈতিক লোকদেখানো আচরণই করে থাকেন।

সরকার যেকোনও বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুতঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৩ আগস্ট ঃ গত বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিরোধীদের বিরুদ্ধে সংসদের অধিবেশন ব্যাহত করার অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, সরকার যেকোনও বিষয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। তিনি বলেন, বিরোধীদল আজ দুপুর ৩টের মধ্যে লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে আলোচনার জন্য লিখিত আবেদন জমা দিক সরকার গত (বুধবার) দুপুর ৩টে থেকে পরেরদিন (বৃহস্পতিবার) দুপুর ৩টে পর্যন্ত আলোচনা করতে প্রস্তুত। পাশাপাশি তিনি এও বলেন, তিনি নিজে সভায় উপস্থিত থেকে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেবেন।সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অমিত শাহ বলেন, বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই তিনি নিয়মিত সংসদে আসছেন এবং নিজের কক্ষে উপস্থিত থাকেন। কিন্তু বিরোধীরা উভয় কক্ষের অধিবেশনই ব্যাহত করছেন। এমন পরিস্থিতিতে সংসদের ভেতরে গিয়েও কী করা যেতে পারে? তিনি বলেন, জনগণকেই এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আসলে কে পালাচ্ছে।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সরকার নিট সংক্রান্ত ছাত্র আন্দোলনের সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। অমিত শাহ জানান, বিরোধীদের প্রাথমিক দাবি ছিল আলোচনার সময় নির্ধারণ করা এবং সরকার তাতে সম্মতি প্রকাশ করেছে। তিনি নিজেও সংসদে উত্থাপিত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত, কিন্তু বিরোধীরা আসলে আলোচনাই হতে দিতে চাইছে না। তিনি বলেন, সরকারের কিছু লুকোনোর নেই। অমিত শাহ জানান, সরকার কেবল আনুষ্ঠানিক বিবৃতি না দিয়ে সংসদীয় নিয়ম অনুসারে বিস্তারিত আলোচনার পক্ষে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা হওয়াই সংসদীয় ঐতিহ্য।অমিত শাহ এও বলেন, তিনি দুপুর ৩টে থেকে আলোচনা শুরু করে পরদিন দুপুর ৩টে পর্যন্ত তা চালিয়ে যেতে প্রস্তুত। প্রয়োজন হলে গভীর রাত পর্যন্তও সংসদে বসে আলোচনা করতে তিনি তৈরি। লোকসভার অধ্যক্ষ অনুমতি দিলে প্রশ্নোত্তর পর্ব মুলতুবি রেখেও আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে বলে তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, সম্পূর্ণ আলোচনার সময় তিনি সভায় উপস্থিত থাকবেন, সব সদস্যদের বক্তব্য শুনবেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নোট করবেন এবং প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেবেন, যাতে দেশবাসীর সামনে পুরো বিষয়টির সত্যতা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা যায়।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিরোধীদের উদ্দেশে বলেন, এখন তাদেরই ঠিক করতে হবে যে তারা সংসদে আলোচনা করতে চায় নাকি হট্টগোল করতে চায়। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি তথা এনডিএ সরকার যে কোনও বিষয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। বিরোধীদের উচিত সংসদের কাজ স্বাভাবিকভাবে চলতে দেওয়া।সংসদে তাঁর উপস্থিতি নিয়ে বিরোধীদের তোলা প্রশ্নের জবাবে এদিন অমিত শাহ আরও বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে দেশের জনপরিসরে ও সংসদীয় আলোচনায় 'নিখোঁজ' এবং ' পলাতক'মতো শব্দগুলো বেশি শোনা যাচ্ছে। অথচ অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই তিনি নিয়মিত সংসদে উপস্থিত থাকছেন। সংসদ অধিবেশন চলাকালীন সব প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে সাংসদদের বাইক র‍্যালি, সূচনা উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৩ আগস্ট ঃ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানের অঙ্গ হিসেবে বুধবার সাংসদদের এক বিশেষ বাইক র‍্যালির সূচনা হলো দিল্লিতে। সূচনা করেন উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন। সংস্কৃতি মন্ত্রকের উদ্যোগে এই র‍্যালি জাতীয় গীত 'বন্দে মাতরম্'-এর ১৫০-তম বর্ষপূর্তি উদযাপনের অংশ হিসেবে বের হয়। এই র‍্যালিতে অংশ নেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, রাজীব রঞ্জন সিং, গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, বীরেন্দ্র কুমার, জি. কিষাণ রেড্ডি ও জীতেন্দ্র সিং-সহ আরও বেশ কয়েকজন সাংসদ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন বলেন, 'বন্দে মাতরম্' ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মানুষের মনে দেশপ্রেমের চেতনা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন ভাষা, স্থান ও ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে পুরো দেশকে একসূত্রে বেঁধেছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম। আর 'বন্দেমাতরম্' ছিল এই জাতীয় চেতনার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতীক। উপরাষ্ট্রপতি সম্প্রতি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শ্রী বিজয়পুরমের ফ্ল্যাগ পয়েন্টে তেরঙ্গা উত্তোলন করে 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানের সূচনা করেছিলেন। এদিন তিনি সে কথাও উল্লেখ করেন। বলেন, এটি সেই ঐতিহাসিক স্থান যেখানে সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর তিরঙ্গা উত্তোলন করে আন্দামান-নিকোবরকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করেছিলেন।এদিন বিজেপি সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজ বলেন, তিরঙ্গা কেবল জাতীয় পতাকা নয়, এটি ১৪০ কোটি ভারতীয়র সংকল্প, আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্নের প্রতীক। তিনি বলেন, এই যাত্রা শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিই নয়, বরং দেশের নতুন প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উদযাপনও বটে।

রাশিফল

মেষঃ বাড়ির পরিবেশ উন্নত করার আপনার সঙ্গীর যে চাহিদা, তা আজকে আপনাকে মেনে নিতে হবে । আপনার স্বার্থের কারণেই এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । শুভদিন হবে
বৃষঃ চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং দ্রুত সেগুলি নিয়ে কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকুন । আজকে আপনি সম্ভবত এরকম প্রচুর পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন । প্রেম আসবে আজ
মিথুনঃপ্রিয়তমের সঙ্গে মিষ্টি সাক্ষা উষ্ণ অ্যাডভেঞ্চারে পরিণত হতে পারে, পুরোটাই নির্ভর করছে আপনার সঠিক পদক্ষেপের ওপরে ! খোলাখুলি কথা বলুন যাতে প্রিয়তমের সামনে স্বচ্ছন্দ্য হতে পারেন । বিবাহের যোগ হতে পারে
কর্কটঃযখন পথ চলা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন যা ঘটছে তার সঙ্গে এগোনোই ভালো । শুভদিন হবে
সিংহ ঃ আপনার প্রিয়তমের দেখা পেয়েই আপনি সব চিন্তা ভুলে যাবেন, কেনন আপনার অ্যাড্রিনালিন বেড়ে যাবে । শুভদিন
কন্যাঃ আজকে আপনি খুবই উসাহী মেজাজে থাকবেন । এর ফলে আপনার প্রিয়জনের মন গলে যাবে ও সে আপনার কথায় একমত হবে
তুলাঃআপনি আজ সকল কর্তব্যের থেকে বেশি গুরুত্ব দেবেন পরিবারের লোকজনদের ও তাদের সঙ্গে সময় কাটানোর । সংসারে শান্তি হতে পারে
বৃশ্চিকঃ জীবন স্বাভাবিক গতিতে চলার ফলে আপনার প্রেম জীবনেও সংগতি বজায় থাকবে । প্রেম আসে ।
ধনুঃ মত পার্থক্য বা অসন্তুষ্টির সম্ভাবনা আছে । কাজেই হৃদয় সম্পর্কিত বিষয়গুলি আপনাকে সামলাতে হবে । সন্তান হতে পারে
মকরঃ আর্থিক বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিষয়গুলি অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । বিবাহের যোগ রয়েছে ।
কুম্ভঃ সবকিছুকে হালকাভাবে দেখার আপনার স্বভাব আপনার সঙ্গীর পছন্দ হবে না । কাজেই আপনাকে প্রিয়তমের প্রতি আরেকটু যত্নবান ও সংবেদনশীল হতে হবে ।শুভদিন।
মীনঃ আজকের নক্ষত্রের অবস্থান অনুকূলে নেই, কাজেই কোনও ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া এড়িয়ে চলাই ভালো হবে । কাজের জায়গায় আপনার ভয় থাকবে যে আপনার চাকরি যেতে পারে । দ্বিতীয় ভাগে আপনার সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হতে পারে । যদিও আর্থিক দিক থেকে দিনটি আপনার জন্য ভালো যাবে । আপনি নিজের ও পরিবারের লোকেদের পিছনে পয়সা খরচ করতে পারবেন । সৌভাগ্যক্রমে আপনি কাঙ্ক্ষিত আর্থিক লাভ করতে পারবেন । আর্থিক উন্নতি।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের আত্মজীবনী প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট ঃ নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে বুধবার প্রকাশিত হলো প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের আত্মজীবনী। সেই বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছিলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাও। ট্রায়াম্ফ অফ দ্য ইন্ডিয়ান রিপাবলিক:মাই লাইফ, মাই স্ট্রাগলস শীর্ষক এই বইয়ে ভারতের চতুর্দশ রাষ্ট্রপতি তাঁর বর্ণময় জীবনের নানা কাহিনী তুলে ধরেছেন।এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর জীবন ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কে আমার যে ধারণা ও জ্ঞান রয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করে আমি পূর্ণ আস্থার সঙ্গে বলতে পারি, রামনাথ কোবিন্দজির আত্মজীবনী ভারতীয় গণতন্ত্র ও সমাজের জন্য এক অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠবে। কোবিন্দজির জীবন-পরিক্রমা এবং সমাজ ও দেশের প্রতি তাঁর অবদান নিয়ে আমি অনেক কথাই বিস্তারিতভাবে বলতে পারি তবে বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানটি কেবল একটি সূচনাপর্ব বা 'কার্টেন-রেজার হিসেবেই থাকা উচিত। আপনারা নিজেরা বইটি পড়ে এর পূর্ণ সুফল গ্রহণ করলেই তা সবচেয়ে ভালো হবে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, কোবিন্দজির জীবন-পরিক্রমা সম্পর্কে তাঁর নিজের কথাতেই জানুন। দেশের নতুন প্রজন্ম তাঁর লেখা ও অভিজ্ঞতার কথা পড়ুন এগুলি থেকে সবারই অনেক কিছু শেখার আছে। কোবিন্দজি এই বইটির জন্য অত্যন্ত যথার্থ একটি শিরোনাম বেছে নিয়েছেন। 'ট্রায়াম্ফ অফ দ্য ইন্ডিয়ান রিপাবলিক:মাই লাইফ, মাই স্ট্রাগলস'। এর অন্তর্নিহিত বার্তাটি হলো-যদিও তাঁর জীবন ও সেই জীবনের সংগ্রাম ছিল একান্তই ব্যক্তিগত, তবুও সেই সংগ্রামের ফলে অর্জিত জয় আসলে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের-ভারতের গণতন্ত্রের। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁর (প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ) সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা মনে পড়ে। প্রথাগত আনুষ্ঠানিকতার গণ্ডি পেরিয়েও তিনি প্রায়শই আন্তরিক আলাপচারিতায় মেতে উঠতেন। শুরুতে আমি তাঁকে এমনটা না করার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তবুও, তিনি কখনোই সেই বিনয় ত্যাগ করেননি। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর যখন তিনি তাঁর গ্রাম 'পারাউঙ্খ'-তে গিয়েছিলেন, তখন শ্রদ্ধাবনত হয়ে শিক্ষকদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলেন। তিনি গ্রামের মাটির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন এবং সাধারণ গ্রামবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। সমগ্র দেশ সেই হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিল। তাঁর আচরণ বিশ্বের সামনে ভারতের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের এমন এক প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছিল-যে ছবি প্রতিটি ভারতীয়কে গর্বে পূর্ণ করে তোলে।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দিল্লিতে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট ঃ স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে রাজধানী দিল্লিতে আঁটোসাঁটো করা হয়েছে নিরাপত্তা। টিকরি সীমান্তে দিল্লি পুলিশের কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছে। রাজধানীর সর্বত্রই নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। বিভিন্ন গাড়ি থামিয়ে চালানো হয় তল্লাশি।আগামী শনিবার স্বাধীনতা দিবস উদযাপন, তার আগে সমগ্র দিল্লি জুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ১৫ আগস্টের অনুষ্ঠানের সামনে রেখে পুলিশের পক্ষ থেকে নজরদারি ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা জোরদার করার পাশাপাশি জাতীয় রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিশ কর্মীদের দিয়ে যানবাহন তল্লাশি চালানো হচ্ছে। বাড়তি নজর রয়েছে লালকেল্লায়, সেখানেও নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।

জাতীয় পতাকা তৈরিতে ব্যস্ত হাওড়ার জগাছার 'পতাকা বাড়ি'

হাওড়া, ১৩ আগস্ট ঃ স্বাধীনতা দিবসের আগে জাতীয় পতাকা তৈরির ব্যস্ততা তুঙ্গে হাওড়ার জগাছার উনশানি এলাকার একটি বাড়িতে। বাড়ির বাইরে দেওয়ালে তিরঙ্গার রং। আর ভিতরে চলছে পতাকা তৈরি, সেলাই ও প্যাকিংয়ের কাজ। বংশ পরম্পরায় এই বাড়িতেই তৈরি হয় জাতীয় পতাকা।হালদার পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় পতাকা তৈরির সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে পরিবারের বংশধর রাজু হালদার এই ব্যবসার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। এখানে বিভিন্ন মাপের মোট ১৩ ধরনের জাতীয় পতাকা তৈরি করা হয়। মাপ অনুযায়ী পতাকার দামও আলাদা।পরিবারের এক সদস্য হিন্দুস্থান সমাচার-এর প্রতিবেদককে জানান, প্রতি বছরই স্বাধীনতা দিবসের আগে পতাকার চাহিদা বেড়ে যায়। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। চাহিদা মেটাতে সকাল ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত কাজ করছেন কারিগররা। পতাকা তৈরি থেকে শুরু করে সেলাই ও প্যাকিং-সব কাজই চলছে জোরকদমে।কারিগররা জানান, কলকাতার বড়বাজারের ব্যবসায়ীরা এখান থেকে পাইকারি দামে জাতীয় পতাকা কিনে নিয়ে যান। পরে সেই পতাকা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ত্রিপুরা, বিহার, অসম ও ওড়িশা-সহ একাধিক রাজ্যেও এখানকার তৈরি জাতীয় পতাকা পৌঁছে যায়।স্বাধীনতা দিবস যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে অর্ডারের চাপ। তাই সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পতাকা তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন হাওড়ার এই ' পতাকা বাড়ি'র কারিগররা।

সারা বিশ্বে ১২ ই আগস্ট হাতি বাঁচানোর বার্তা নিয়ে হাতি দিবস পালিত হয়

নিজস্ব প্রতিনিধি,বাঁকুড়াঃপ্রতি বছর ১২ই আগস্ট সারা বিশ্বে বিশ্ব হাতি দিবস পালন করা হয়।এটি হাতি ও তাদের আবাসস্থল রক্ষা নিয়ে সচেতনতা তৈরির একটি আন্তর্জাতিক দিবস। এই দিনে সরকার, বনদপ্তর, স্কুল ও পরিবেশ সংস্থাগুলি মিলে হাতি বাঁচানোর বার্তা দেয়।চোরাশিকারের জন্য হাতির দাঁতের চাহিদা, বন কেটে ফেলা ও মানুষ-হাতির সংঘাতে হাতির সংখ্যা দ্রুত কমছে। তাই এদের বাঁচানোর জন্য কাজ করা হয়।হাতিকে বলা হয় ইকোসিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার। এরা বীজ ছড়ায়, জঙ্গলের রাস্তা তৈরি করে। জঙ্গল বাঁচাতে হাতি বাঁচানো জরুরি।এই দিন সার্কাস, পর্যটন ও বন্দিদশায় হাতির উপর অত্যাচার বন্ধ করার দাবি তোলা হয়।২০১২ সালের ১২ই আগস্ট প্রথম বিশ্ব হাতি দিবস পালিত হয়। কানাডার El-ephant Reintroduction Foundation * =থাইল্যান্ডের Elephant Thailand নামে দুটি সংস্থা এই দিনের সূচনা করে।ভারতে প্রায় ৩০০০০ এশিয়ান হাতি আছে। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও জলপাইগুড়িতে হাতির করিডোর আছে। আমাদের প্রজেক্ট এলিফ্যান্ট - ১৯২ হাতি রক্ষার প্রধান প্রকল্প।বিশ্ব হাতি দিবস উপলক্ষ্য এই বছরের বার্তা - হাতি বাঁচলে জঙ্গল বাঁচবে, জঙ্গল বাঁচলে আমরাও বাঁচবো।

দেশের নাগরিকদের সুস্থ থাকা অত্যন্ত জরুরিঃ মনসুখ মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট ঃদেশজুড়ে চলছে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান। এরই অঙ্গ হিসেবে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া বুধবার সকালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মাই-ভারত' স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে 'হর ঘর তিরঙ্গা' র‍্যালির নেতৃত্ব দেন। সাইকেল চালানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি দেশের নাগরিকদের সুস্থতার ওপর বিশেষ জোর দেন।কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বলেন, দিল্লিতে ১০০০-এরও বেশি 'মাই-ভারত' স্বেচ্ছাসেবক 'হর ঘর তিরঙ্গা' সাইকেল র‍্যালির মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে সুস্থতার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। কোনও দেশকে বিকশিত রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে নাগরিকদের সুস্থ থাকা অত্যন্ত জরুরি। সাইকেল চালানো সুস্থতার বার্তা দেয়, সাইকেল চালানো দূষণ সমস্যার সমাধান এবং এটি যানজট সমস্যারও একটি সমাধান।

দমদমে ভাড়াবাড়ি থেকে উদ্ধার মহিলার রক্তাক্ত দেহ, ছড়ালো চাঞ্চল্য

কলকাতা, ১৩ আগস্ট ঃ কলকাতার উপকণ্ঠে দমদম ক্যান্টনমেন্টে এলাকার ভাড়াবাড়ি থেকে মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছ।য়িছে। দমদম ক্যান্টনমেন্টের সুভাষনগর এলাকায় ভাড়াবাড়ি থেকে এক মহিলার কম্বলে মোড়ানো রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতার নাম জয়া প্রামাণিক। দমদম থানার পুলিশ তদন্তে নেমেছে।দমদম ক্যান্টনমেন্টের সুভাষনগর এলাকায় এক মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় বুধবার রাতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। একটি ভাড়া বাড়ি থেকে রাতে কম্বলে মোড়ানো অবস্থায় ওই মহিলার দেহ উদ্ধার করা হয়। শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে

নেপালের রোলপা জেলায় ধস মৃত ৩, নিখোঁজ ৯

কাঠমান্ডু, ১৩ আগস্ট ঃনেপালের রোলপা জেলায় ভূমিধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে তিন হয়েছে। ঘটনায় আরও নয়জন নিখোঁজ রয়েছেন। দু'জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। রোলপার থবাং গ্রামপালিকার বোতলবারা এলাকায় বুধবার রাত প্রায় ১১টা ৪০ মিনিট নাগাদ আচমকা বাড়ির উপর ধস নামে। মাটি ও পাথরের নিচে কমলবাহাদুর পুনমগর-সহ ছয়টি বাড়ি চাপা পড়ে যায়।জেলা পুলিশ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনায় থবাং গ্রামপালিকার বাসিন্দা ৬০ বছরের কমলবাহাদুর পুনমগর, ১৮ বছরের শান্তি পুনমগর এবং ৭১ বছরের মনরখি পুনমগরের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ২২ বছরের হিমাল পুনমগর এবং ২৫ বছরের সঞ্জয় ঘর্তিমগর। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় উদ্ধার ও ত্রাণকাজ চলছে। আহতদের চিকিৎসার জন্য অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

রাঁচিতে ২০-তম দিনে পড়ল পড়ুয়াদের আন্দোলন, ক্রমেই জোরালো হচ্ছে প্রতিবাদ

রাঁচি, ১৩ আগস্ট ঃ বেশ কয়েক দফা বৈঠকের পরও জট এখনও কাটেনি। ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন বৃহস্পতিবার ২০-তম দিনে পড়েছে। দিন যত যাচ্ছে, ততই জোরালো হচ্ছে প্রতিবাদ। একইসঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের শরীরও ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। রাঁচির জয়পাল সিং মুন্ডা স্টেডিয়ামে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন পড়ুয়ারা। ইতিমধ্যেই কেটে দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ। তাতেও দমছেন না আন্দোলনকারীরা।আন্দোলনরত শিক্ষার্থী প্রেম নায়েক বৃহস্পতিবার সকালে বলেন, আমার অনশন কর্মসূচির ১১-তম এবং আমাদের সামগ্রিক আন্দোলনের ২০-তম দিন। পরিস্থিতি দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছে। চিকিৎসকরা আমাকে অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহার করার পরামর্শ দিচ্ছেন কিন্তু সরকার যেহেতু আমাদের দাবি মানছে না, তাই আমরা সবাই কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের মনে হয়, এমন পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার কোনও অর্থ নেই। আমরা চিকিৎসকদের জানিয়ে দিয়েছি, সরকার আমাদের দাবি পূরণ না করা পর্যন্ত আমরা অনশন চালিয়ে যাব। গত রাতে প্রশাসনের লোকজন আমাদের দেখতে এসেছিলেন এবং আমরা তাঁদের মনোভাবের কিছুটা নমনীয়তা লক্ষ্য করেছি। তবে প্রশাসন এখনও যেভাবেই হোক আমাদের সরিয়ে দিতে চায় এবং চিকিৎসকদেরও একই ইচ্ছা।

আবহাওয়া

আগামী শনিবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে হতে পারে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি। বঙ্গোপসাগরে নতুন একটি অঞ্চল তৈরি হচ্ছে, এরই প্রভাবে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টি চলবে। বুধবার সকাল থেকেই শহর ও শহরতলির আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিও হয়েছে। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.১ ডিগ্রি বেশি।অলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়ায় হতে পারে ভারী বৃষ্টি। এছাড়াও দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে বৃষ্টির পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমানে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, শুক্রবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বীরভূমে। শনিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়ায়। রবিবার থেকে কমবে বৃষ্টির প্রকোপ। আগামী শনিবার পর্যন্ত মস্যজীবীদের পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা উপকূল সংলগ্ন সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গেও চলবে বৃষ্টি। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হবে আগামী সোমবার পর্যন্ত।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াল । আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৭ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭৬শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বকনিষ্ঠ কিশোর শহিদ - বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু

মধুসূদন দে, বাঁকুড়াঃভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বকনিষ্ঠ মহান বাঙালি বিপ্লবী। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক কিংবদন্তী যুব প্রতিভা। বাংলা মায়ের দামাল ছেলে ক্ষুদিরাম। তিনি বাংলার প্রথম বীর শহিদ। ১৮৮৯ সালের ৩ রা ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরের কাছে হাবিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ক্ষুদিরাম। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি তার মাকে হারান। ঠিক এক বছর পর তার বাবা কে হারালেন। বড় দিদি অপরুপা দেবী ভাইকে মায়ের যত্ন দি আগলে রাখলেন। মেদিনীপুর ছিল বিপ্লবীদের বিচরণ ভূমি। মেদিনীপুরে ক্ষুদিরামের বিপ্লবী জীবনের অভিষেক ঘটে। ক্ষুদিরাম যখন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশোনা করেন তখন তার শিক্ষক ছিলেন বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ১৯০২ সালে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু এবং রাজনারায়ণ বসুর প্রভাবে মেদিনীপুরে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। সেই সংগঠনের নেতা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ক্ষুদিরাম সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরামর্শে বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। ক্ষুদিরামের স্বপ্ন যেন সফল হল।১৯০২ সালে অরবিন্দ ঘোষ গুপ্ত সমিতির কাজে মেদিনীপুর শহরে এলেন। তিনি তখন সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন। ১৯০৩ সালে ভগিনী নিবেদিতা মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ্য সভায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। বিপ্লবী তরুণ প্রজন্ম তাঁর নিকট প্রেরণা লাভ করল। কিশোর ক্ষুদিরাম এই সমস্ত বিপ্লবী আলোচনা সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন। কলকাতায় বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষের সংস্পর্শে আসেন। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলা কে দুই ভাগে ভাগ করলেন। শুরু হল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। মানুষ প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। ক্ষুদিরাম বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের এক মহান সৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন।১৯০৬ সালে মেদিনীপুর জেলখানার সামনে কৃষি ও শিল্প মেলার আযোজন করা হয়। সেখানে ক্ষুদিরাম সোনার বাংলা নামে একটি প্রচারপত্র বিলি করেন। হঠ্যা পুলিশের নজরে পড়েন। বুদ্ধির জোরে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু বিপ্লবীদের পরামর্শে তিনি ধরা দিলেন। পুলিশ তার উপর অত্যাচার শুরু করল। শত অত্যাচারেও তিনি একটি কথাও প্রকাশ করলেন না। অবশেষে আইনজীবিদের সাহায্যে তিনি মুক্তি লাভ করেন।তখন মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন অত্যাচারী কিংসফোর্ড। এই ইংরেজ প্রশাসক ভারতীয়দের উপর নানা অত্যাচার শুরু করল। মাত্র ১২ বছরের বালক সুশীল সেন কে নির্মমভাবে প্রহার করায় বিপ্লবীদের মধ্যে ক্রোধের দাবানল জ্বলে উঠল। এক গোপন সভায় বিপ্লবীরা ঠিক করলেন অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। আর তার দায়িত্ব দেওয়া হল বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ও বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকির উপর। ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি মজফ্ফরপুর পৌঁছালেন।সেদিন ছিল ১৯০৮ সালের ৩০ শে এপ্রিল। যে পথে কিংসফোর্ড সাহেব ফিরতেন সেখানে একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি। তারা ফিটন গাড়ি আসার অপেক্ষায় ছিলেন। একটু পরেই গাড়ির শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে তারা গাড়ির দিকে বোমা ছুঁড়লেন। আগুন ধরে গেল ফিটন গাড়িতে। দুইজনেই খুব খুশি। কিন্তু তাদের হিসেবে একটু ভুল হয়েছিল। যে গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েন সেই গাড়িতে সেদিন কিংসফোর্ড সাহেব ছিলেন না । বোমার আঘাতে মিসেস কেনেডি ও তাঁর কন্যা মারা গেলেন। এই সংবাদ শহরে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। ক্ষুদিরাম পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছিলেন। সকাল পর্যন্ত পঁচিশ মাইল হেঁটে ওয়াইনি নামে একটি স্টেশনে পৌঁছান। যখন একটা চায়ের দোকানে তিনি এক গ্লাস জল চেয়েছিলেন, তখন তিনি দুজন পুলিশ কনস্টেবল এর মুখোমুখি হন। তাদের সন্দেহ হওয়ার জন্য ক্ষুদিরাম কে আটক করার চেষ্টা করে। ক্ষুদিরাম তাদের সঙ্গে লড়াই শুরু করে। তখন তার দুটো রিভলভারের একটা পড়ে যায়। অন্য রিভলভারটা দিয়ে গুলি করতে উদ্যত হলে একজন পুলিশ কনস্টেবল পিছন দিক থেকে ক্ষুদিরাম কে ধরে ফেলে। ক্ষুদিরামকে ধরা পড়তে হল। শুরু হল বিচারের নামে প্রহসন।দিনটা ছিল ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও ক্ষুদিরাম ছিলেন নির্ভীক। শেষ ইচ্ছে জানতে চাওয়া হল। ক্ষুদিরাম হাসলেন। সেই হাসি বড় করুণ। তাঁর শেষ ইচ্ছে--দেশের স্বাধীনতা। আর শেষবারের মতো বললেন--বন্দে মাতরম। বাংলা কাব্যে, সাহিত্য ও সংগীতে ফাঁসির মঞ্চে আত্ম বলিদান এর মধ্য দিয়ে বাংলার প্রথম বীর শহিদ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু অমরত্বের শিলালিপিতে স্বাক্ষর করেন।আজও তাঁর আত্মত্যাগ আমাদের প্রেরণা।।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অঙ্কন ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা

হুগলি , ১৩ আগস্টঃ ভারতের স্বাধীনতা দিবসের ৮০তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে হুগলি-চুঁচুড়া পৌরসভার উদ্যোগে মঙ্গলবার আয়োজিত হলো অঙ্কন ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ।প্রতিযোগিতায় খুদে প্রতিযোগীদের উৎসাহ, সৃজনশীলতা এবং দেশপ্রেমের ভাবনা বিশেষভাবে নজর কাড়ে। অঙ্কন ও প্রবন্ধের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের মধ্যে দেশের প্রতি ভালোবাসা, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং জাতীয় চেতনার ভাবনা ফুটে ওঠে।অনুষ্ঠানে বিধায়ক সুবীর নাগ খুদে প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন, শিশু-কিশোরদের প্রতিভার বিকাশের পাশাপাশি তাঁদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও দায়িত্ববোধের চেতনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।হুগলি-চুঁচুড়া পৌরসভার এই উদ্যোগকে ঘিরে অংশগ্রহণকারী শিশু-কিশোরদের মধ্যে উসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। আগামী প্রজন্মের হাত ধরেই আরও শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ে উঠবে-এই প্রত্যাশাই উঠে আসে অনুষ্ঠানে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৪৪মনিট এবং রাত ১১টা ৪০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা৫০ মিনিট । সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৭মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৮মিনিটে হতে পারে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

কলকাতা পুরসভায় ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের জের, বদলাবে ৯ লক্ষ সম্পত্তির অ্যাসেসি নম্বর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ পুরভোটের আগে কলকাতা পুরসভায় ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় এবার তার প্রভাব পড়তে চলেছে পুর প্রশাসনের সম্পত্তি কর ব্যবস্থাপনাতেও। ওয়ার্ডের সীমানা পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কলকাতা পুরসভা এলাকার প্রায় ৯ লক্ষ সম্পত্তি করদাতার অ্যাসেসি নম্বর নতুন করে তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। পুরসভা সূত্রে খবর, আগামী অর্থবর্ষ শুরু হওয়ার আগেই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। নতুন ওয়ার্ড কাঠামো অনুযায়ী পরবর্তী অর্থবর্ষে সম্পত্তি করের বিল তৈরি এবং কর সংগ্রহ করার পরিকল্পনা রয়েছে পুর প্রশাসনের। বর্তমানে কলকাতা পুরসভায় মোট ১৪৪টি ওয়ার্ড রয়েছে। ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব অনুযায়ী সেই সংখ্যা বেড়ে ২০৯টি হতে পারে। অর্থাৎ নতুন করে ৬৫টি ওয়ার্ড তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই নতুন ওয়ার্ডগুলির খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে এবং সেই খসড়া নিয়ে সাধারণ নাগরিকদের আপত্তি ও পরামর্শ জানানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছে। পুনর্বিন্যাস কার্যকর হলে কলকাতার বহু বাসিন্দার বর্তমান ওয়ার্ডের পরিবর্তন ঘটবে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিগুলির কর শনাক্তকরণ নম্বরও নতুন কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তন করার প্রয়োজন হবে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি অর্থবর্ষের সম্পত্তি করের বিল ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে। ফলে এই অর্থবর্ষের মাঝপথে অ্যাসেসি নম্বর পরিবর্তন করার সম্ভাবনা নেই। বরং পুরভোটের প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর সম্পত্তি কর মূল্যায়ন বিভাগ নতুন নম্বর তৈরির কাজে হাত দিতে পারে। লক্ষ্য থাকবে, আগামী অর্থবর্ষ শুরুর আগেই নতুন অ্যাসেসি নম্বরের কাজ শেষ করা। যাতে নতুন অর্থবর্ষে করদাতাদের সম্পত্তি করের বিল নতুন নম্বর অনুযায়ী তৈরি করা যায়। কলকাতা পুরসভার এক আধিকারিকের বক্তব্য অনুযায়ী, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের পর সম্পত্তি কর ব্যবস্থাপনায় যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সে বিষয়টি মাথায় রেখেই আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। নতুন অ্যাসেসি নম্বর তৈরি হলেও সাধারণ করদাতাদের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যার আশঙ্কা নেই। পুরনো নম্বর এবং নতুন নম্বরের মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগসূত্র বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হবে। ফলে পুরনো কর সংক্রান্ত তথ্য এবং নতুন অ্যাসেসি নম্বরের তথ্য পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। তবে কিছু ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হতে পারে বলে মনে করছে পুর প্রশাসন। বিশেষ করে সম্পত্তির নির্ধারিত করমূল্য নিয়ে আপত্তি জানিয়ে যাঁরা বর্তমানে আবেদন করেছেন অথবা যাঁদের কর সংক্রান্ত মামলা বা আপত্তির বিষয় পুরসভার বিবেচনাধীন রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে পুরনো ও নতুন অ্যাসেসি নম্বরের মধ্যে তথ্যের সামঞ্জস্য বজায় রাখা জরুরি হবে। সংশ্লিষ্ট দফতরকে সেই বিষয়টি বিশেষভাবে দেখার দায়িত্ব দেওয়া হবে বলে পুরসভা সূত্রে খবর। এদিকে নতুন ৬৫টি ওয়ার্ড তৈরি হলে সম্পত্তি কর আদায়ের পরিকাঠামোও বাড়ানোর প্রয়োজন হবে। সেই কারণে নতুন ওয়ার্ডগুলির জন্য অতিরিক্ত কর্মী রাখার পরিকল্পনা করেছে পুরসভা। সংশ্লিষ্ট কর্মীরা নতুন ওয়ার্ডের সম্পত্তি করদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কর সংক্রান্ত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবেন। নতুন ওয়ার্ড কাঠামোয় যাতে কর আদায়ের ক্ষেত্রে কোনও ঘাটতি না থাকে, সেই কারণেই এই অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ বা দায়িত্ব বণ্টনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, চলতি বছরেই পুরসভার সম্পত্তি কর বিভাগের কর্মীদের একাধিক প্রশাসনিক কাজে যুক্ত থাকতে হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি শিবির, জনগণনা এবং ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে সম্পত্তি কর বিভাগের কর্মীরা দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি আয়ুষ্মান ভারত এবং অন্নপূর্ণা যোজনার মতো বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কাজেও তাঁদের যুক্ত করা হয়েছে। ফলে নিয়মিত সম্পত্তি কর আদায়ের কাজে কিছুটা প্রভাব পড়েছে বলে পুরসভা সূত্রে খবর। বুধবার বিধানসভায় কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত সংশোধনী বিল পাশ হয়েছে। রাজ্যপালের অনুমোদনের পর বিলটি আইনে পরিণত হবে।

শিক্ষক ও পরিকাঠামো সংকটে ধুঁকছে কেশরপুর কুশল বাস্কে আদর্শ হাই স্কুল

দুরন্তবার্তা, শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ১৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ শ্রেণীকক্ষের অভাব এতটাই তীব্র যে রান্নার জায়গাতেই বসাতে হচ্ছে ক্লাস। বৃষ্টি নামলে বারান্দা বা গাছের তলায় ভিজে ভিজেই সারতে হচ্ছে মধ্যাহ্নভোজ। শিক্ষা ব্যবস্থার এমনই এক চরম ও করুণ বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে রঘুনাথপুর বিধানসভার সাতুরি থানার অন্তর্গত টাড়াবাড়ী এলাকার কেশরপুর কুশল বাস্কে আদর্শ হাই স্কুলে। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়টিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা উপচে পড়লেও, চরম রূপ নিয়েছে শিক্ষক সংকট ও পরিকাঠামোগত অনটন। পুরো ব্যবস্থা ভেঙে পড়লেও বারংবার আবেদন জানানোর পরও প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করছে বলে অভিযোগ অভিভাবক ও শিক্ষক মণ্ডলীর। বিদ্যালয় সূত্রে খবর, প্রায় ৮টি শ্রেণীর কয়েকশো ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন মাত্র ৫ জন শিক্ষক। প্রয়োজনের তুলনায় এই শিক্ষক সংখ্যা এতটাই নগণ্য যে, নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনে প্রতিটি ক্লাসে পাঠদান চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবল শ্রেণীকক্ষই নয়, শিক্ষকদের বসার জন্য আলাদা কোনো নির্দিষ্ট অফিস ঘর পর্যন্ত নেই। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত বেহাল অবস্থার সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ছে মিড-ডে মিলের সময়ে। নেই কোনো নির্দিষ্ট ডাইনিং হল। সামান্য বৃষ্টিতেই ছাদ থেকে জল পড়ে ভেসে যায় চারপাশ। বাধ্য হয়ে খুদে পড়ুয়াদের খোলা আকাশের নিচে, গাছের তলায়, ক্লাস রুমে কিংবা জলকাদা মাখা বারান্দায় বসে খাবার খেতে হয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, এই দুর্বিষহ চিত্র তুলে ধরে একাধিকবার স্থানীয় প্রশাসন ও শিক্ষা দপ্তরের দুয়ারে দরবার করা হয়েছে। কিন্তু বারবারই শুধু মেলেনি সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি, বাস্তবক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। প্রশাসনের এই দীর্ঘদিনের উদাসীনতায় তীব্র ক্ষোভে ফুসছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকেরা। তাদের পরিষ্কার দাবি;অবিলম্বে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ এবং ডাইনিং হলের ব্যবস্থা করতে হবে। দ্রুত দাবি না মানা হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয়রা।

বিকশিত ভারত প্রবন্ধ লিখে দিল্লীর লালকেল্লায় আমন্ত্রণ সুন্দরবনের ছাত্রীর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, সুন্দরবন, ১৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ এবছর বিকশিত ভারত নিয়ে প্রবন্ধ লিখে ১৫ আগস্ট লালকেল্লায় আমন্ত্রিত সুন্দরবনের বাসন্তীর সেলিমা, তবে তার এই স্বপ্ন পূরণে বাধা অর্থ। নবম শ্রেণির ছাত্রী সেলিমা মোল্লা। সুন্দরবনের দরিদ্র পরিবার। সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরানোর দশা। যেখানে পেট চালাতে প্রতিদিনের লড়াই চলে, সেখানে পড়াশোনা বিলাসিতা। তবে মেয়ের পড়াশোনায় কোনও খামতি রাখেননি বাবা। এবার পরিবার স্কুল-সহ গোটা গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করল নবম শ্রেণির ছাত্রী। 'বিকশিত ভারত' নিয়ে প্রবন্ধ লিখে স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় ডাক পেলেন এই কিশোরী। তবে তার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থ। সরকারি সাহায্য না মিললে রাজধানী যাওয়া সম্ভব নয়। সরকারি সাহায্যের আর্জি জানিয়েছে পরিবার। সেলিমা মোল্লা।বাসন্তীর ফুলমালঞ্চ ঋতু ভকত উচ্চমাধ্যমিক হাই স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী। বাবা সেলিম মোল্লা দিনমজুর। মা রেহেনা মোল্লা গৃহবধু। তাঁরা দুই বোন, দুই ভাই। বড় সেলিমা। দরিদ্র পরিবারের বেড়ে ওঠা। বাড়ি থেকে ৩০ মিনিট সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যাতায়াত। পড়াশোনায় বরাবরই মেধাবী সেলিমার প্রিয় বিষয় ইংরাজি। সম্প্রতি 'বিকশিত ভারত' প্রসঙ্গে ভারত সরকার এক প্রবন্ধ লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ইংরাজিতে ৫০০ শব্দের একটি প্রবন্ধ লিখে স্কুল শিক্ষকের কাছে জমা দিয়েছিল সেলিমা। পরবর্তীতে সেই লেখা দিল্লিতে পাঠানো হয়। এই প্রতিযোগিতায় দেশ জুড়ে লাখ লাখ পড়ুয়া অংশ গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ২০০ জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সেই তালিকায় নাম রয়েছে সেলিমার। সঙ্গে ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন লালকেল্লায় যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আনন্দের বন্যা বাসন্তী ব্লকজুড়ে। ফুলমালঞ্চ ঋতু ভকত উচ্চমাধ্যমিক হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অম্বরীশকুমার দত্ত বলেন, বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রছাত্রী তথা সমগ্র দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অসংখ্য পড়ুয়া এবারে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সেলিমা অনন্য নজির স্থাপন করলো। ও জীবনে অনেক বড় হোক। অনেক সাফল্য ওর ঝুলিতে আসবেই সেই বিশ্বাস রয়েছে। এদিকে মেয়ের এই সাফল্যে চোখে জল বাবা-মার। সবাইকে বুক চাপড়ে বাবা বলছেন আমার মেয়ে দিল্লি থেকে ডাক পেয়েছে। কিন্তু দিল্লীর লালকেল্লা যাওয়ার খরচের সংস্থান কি করে হবে তা নিয়ে চিন্তায় পরিবার। দিল্লি যাওয়া হবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। সেলিমা বলেন, যদি সরকারি ভাবে খ রচ দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিবসের দিন লালকেল্লায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব। না হলে এই খরচ আমার পরিবার বহন করতে পারবে না।এখন দেখার সেলিমার স্বপ্ন পূরণ হয় কিনা।

মসজিদে লাউডস্পিকার মামলা

কল্যাণ-এজি বাকযুদ্ধে আদালতে তুলকালাম

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ মসজিদ থেকে লাউডস্পিকার খোলার অভিযোগ সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলার শুনানিকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাই কোর্টের এজলাসে নজিরবিহীন উত্তেজনা তৈরি হয়। শুনানির মাঝেই বর্ষীয়ান সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্রের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে আদালত কক্ষ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে হয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে। বৃহস্পতিবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি অতরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটির শুনানি চলছিল। মামলাকারী ডেনিস ফারুকির অভিযোগ, শ্রীরামপুর, রিষড়া, চাঁপদানি, ভদ্রেশ্বর-সহ একাধিক এলাকায় মসজিদ থেকে প্রায় চার হাজার লাউডস্পিকার খুলে নেওয়ার জন্য পুলিশ মৌখিকভাবে চাপ দিচ্ছে। তাঁর দাবি, বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের তরফে প্রয়োজনীয় নিয়ম মানা হচ্ছে না। মামলাকারীর পক্ষ থেকে আরও দাবি করা হয়, ১৯৯৯ সালে কলকাতা হাই কোর্টের তরফে নির্দিষ্ট শব্দসীমা মেনে আজানের সময়ে মাইক্রোফোন ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে মসজিদগুলিতে লাউড স্পিকার ব্যবহারের বিষয়টি সম্পূর্ণ বেআইনি বলে দাবি করা যায় না বলেই মামলাকারীর বক্তব্য। এই মামলার শুনানির সময়েই তীব্র বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল। কল্যাণের অভিযোগ, তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে মন্তব্য করেন এজি। 'চটি চেটে খায়' বলে তাঁকে কটাক্ষ করা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। পাল্টা ক্ষোভ প্রকাশ করে কল্যাণও এজির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, তউনি তো শুভেন্দু অধিকারীর বুট চেটে খাওয়া অ্যাডভোকেট জেনারেল।দ এজলাসের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। তাঁর হস্তক্ষেপেই পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয় এবং মামলার শুনানি এগিয়ে যায়। পরে আদালত চত্বর থেকে বেরিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, সংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার কারণে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য সরকারের আইনজীবীদের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক ও উলটোপালটা অভিযোগ তোলার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। কল্যাণের আরও দাবি, বিভিন্ন সংবেদনশীল মামলায় রাজ্য সরকার চাপের মধ্যে রয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগে যাঁদের জেলে পাঠানো হচ্ছে, তাঁরা আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, এই চাপ থেকেই এমন ধরনের আচরণ সামনে আসছে। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলকে আক্রমণ করে কল্যাণ আরও বলেন, দেওয়ানি আদালতের আইনজীবীর পক্ষে সংবিধান সংক্রান্ত আইন বোঝার ক্ষেত্রে প্রশ্ন রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, সংবিধান বিষয়ে যথেষ্ট ধারণা না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র টেকনিক্যাল বিষয় তুলে শুনানির সময় নষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এদিকে, মসজিদ থেকে জোর করে লাউডস্পিকার সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগের বিষয়ে পুলিশ কী পদক্ষেপ করেছে, আদৌ পুলিশ কোনও হস্তক্ষেপ করেছে কি না, তা আগামী শুনানিতে স্পষ্ট করতে হবে। মামলাটির পরবর্তী শুনানি আগামী মঙ্গলবার। সেদিন পুলিশের ভূমিকা এবং অভিযোগের বাস্তবতা নিয়ে আদালতে বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

পুজোর আনন্দ সবার, অভাবীদের মুখে খাবার তুলে দিতে বারাকপুরে কৌস্তভের বিশেষ উদ্যোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোয় আনন্দের অংশীদার করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন বারাকপুরের বিজেপি বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী। পুজোর চার দিন বিধানসভা এলাকার দরিদ্র ও অভাবী মানুষের জন্য বিনামূল্যে খাবারের ব্যবস্থা করতে চালু করা হবে 'পুজো স্পেশাল এমএলএ ক্যান্টিন'। বারাকপুর ও টিটাগড়ের বিভিন্ন এলাকায় এই বিশেষ ক্যান্টিন চালানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। সারাবছর যাঁরা পর্যাপ্ত খাবার বা ভালো খাবারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকেন, পুজোর দিনগুলিতে তাঁদের মুখে ভালো খাবার তুলে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য বলে জানান বিধায়ক। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে যখন শহরজুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়, পরিবার-পরিজনকে সঙ্গে নিয়ে মানুষ আনন্দে মেতে ওঠেন, তখন সমাজের একটা বড় অংশ সেই আনন্দ থেকে দূরে থেকে যায়। আর্থিক অনটনের কারণে অনেক পরিবার পুজোর দিনগুলিতেও পছন্দের খাবার খেতে পারেন না। সেই মানুষগুলির কথা মাথায় রেখেই 'পুজো স্পেশাল এমএলএ ক্যান্টিন'-এর পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৌস্তভ বাগচী। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিধায়কের পাশে রয়েছে 'বঙ্গস্পন্দন ফাউন্ডেশন' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। বারাকপুর ও টিটাগড়ের ঠিক কোন কোন এলাকায় ক্যান্টিনগুলি চালু হবে, সেই তালিকা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। স্থান নির্ধারণের কাজ শেষ হলে পুজোর আগেই বিভিন্ন মাধ্যমে তা সাধারণ মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হবে। সামাজিক মাধ্যম, প্রচারপত্র এবং অন্যান্য প্রচারের মাধ্যমে ক্যান্টিনগুলির ঠিকানা ও প্রয়োজনীয় তথ্য তুলে ধরা হবে। এই উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কৌস্তভ বাগচী বলেন, পুজোর সময় অধিকাংশ মানুষ যখন পরিবার নিয়ে আনন্দ করেন এবং নানা ধরনের ভালো খাবার খান, তখন বহু অভাবী মানুষ সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকেন। তাঁদেরও বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের আনন্দের অংশীদার করে তুলতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুজোর চার দিন বিনামূল্যে খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে চান তিনি। তবে বিধায়কের পরিকল্পনা শুধু দুর্গাপুজোর চার দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। সারা বছরও বারাকপুরের দু-তিনটি জায়গায় 'এমএলএ ক্যান্টিন' চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন কৌস্তভ। পুজোর বিশেষ উদ্যোগকে ভবিষ্যতে একটি দীর্ঘমেয়াদি জনসেবামূলক কর্মসূচিতে পরিণত করার পরিকল্পনাও রয়েছে। দরিদ্র মানুষের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে রাজ্যে ইতিমধ্যেই সরকারি উদ্যোগ রয়েছে। ফুটপাথবাসী এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের জন্য চালু রয়েছে 'মা আহার' প্রকল্প। এর আগের নাম ছিল 'মা ক্যান্টিন'। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে এই প্রকল্প চালু হয়েছিল। পাঁচ টাকায় দুপুরের খাবার দেওয়ার মাধ্যমে শহরের দরিদ্র মানুষের জন্য খাবারের ব্যবস্থা হয়েছিল।

রাখি পূর্ণিমা ও ঝুলন যাত্রা উপলক্ষে ইসকনের প্রধান কেন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুর সেজে উঠতে চলেছে

দুরন্তবার্তা, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলি, ১৩ আগস্ট, ২০২৬ঃ ইসকনের প্রধান কেন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুরে ২৩শে আগষ্ট ২০২৬ রবিবার থেকে ২৮শে আগষ্ট ২০২৬ শুক্রবার পর্যন্ত এই ছয় দিন ব্যাপী মহাসমারোহে যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে ৪২ তম ঝুলন ও রাখী পূর্ণিমা উৎসব পালন করা হবে। এরি সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসকনের শাখা কেন্দ্রগুলিতেও এই উৎসব যথাযথ মর্যাদার সাথে অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম দিন বিকাল ৫টায় চন্দ্রোদয় মন্দির থেকে শ্রী শ্রী রাধামাধবকে বর্ণাঢ্য সংকীর্তন শোভাযাত্রা সহকারে ঝুলন মন্ডপে নিয়ে যাওয়া হবে। রাত্রি ৯টাপর্যন্ত চলবে ভোগ-রাগ, সন্ধ্যা আরতি, কীর্তন, দীপ দান, হিন্দোল ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিনামূল্যে প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম। দেশ বিদেশের বহু ভক্তবৃন্দ এই ঝুলন যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করবেন বলে কর্তৃপক্ষ আশা করছেন। ইস্কন মায়াপুরের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস বলেন শ্রাবণ মাসের শুক্লা পক্ষের একাদশী তিথি থেকে পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত চলে ঝুলন যাত্রা উৎসব। তুমি জানান বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে দ্বাপর যুগে ঝুলন উৎসবের সূচনা হয়েছিল। পুরান অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে ঈশ্বরের অবতার রূপে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কৃষ্ণ ও রাধারানীর যে মাধুরী ও প্রেম প্রকাশ বৃন্দাবনে স্থাপিত হয়েছিল, তারই লীলা স্বরূপ ঝুলন যাত্রা পালিত হয়। রাধা কৃষ্ণ বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে বিশুদ্ধ প্রেমের আদান-প্রদানের মাধ্যমে এই জীবজগতে প্রথম প্রেমের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, আর সেই লীলার নানা রূপ এই যুগে ঝুলন যাত্রায় পরিবেশিত হয়। তবে বর্তমানে কালের বিবর্তনে এর বিকৃত রূপ পরিলক্ষিত হচ্ছে, ঝুলন যাত্রা কোনো সাধারণ মানব মানবীর প্রেম লীলা নয়। এবছর নিত্যানন্দ কুঠিরের পাশে বিস্তীর্ণ জায়গায় এই কৃত্রিম ঝুলন মণ্ডপটি তৈরি করা হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর,সুশীতল ছায়াণীড়, ফুল-ফলে ভরা, বনরাজিতে সুসজ্জিত মনোমুগ্ধকর আলোক মালা ও কৃত্রিম ফোঁয়ারার ঐক্যতানে সকলকে পৌঁছে দেবে অন্য এক অপ্রাকৃত জগতে। গৌরাঙ্গ দাস বলেন প্রত্যক্ষ দর্শন না করলে এর অপার মহিমা বোঝা দুস্কর। মনের মণিকোঠায় ভেসে উঠবে পরমেশ্বর ভগবান রাধাকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রার অপ্রাকৃত ছবি। ঝুলন প্রেমের উৎসব, মিলনের উৎসব, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মহামিলনের উৎস্ক্ষ সব। পরস্পরকে আপন করে নেওয়ার উৎসব। ঝুলন ও রাখী পূর্ণিমা উৎসব দেশভক্তি, দেশপ্রেম ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধনের উৎসব। পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই ঝুলন ও রাখী পূর্ণিমা উৎসব প্রসারিত হোক সমাজ জীবনের প্রতিটি কোনে কোনে। বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হোক প্রেম, মৈত্রী,ভালোবাসা, দৃঢ় হোক মানব মেলবন্ধন এরই সাথে এবছর ২৮শে আগষ্ট ২০২৬ শুক্রবার বিশেষ ভাবে বলরাম জয়ন্তীও পালন করা হবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Dy. C.E (SWM-II), KMC invited e-tender online percentage two bids system for the following works :

(1) NIT No.: SWM-II/DH/56/2025-26

Tender ID: 2026_KMC_1037727_1

Name of the Work: **Supply, fitting, fixing of spare parts for movable compactor of Vehicle No. WB03C-9543 (TATA 1613, BS-III) of Dhapa Garage under SWM-II**; Estimated Amount : **Rs. 2,40,125.00**; Earnest Money: **Rs. 4,810.00**; Period of Completion : **10 days**.

(2) NIT No.: SWM-II/SRC/03/2026-27

Tender ID: 2026_KMC_1037730_1

Name of the Work: **Washing of KMC owned Vehicles under SRC Garage**; Estimated Amount : **Rs. 1,93,035.00**; Earnest Money: **Rs. 3,870.00**; Period of Completion : **180 days**.

(3) NIT No.: SWM-II/DH/07/2026-27

Tender ID: 2026_KMC_1037801_1

Name of the Work: **Washing of KMC owned different types of conservancy Vehicles under Dhapa Garage using high-pressure washing unit**; Estimated Amount: **Rs. 1,46,160.00**; Earnest Money: **Rs. 2,950.00**; Period of Completion : **180 days**.

(4) NIT No.: SWM-II/SSU/02/2026-27

Tender ID: 2026_KMC_1037851_1

Name of the Work: **Reparing and maintenance of the Vehicles No. WB03D-1293, 1296 (Movable Compactor) (TATA-1613 BS-IV) of SSU garage under SWM-II**; Estimated Amount : **Rs. 1,98,609.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **10 days**.

(5) NIT No.: SWM-II/SSU/02/2026-27

Tender ID: 2026_KMC_1037851_2

Name of the Work: **Repairing and maintenance of the Vehicles No. WB03D-1783, 1786 (Movable Compactor) (LEY 1619 U, BS-IV) of SSU Garage under SWM-II**; Estimated Amount : **Rs. 1,97,282.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **10 days**.

(6) NIT No.: SWM-II/SSU/02/2026-27

Tender ID: 2026_KMC_1037851_3

Name of the Work: **Repairing and maintenance of the Vehicles No. WB03C-9540, 9542 (Movable Compactor) (TATA-1613, BS-III) of SSU Garage under SWM-II**; Estimated Amount : **Rs. 1,98,104.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **10 days**.

(7) NIT No.: SWM-II/SSU/02/2026-27

Tender ID: 2026_KMC_1037851_4

Name of the Work: **Repairing and maintenance of the Vehicle No. WB07K-0841, 0866 (Hydraulic Tipper Dumper, make TATA, Model - Signa 1923, BS-6) of SSU Garage under SWM-II**; Estimated Amount : **Rs. 1,98,304.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **10 days**; Last date and time of submission of bid : **22.08.2026** up to **1 p.m. [For Sl. No. 1 to 7]**; The bid forms and other details are available on and from **12.08.2026 (1 p.m.) [For Sl. No. 1 & 2]** & **13.08.2026 (5 p.m.) [For Sl. No. 4 to 7]**.The website **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 7]**.

The Dy. C.E(M) (S&D), KMC invites e-tender online item rate two bid system for the following work:

NIT NO. : KMC/S_D/UDPS/P5/26-27 (1st Call)

Name of Work : **Repairing and commissioning with replacement of worn-out components of 7 cusec capacity pump Unit No. 5 at UDPS**; Estimated Amount: **Open quotation**; Earnest Money : **2% of quoted amount**; Period of Completion : **14 days**; Last Date and Time of submission of Bid : **27.08.2026 - 5 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **18.08.2026 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**. For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

The Director General (S&D), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:

NIT NO. : S&D/IX/074/003/2026-27

Name of Work : **Deployment of manpower for operation of penstock gates at Bidhan Colony under BR-IX**; Estimated Amount (including CESS): **Rs. 2,40,722.59**; Earnest Money : **4,900.00**; Period of Completion: **122 days**; Bid submission start date and time (online) : **14.08.2026** at **2 p.m.** Last Date and Time of submission of Bid (online): **21.08.2026** up to **2 p.m.** The bid documents and other details will be available on and from **14.08.2026** at **2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/137 (1st Call)

Name of Work: **Repairing of Roads at Canal East Road (in patches) and surroundings area in Ward No. 14 under Borough-III**; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,93,744.12**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **120 Days**.

(2) NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/149 (1st Call)

Name of Work: **Repairing of Roads at 112, 45, 75/3, Beliaghata Main Road & surrounding area under BR-III**; Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,94,940.00**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **120 Days**; Last date and time of submission of bid: **31.08.2026 - 12 noon [For Sl. No. 1 & 2]**; The bid forms and other details are available on and from **19.08.2026 (12 noon)** in the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2]**.

The Director General (M)/Road, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:

NIT NO. : KMC/ASPH/PB/TKS-06/2026-27

Name of Work : **Repairing and replacement of bitumen pipe line inside of thermodrum and other allied works for DM-45 Plant at Asphaltum Department, Palmer Bazar**; Estimated Amount: **Rs. 1,54,414.59**; Earnest Money: **3,100.00**; Period of Completion: **7 days**; Last Date and Time of submission of Bid: **25.08.2026** at **4 p.m.** Bid opening date and time for technical proposals (online) : **27.08.2026at 4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **14.08.2026 (4 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

347/26-27

বিপ্লবের আগুনে গড়া জীবন, বিস্মৃত ধনঞ্জয়

দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ১৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ ব্রিটিশ জেলাশাসকের হত্যাকাণ্ডে নাম জড়িয়েছিল তাঁর। ব্রিটিশ পুলিশের চোখে তিনি ছিলেন ফেরার বিপ্লবী। ঢাকা, বক্সার, হিজলি, আলিপুর ও মেদিনীপুরের জেলে কেটেছে জীবনের প্রায় চোদ্দো বছর। স্বাধীনতার পরে গোপীবল্লভপুর থেকে চার বার বিধায়ক হয়েছেন। পেয়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামীর তাম্রপত্রও। অথচ সময়ের সঙ্গে ঝাড়গ্রামের এই বিপ্লবীর নামই যেন বিস্মৃতির আড়ালে চলে গিয়েছে। তিনি ধনঞ্জয় কর। ১৯০৫ সালের ৫ ডিসেম্বর গোপীবল্লভপুরের নয়াবসান গ্রামে জন্ম ধনঞ্জয়ের। বাবা দ্বারিকানাথ করের ব্রিটিশ-বিরোধী অবস্থান ছোটবেলা থেকেই প্রভাব ফেলেছিল তাঁর উপর। বারিপদা হাই ইংলিশ স্কুলে পড়ার সময় ব্রিটিশ আধিকারিকের সামনে ইউনিয়ন জ্যাককে স্যালুট করতে অস্বীকার করে শাস্তির মুখে পড়েন তিনি। পরে মেদিনীপুর কলেজ থেকে স্নাতক হন। ১৯২২ সালে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন ধনঞ্জয়। ১৯২৪ সালে যুক্ত হন হিন্দুস্তান রিপাবলিকান আর্মির সঙ্গে। ১৯২৬ সালে প্রথম গ্রেফতার। মেদিনীপুরের তিন ইংরেজ জেলাশাসক জেমস পেডি, রবার্ট ডগলাস ও বার্জের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেও তাঁর নাম জড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় গবেষক উদয়শঙ্কর মহান্তীর দাবি, ওই তিন হত্যাকাণ্ডের অন্যতম ষড়যন্ত্রী হিসেবে ধনঞ্জয়কে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তবে প্রমাণের অভাবে পরে মুক্তি পান তিনি। ১৯৩৩ সালে ফের গ্রেফতার হয়ে ১৯৩৮ পর্যন্ত জেলে ছিলেন। ১৯৪০ সালের ১২ মে ঝাড়গ্রামে সুভাষচন্দ্র বসুর সভায় যোগ দেওয়ায় ফের গ্রেফতার হন। মুক্তি পান ১৯৪৪ সালে।

জীবনতলায় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনতলা, ১৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ আবার বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার করলো বারুইপুর পুলিশ জেলার জীবনতলা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ১৩ ই আগস্টের মধ্যরাতে ঘুটিয়ারি শরিফ হাসপাতাল রোড এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। সেখান থেকেই সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে প্রথমে আটক ও পরে গ্রেফতার করা হয়।ধৃতের নাম নুর হোসেন লস্কর (৩৯)। তাঁর বাড়ি জীবনতলা থানার পূর্ব নারায়ণপুর এলাকায়। তল্লাশি চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে একটি দেশি এক শুটার আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে নুর হোসেন স্থানীয় নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সালাউদ্দিন সর্দারের সহযোগী বলে জানিয়েছে। তবে এই দাবির সত্যতা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনায় জীবনতলা থানায় কেস নম্বর ৮৪৭/২৬, তারিখ ১৩.০৮.২০২৬, ভারতীয় অস্ত্র আইনের ২৫/২৭ ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার আলিপুর সদর আদালতে পেশ করে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানায় পুলিশ। ঘটনায় উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রটির উৎস এবং এর আগে কোনও অপরাধে সেটি ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে জীবনতলা থানার পুলিশ।

SHUBH LABH INVESTMENTS LIMITED

Regd. Off: Sincere, 12, B.B.D. Bagh (East), 1st Floor, Kolkata-700001
Ph. No: (033)4062 0304, Fax: (033) 2211 9688,
E-mail: subhlabhinvestments@gmail.com,
Website: shubhlabhinvestmentsltd. godaddysites.com,
CIN: L65993WB1980PLC033083

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 30TH JUNE, 2026

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended 30.06.2026 Unaudited	Quarter Ended 31.03.2026 Unaudited	Nine Months Ended 30.06.2026 Unaudited	Year Ended 31.03.2026 Audited
Total Income from Operations (Net)	0.02	0.01	-0.03	0.01
Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (before & after Extraordinary Items)	(0.96)	(0.41)	(1.00)	(2.03)
Paid-up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each)	114.80	114.80	114.80	114.80
Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)	39.37	39.37	39.37	39.37
Earnings per Share (EPS) (before & after Extraordinary Items) (of Rs.10/-each)				
Basic (Rs.)	(0.01)	(0.00)	(0.01)	(0.02)
Diluted (Rs.)	(0.01)	(0.00)	(0.01)	(0.02)

Notes:
1 The above Unaudited Financial Results as reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 13th August' 2026.
2 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format are available on the website of the Calcutta Stock Exchange and also on the Company's website.
3 Figures for the previous year/ period have been regrouped and/ or reclassified wherever considered necessary.

Place:Kolkata
Date :13.08.2026

By Order of the Board
For Shubh Labh Investments Limited
Deepak
Managing Director
(DIN:10416145)

USHITA TRADING AND AGENCIES LIMITED

Regd. Off: 52,Weston Street,kolkata-700012, Ph. No: (033)4062 0304,
Fax: (033) 2211 9688,**CIN: L51109WB1983PLC035659,**
E-mail: ushitatrading1983@gmail.com

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 30TH JUNE 2026

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended 30.06.2026 Unaudited	Quarter ended 31.03.2026 Unaudited	9 months Ended 30.06.2026 Unaudited	Year Ended 31.03.2026 Audited
Total Income from Operations (Net)	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (before & after Extraordinary Items)	(1.24)	(2.29)	(0.67)	(5.40)
Paid-up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each)	1828.93	1828.93	1828.93	1828.93
Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)	-1581.32	-1581.32	-1581.32	-1581.32
Earnings per Share (EPS) (before & after Extraordinary Items) (of Rs.10/-each)				
Basic (Rs.)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Diluted (Rs.)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

Notes:
1 The above Unaudited Financial Results as reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 13th August' 2026.
2 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format are available on the website of the Calcutta Stock Exchange and also on the Company's website.
3 Figures for the previous year/ period have been regrouped and/ or reclassified wherever considered necessary.

Place : Kolkata
Date :13.08.2026

By Order of the Board
For Ushita Trading And Agencies Limited
Urmila Khan
Managing Director
(DIN:9491774)

J R D FINANCE LIMITED

Regd. Off.: 1/1A, BIPLABI ANUKUL CHANDRA STREET 5TH FLOOR, ROOM NO. 5G KOLKATA - 700072
Email : fin.jrd@gmail.com , **Website :** www.jrdfinance.com
CIN - L65999WB1993PLC058107

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2026

(₹. in Lacs)

Sl. no	Particulars	Quarter Ended 30.06.2026 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2026 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2025 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2026 (Audited)
1	Total Income from operations	81.79	78.57	79.54	336.73
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	3.32	1.34	3.86	10.68
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax(after exceptional and / or extraordinary items)	3.32	1.34	3.86	10.68
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax(after exceptional and / or extraordinary items)	2.62	0.70	2.86	7.64
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	2.62	0.70	2.86	7.64
6	Equity Share Capital	373.03	373.03	272.03	373.03
7	Other Equity	-	-	-	448.33
8.	Earning Per Share (of Rs.10/-each) (for continuning and discontinuing operations) :				
	Basic : (₹)	0.07	0.02	0.08	0.23
	Diluted (₹)	0.07	0.02	0.08	0.23

Notes:
1. The above financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act , 2013 and Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated July 5, 2016, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on August, 13, 2026. It has been subjected to limilted review by the statutory auditors of the company.
2. The Company is engaged in providing assistance to Corporate Bodies through Syndication of loans from various Bodies Corporate/Banks and Financial Institutions. In term of Ind AS 108 "Operating Segment", the Company has one business segment i.e. Financing Activities and related products and all other activities
3. Figures for the last quarter are balancing figures between Audited Figures in
4.The full format of thess financial results are available on the website of the Stock Exchange at www.msei.in and the Company's website at www.jrdfinance.com
5. Previous periods' figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.

Place : Kolkata
Date : 13.08.2026

For J R D Finance Limited
Sd/-
Dilip Kumar Choudharyl
Whole time Director
(DIN - 00080390)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৫৪ সংখ্যা, শুক্রবার , ২৮ শ্রাবণ, ১৪৩৩

বিপ্লবী চারু চন্দ্র বসু

স্ত্রীকে বলে এসেছিলেন দেশের কাজে যাচ্ছি। জানতেন ফেরা হবে না। তাই বিয়েটাও করতে চাননি। সেদিন আলিপুর আদালতে বিকেলের শুনানি সবে শেষ হয়েছে। পাবলিক প্রসিকিউটর আশুতোষ বিশ্বাস, যিনি নরেন গোস্বামীকে রাজসাক্ষী হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন, কোর্টরুম থেকে বেরিয়ে আসছেন হাসিমুখে। ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল এক জীর্ণকায় যুবক। এরপর হঠাৎ এক গর্জন;পিস্তলের গুলিতে আশু উকিলের ফুসফুস বিদীর্ণ। মুহূর্তেই রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ল কোর্টচত্বরে। যুবকটি ধরা পড়ল। দেখা গেল, তার ডানহাতে পিস্তলটা কাপড়ে বেঁধে ঝোলানো, সে গুলি করেছে বাম হাতে। যখন পুলিশ তাঁর ডানহাতের কাপড় খোলার চেষ্টা করল, তখন সকলে বিস্ময়ে স্থবির;হাতে কোনো তালুই নেই! এই যুবকই চারুচন্দ্র বসু;জন্ম থেকেই প্রতিবন্ধী, তবু অটল ইচ্ছাশক্তির প্রতিমূর্তি। চারু বসুর নাম আমরা অনেকেই জানি না। তাঁর ছবিও তেমন নেই। অপারেশনের কিছুদিন আগে দক্ষিণ কলকাতার এক স্টুডিওতে গিয়ে শখ করে নিজের একটি ছবি তুলিয়েছিলেন। সেটিই তাঁর একমাত্র ছবি। তাঁকে আমরা মনে রাখিনি, কিন্তু তাঁর আত্মবলিদান ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক অমর আলোকরেখা হয়ে রয়ে গেছে। চারুচন্দ্র বসু আজ প্রায় হারিয়ে যাওয়া এক নাম। তাঁর কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনী নেই, কোনো স্মারক নেই। কেবল আলিপুর জেল মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে তাঁর সেই আবেগমথিত চিঠিটি, এবং ফাঁসিকাঠের পাশের একটি ফলকে লেখা তাঁর নাম ও মৃত্যু তারিখ - ১৯শে মার্চ, ১৯০৯। চারুচন্দ্রের জন্যও অন্যদের মতোই অপেক্ষা করছিল ফাঁসি। কিন্তু তাঁর শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ব্রিটিশদের নিষ্ঠুরতা কমেনি। তিনিও কোনো ক্ষমাঘেন্না চাননি। ভারতবর্ষের একমাত্র প্রতিবন্ধী বিপ্লবী শহীদঙ্খ চারুচন্দ্র বসু। ১৯০৯ সালের এক বসন্তের দুপুরে, আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের কনডেমড সেল থেকে মাত্র উনিশ বছরের এক যুবক চিঠি লিখছেন তাঁর শ্যালককে, নিজের সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে- 'প্রিয় শ্যালক ছত্রধারী, আর কয়দিন পরেই আমার অস্তিত্ব জগৎ হইতে লোপ পাইবে। তাহাতে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই। কেবলমাত্র একটি কারণের জন্য দুঃখিত; একটি অভাগিনী তেরো বৎসর বয়স্কা বালিকাকে দীনহীন অবস্থায় এই সংসারসমুদ্রে ভাসালাম। কিন্তু আশান্বিত প্রাণে আজ তাহাকে আপনাদের কাছে অর্পণ করিলাম, তাহার প্রতি যেন আপনাদের দৃষ্টি থাকে।' লেখক অপেক্ষা করছেন নিজের মৃত্যুর। তাঁর সাজা ঘোষণা হয়ে গেছে যে! তিনি বিপ্লবী চারুচন্দ্র বসু, ভারতবর্ষের একমাত্র প্রতিবন্ধী বিপ্লবী শহীদ; ব্রিটিশ পুলিশের ভাষায় the crippled accused। পিছিয়ে যাই এক বছর আগে। ১৯০৮ সাল। ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের সূচনাকাল। ক্ষুদিরাম বসুর কিংসফোর্ড হত্যা চেষ্টা ব্যর্থ; তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র কানুনগো প্রমুখ বিপ্লবীরা একে একে গ্রেপ্তার হয়েছেন। এরপর শ্রীরামপুরের রাজসাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে শুরু হয় বিখ্যাত আলিপুর বোমা মামলা। এহেন বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে আলিপুর কারাগারের ভেতরেই কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেন।

প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী

অগ্নিযুগের ইতিহাসে বিপ্লবীরা শুধু বন্দুক হাতে যুদ্ধ করেননি। কেউ শিক্ষক হয়েছেন, কেউ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেছেন, আবার সেই আধ্যাত্মিকতার আড়ালেই গড়ে তুলেছেন ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবের গোপন ঘাঁটি। তেমনই এক বিস্মৃত বিপ্লবী ছিলেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী। ১৮৮৭ সালের ১২ আগস্ট বর্তমান বাংলাদেশের পটুয়াখালীর গলাচিপায় জন্মগ্রহণ করেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পিতা ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন দারোগা। পড়াশোনা শেষ করে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের উত্তাল সময় তাঁকে টেনে নিয়ে যায় স্বাধীনতার সংগ্রামে। বরিশালে এসে তিনি মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রতিষ্ঠিত স্বদেশবান্ধব সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। স্বদেশি আন্দোলনকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি বিপ্লবী সংগঠনের কাজেও সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯০৬ সালে বরিশালে যুগান্তর দলের ঘাঁটি গড়ে উঠলে তিনি শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১০ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন শঙ্কর মঠ। প্রকাশ্যে সেখানে বেদান্ত ও আধ্যাত্মিকতার চর্চা চললেও, এর অন্তরালে মঠটি হয়ে ওঠে বিপ্লবীদের নিরাপদ আশ্রয় ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্র। বহু তরুণ বিপ্লবী সেখানে আশ্রয় পেতেন এবং দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য প্রস্তুত হতেন। বরিশালের পাশাপাশি কাশীতেও তিনি বিপ্লবী যোগাযোগ গড়ে তোলেন। রাসবিহারী বসু, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল-সহ বহু বিপ্লবী নেতার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাঁর পরামর্শ নিতে বিপ্লবীরা কলকাতা ও বরিশালে আসতেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁর কর্মকাণ্ডের ওপর নজর রাখছিল। ১৯১৬ সালে তাঁকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে প্রথমে নিজ গ্রামে অন্তরীণ রাখা হয়। পরে শঙ্কর মঠে থাকার অনুমতি পেলেও তাঁর বিপ্লবী যোগাযোগ বন্ধ হয়নি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে মেদিনীপুরের মহিষাদলে অন্তরীণ করা হয়। ১৯১৯ সালে গয়ায় তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং নাম নেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী। কিন্তু পোশাক বদলালেও দেশের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা বদলায়নি। গেরুয়া বস্ত্রের আড়ালেও তাঁর হৃদয়ে জ্বলতে থাকে স্বাধীনতার আগুন। মহিষাদলে থাকাকালীন ম্যালেরিয়ায় তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। ১৯২০ সালে মুক্তি পেলেও অসুস্থ শরীর নিয়ে বেশিদিন বাঁচতে পারেননি। কলকাতায় শিষ্য যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে অবস্থানকালে ১৯২১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি জীবনাবসান ঘটে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূল বলতেন, শক্তিরূপিনী মায়ের কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তি। তাঁর কাছ থেকে সবাইকে শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি আধার। মা সারদা হচ্ছেন তাঁর ভাবশক্তি। জ্ঞান শক্তি। মন্ত্র শক্তি। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করেন তার কারণ হচ্ছে নিজের মাতৃসত্ত্বাকে জাগরিত করেন। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মানব সেবা ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব সেবা ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথে বসবাস করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে শুরু করবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। মনে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ধমনীতে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। তার জন্য মা ভবতারিণীর কাছে গিয়ে ধ্যান করে শক্তি অর্জন করতে হবে। মানসিক শক্তি অর্জন করতে হবে। আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করতে হবে।

বহু ভাষাবিদ আচার্য হরিনাথ দে

অভিজিৎ ব্যানার্জি

আচার্য হরিনাথ দে জন্ম গ্রহণ করেন ১২ আগস্ট ১৮৭৭ সালে। ছিলেন একজন বহুভাষাবিদ বাঙালি পণ্ডিত যিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার আড়িয়াদহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এশিয়া ও ইয়োরোপের বহুসংখ্যক ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বয়স ৩০ পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি পৃথিবীর ৩৪টি ভাষা আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। জীবিকাসূত্রে তিনি কোলকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির (বর্তমানে ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার) গ্রন্থাগারিক এবং ঢাকা কলেজে ইংরেজি ভাষার অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

হরিনাথ তার প্রাথমিক পড়াশোনা রাইপুর হাই স্কুলে শেষ করে কলকাতা যাত্রা করেন পরবর্তী পড়াশোনার জন্য। কলকাতা এসে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজে পড়েন এবং স্কুলের পাঠ শেষ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন।

১৮৯৩ সালে হরিনাথ প্রেসিডেন্সির ছাত্র হিসেবেই কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে ল্যাটিন ও ইংরেজি ভাষায় প্রথম শ্রেণীতে যান্মানিক স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং ওই বছরই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ল্যাটিন ভাষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। এরপর তিনি ইংল্যান্ড যান কেমব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য। সেখানে ক্রাইস্ট'স কলেজে ভর্তি হন। কেম্ব্রিজে পড়ার সময়েই হরিনাথ গ্রিক ভাষায় এম.এ.-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হলেন প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে। এর পর হরিনাথ প্যারিসে যান এবং সেখানকার সর্বন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা শেখেন। এরপর হরিনাথ মিশর গিয়ে আরবি ভাষাও শেখেন। আরবি ভাষা শেখা শেষ করে হরিনাথ জার্মানির মারমুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য যান এবং এখান থেকে তিনি সংস্কৃত, তুলনামূলক ব্যাকরণ এবং আধুনিক ভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান অর্জন করেন। ১৯০০ সাল নাগাদ তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত 'ক্লাসিক্যাল ট্রাইপস্' পরীক্ষার প্রথম ভাগ দিলেন এবং এই পরীক্ষাতেও প্রথম শ্রেণিতেই উত্তীর্ণ হলেন। পরের বছরই তিনি মধ্যযুগীয় আধুনিক ভাষায় ট্রাইপস্ পরীক্ষায় ডিগ্রি অর্জন করলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হরিনাথ দে গ্রিক, লাতিন ও হিব্রু ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন।

অকালে তার মৃত্যু হয় মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে। এর মধ্যে কর্মকাল কম-বেশি ১০ বৎসর। এই অল্প সময়েই তিনি ভাষা নিয়ে প্রচুর কাজ করেছিলেন। হরিনাথ দে সম্পাদনায় ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল "Macaulay Essay On Milton" গ্রন্থের এক অভিনব সংস্করণ। তার সম্পাদিত "Palgraveós Golden Treasury" গ্রন্থের চমৎকার সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে। পরবর্তীতে ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত রেহেলা এবং জালালুদ্দিন আবু জাফর মুহাম্মদ-এর আল-ফখরি গ্রন্থদ্বয় আরবী থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। তিনি আরবী ব্যাকরণ প্রণয়ন নিয়ে কাজ করেছেন। এছাড়া তার গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদনা, অনুবাদ এবং গবেষণাকর্মের মধ্যে রয়েছে ইংলিশ-পার্শিয়ান লেক্সিকন সংকলন, মূলসহ ঋগ বেদের অনেকগুলো শ্লোকের ইংরেজি ভাষান্তর, ফরাসী লেখক ঝাঁলর স্মৃতিকথা সম্পাদনা, সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'র ইংরেজি অনুবাদ, 'লংকাবতার সূত্র' এবং 'নির্বাণ ব্যাখ্যানশাস্ত্রম'-এর সম্পাদনা, কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলাম'-এর ছন্দোবদ্ধ ইংরেজি ভাষান্তর, ফার্সী ভাষায় রচিত ঢাকার ইতিহাস 'তারিখ-ই-নুসরাত জঙ্গি' সম্পাদনা করেছেন, বাংলায় রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' এবং অমৃতলাল বসুর 'বাবু'র ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ ইত্যাদি। এছাড়া তিনি ফার্সী ভাষায় রচিত বাদশাহ শাহ আলমের জীবনী 'শাহ আলম নামা' সম্পাদনা করেছেন। তিনি গ্রীক, আরবী, ফারসী, পালি, বাংলা, ইতালীয়, রুশ প্রভৃতি ভাষার কবিতার ছন্দোবদ্ধ ইংরেজি অনুবাদও সম্পাদন করেছেন। অনুবাদ করছেন Macaulayós Essay On Milton S1902V–Palgrave Golden Treasury– তারিখ -ই- নুসরাত (ফার্সি ভাষায় রচিত ঢাকার ইতিহাস),শাহ আলম নামা (ফার্সি ভাষায় রচিত বাদশাহ শাহ আলমের জীবনী)

বেশিদিন বেঁচে থাকলে তিনি আমাদের অনেক কিছু দিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় তাঁর জীবনকাল ছিল খুবই সীমিত। মাত্র ৩৪ বছর বয়সেই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যান। রেখে যান ভাষা চর্চার অমূল্য সব সম্পদ। তিনি 'হরিনাথ দে'। খ্যাতিলাভ করেছিলেন অসাধারণ ও বিস্ময়কর ভাষা প্রতিভার জন্য। ভাষাতত্ত্বের চর্চায় তিনি আজীবন ছিলেন আগ্রহী। কেমব্রিজের কীর্তিমান অধ্যাপকরা ভাষাতত্ত্বের চর্চায় হরিনাথের বিস্ময়কর নৈপুণ্যের কথা একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। ভাবলে বিস্ময় জাগে যে ত্রিশ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি গ্রীক, লাতিন, প্রাচীন ফরাসি, গথিক, পর্তুগীজ, ইতালীয়, স্পেনীয়, ফরাসী, রুমানীয়, সংস্কৃত, পালি, তুর্কী, আরবি, হিন্দি, বাংলা, ওড়িয়া, মারাঠী, গুজরাতি সহ একাধিক ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন।

প্রখ্যাত প্রাচ্য তত্ত্ববিদ উইলিয়াম হর্নেল হরিনাথ সম্পর্কে বলেছেন যে, হরিনাথ যখন কোনও নতুন ভাষা শিক্ষার জন্য অগ্রসর হতেন, সেই ভাষার একটি অভিধান তিনি সংগ্রহ করতেন। তারপর অভিধানের শব্দগুলি তিনি মুখস্থ করতেন অর্থ, উচ্চারণ ও শব্দের ব্যুৎপত্তিসহ। ফলে ভাষা তাঁর আয়ত্তে থাকত। যে কোনও ভাষা শিক্ষার পরে তিনি সেই ভাষায় রচিত সাহিত্য ও অন্যান্য রচনা পাঠ করতেন। ফলে কেবল ভাষা নয়, সেই ভাষার সাহিত্যেও তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করতেন। শোনা যায়, কোনও ল্যাটিন নাটকের যে কানও একটি লাইন বললে হরিনাথ পরবর্তী লাইনটি বলতে পারতেন অনায়াসে। এমনই বিস্ময়কর ছিল হরিনাথের স্মৃতিশক্তি। একবার লর্ড কার্জন ঢাকা পরিদর্শনে গেলে, স্থানীয় তথ্য সংগ্রহ করে হরিনাথ তাঁকে ঢাকার ইতিহাস উপহার দিয়েছিলেন। বইটির উৎসর্গপত্র হরিনাথ রচনা করেছিলেন অলঙ্কারবহুল ল্যাটিন ভাষায়। তাতে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন কার্জন। হরিনাথ তখন ঢাকার এক কলেজের অধ্যাপক। আর একবার, বর্ধমানের মহারাজার দোভাষী হয়ে হরিনাথ ভ্যাটিক্যান (ইতালি) প্রাসাদে মহামান্য পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। মহামান্য পোপকে হরিনাথ সম্ভাষণ করেন নির্ভুল ল্যাটিন ভাষায়। হরিনাথের চোখা চোখা ল্যাটিন উচ্চারণে স্তম্ভিত হন পোপ। তিনি হরিনাথকে পরামর্শ দেন ইতালীয় ভাষা শিখে নেবার জন্য। হরিনাথ তৎক্ষণাৎ পোপকে স্তম্ভিত করে সরাসরি ইতালীয় ভাষাতেই কথা বলতে শুরু করলেন। এইভাবে হরিনাথের ভাষাজ্ঞান হয়ে উঠেছিল তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয়। তবে হরিনাথের ভাষার প্রতি অনুরাগ জন্মায় মা এলোকেশী দেবীর কাছ থেকে। সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্মের অবসরে মা একদিন ছেলেকে খেলাচ্ছলে বাংলা বর্ণমালা চিনিয়ে দিলেন। ছেলে সহজেই অক্ষরগুলি শিখে নিয়ে তরকারির খোসা ও কাঠকয়লা দিয়ে সারা বাড়ির মেঝে ও দেওয়ালে অক্ষরগুলি লিখতে শুরু করে। এভাবে একদিনেই তাঁর অক্ষর পরিচয় হয়ে গিয়েছিল।

হরিনাথের কর্মজীবনও ছিল সমান কৃতিত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর সময়কালের প্রথম ও একমাত্র ভারতীয় যিনি কোনও অভিজ্ঞতা ছাড়াই ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে নিয়োগপত্র পান ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তাঁর এই নিয়োগের খবরে লর্ড কার্জন ভীষণ খুশি হন।

অধ্যাপক হিসাবে হরিনাথের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ছাত্রদের স্মৃতিকথায়। এ প্রসঙ্গে তাঁর ছাত্র অঘোরনাথ ঘোষের লেখায় পাওয়া যায় ঃ 'একদিন শুনিলাম ঢাকা কলেজ থেকে প্রফেসর হরিনাথ দে আমাদের পড়াইতে আসিতেছেন। ইতি পূর্বেই আমরা তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত ঔৎসুক্যের সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার বেশ মনে পড়ে, হরিনাথ দে যখন প্রথম পড়াইতে আসেন সেদিন ছেলেরা কোনও রকম গোলমাল করে নাই। জানি না তাঁহার বিশাল চক্ষু দুটির ভিতর কেমন একটা জ্যোতি ছিল, তাঁহার কণ্ঠের স্বরে কেমন একটা গাম্ভীর্য ছিল, ছেলেরা সকলেই বেশ মনোযোগের সহিত তাঁহার নিকট পাঠ গ্রহণ করিয়াছিল।'

শ্রাবণী পূর্ণিমাতে বাবা তারকনাথের ভক্ত সমাগম

দেবেন দাশগুপ্ত

বাবা তারকনাথ ও তাঁর ইতিকথা

শ্রাবণ মাস এলেই দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রবল বৃষ্টি সহ্য করে পথে নামেন। গন্তব্য গঙ্গা বা কাছাকাছি অন্য যে কোনও নদী। নদীতে গিয়ে দু'ঘড়া জল ভরে, শিবমন্দিরে গিয়ে শিবের মাথায় সেই জল ঢালেন। প্রথাটি অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু এ ভাবেই হিন্দুধর্ম যুগে যুগে গঙ্গা ও ভক্তিপ্রাণ মানুষের মধ্যে কায়িক-মানসিক সংযোগ সাধন করে চলেছে। গঙ্গা তো শুধু এক নদী নয়, সর্বগ্রাহী এক ধর্মেরও রূপক। ঘটনাচক্রে আমাদের রাজ্যের তিন প্রধান তীর্থ; গঙ্গাসাগর, কালীঘাট ও তারকেশ্বর; গঙ্গার সঙ্গে ওতপ্রোত।

এদের মধ্যে তারকনাথের মন্দিরটি তুলনায় নবীন। তবু, তারকেশ্বরের ইতিহাস ঘাঁটলে বাঙালির ধর্মীয় ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। 'মহালিঙ্গার্চ্চন' গ্রন্থে লেখা আছেঙ্খ ''ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বরস্তথৈবচ/ বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বর।'' ১৯৩৪ সালে কলকাতা হাইকোর্ট একটি রায়ে বলেছিল, ''বাংলায় দশনামী মঠ স্থাপন করেছিলেন দেশের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলি থেকে আসা ব্রাহ্মণরা'', স্থানীয় ব্রাহ্মণরা নন। কেন এই 'কাল্ট'-কে বাইরে থেকে আমদানি করতে হল, তা বুঝতে হলে অষ্টাদশ শতকে যেতে হবে।

এর পর ১৭০৭ এ মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব মারা যাওয়ার পর রাজনীতিতে অরাজকতা, তার মধ্যেই মুর্শিদকুলি খান তাঁর নবাবি প্রতিষ্ঠা করলেন। মুর্শিদকুলি খান ও বাংলার নবাবরা শিক্ষিত হিন্দুদের পছন্দ করতেন, নাটোরের রাজা-জমিদারের মতো অনেকেই সেই ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠেন। এই সময়েই বহু উত্তর ভারতীয় ব্যবসায়ী পরিবার বাংলায় চলে আসেন, যেমন আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জে জৈনরা, মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠ-উমিচাঁদরা।

অযোধ্যা থেকে আসা বিষ্ণুদাস ও তাঁর ভাই ভারমল্লের মতো উত্তর ভারতীয় জমিদার, বা বর্ধমানের রাজারাও (পঞ্জাবের খাতরি বংশভুক্ত) এই সময়েই বাংলায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে থাকেন। অযোধ্যা থেকে আসা দুই ভাই-ই উত্তর ভারতের দশনামী সাধুদের নিয়ে এসে ১৭২৯ সালে তারকনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এর কিছু বছর পরেই বর্ধমানের রাজারা তাঁদের নবাবহাটের মন্দিরে ১০৮ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এমন আরও উদাহরণ আছে।

বাংলায় আসা দশনামী সম্প্রদায়ের হাতে শুধু তারকেশ্বরেরই নয়, এই অঞ্চলের অন্য শিবমন্দির গুলির ভারও ন্যস্ত হয়েছিল। তারকেশ্বরের 'ভোলেবাবা পার করেগা' কেন বাংলায় না হয়ে হিন্দি হল, তার উত্তর লুকিয়ে ওই উত্তর ভারতীয় উৎসতেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলায় দশনামীদের ভূমিকা বেশ বিতর্কিত। ব্রিটিশ বিরোধী ফকির ও সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ (১৭৬৩ থেকে ১৮০০ সালের) বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাসের অনুপ্রেরণা ছিল।

কেবল বহিরাগত দশনামী সন্ন্যাসীরাই যে বাংলায় শৈব দর্শনে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন তা নয়। গোরক্ষনাথ অনুপ্রাণিত নাথেরাও; যাঁদের মহান্ত এখন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী; বাংলায় শৈবধর্ম প্রচার করেছিলেন। পূর্ব বাংলার লোকগানে 'গোপীচাঁদের গান'-এ আজও তার ছাপ আছে। শিব বাংলায় গুছিয়ে বসলেন, আর সেই সঙ্গে তাঁর দেহ-মন-আত্মা সবই হয়ে উঠল বাঙালি। আমাদের কাছে তিনি কৈলাসের রাজরাজেশ্বর নন, দরিদ্র, আমুদে, অতি সাধারণ এক কৃষক চরিত্র। তিনি গামছা পরে থাকেন আর মেতে থাকেন তাঁর 'গণ'দের নিয়ে, যতক্ষণ না পার্বতী তিতিবিরক্ত হয়ে তাঁর পিছু ধাওয়া করছেন। কৃষক শিবের কথা পাওয়া যায় 'শিবায়ন' কাব্যে, ধর্মঠাকুরের 'শূন্যপুরাণ' আখ্যানেও।

এ থেকেই বোঝা যায়, পৌরাণিক দেবতাটি ধর্মঠাকুরের মতো স্থানীয় দেবতার পূজা ইত্যাদি থেকে অনেক কিছু আত্মস্থ করেছেন। অনেক বিশেষজ্ঞের সঙ্গেই আমি একটা ব্যাপারে সহমত, ধর্মরাজের চড়ক-গাজন ও সন্ন্যাসীদের বাণফোঁড়, আগুনখেলা, বঁটি-ঝাঁপ ইত্যাদি আচার বৈশাখ মাসে শিবোৎসবের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এই শিব পুরোদস্তুর বাঙালি। আর বাঙালির শিব-ভজনায় তারকেশ্বরের স্থান বোঝা যায় এখানকার বিরাট গাজন দেখে।

কিন্তু এটি কী করে হয় বোঝার আগে দেখা যাক ১৮৭০-এর দশকে বাংলা কি করে তোলপাড় হয়েছিল একটা মামলার খবরে। নবীনচন্দ্র নামের এক জন তার স্ত্রী এলোকেশীকে হত্যা করে। অভিযোগ এই, তারকেশ্বরের মহান্তর সঙ্গে নাকি এলোকেশীর সম্পর্ক ছিল। এমনই প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এই ঘটনার যে বিচারকক্ষ মানুষের ভিড়ে উপচে পড়েছিল। সব খবরকাগজ মামলার খবর বার করেছিল, বিচিত্র বর্ণনা সমেত। কালীঘাটের অজস্র পটচিত্রে নবীন-এলোকেশীর কাহিনি ও মামলার বহু দৃশ্য আঁকা হয়েছিল।

জরা জীর্ণ অবস্থায় জমিদার বাড়ি

চিত্তজিৎ দত্ত

বাংলার রাজবাড়ী / জমিদার বাড়ী ।সেবারের পুজো পরিক্রমাতে নিজের গাড়ি নিয়ে আন্দুল, জনাই ও বাকসার এককালের বিখ্যাত জমিদার বাড়ির পুজোর আয়োজন

গুলো ও তাঁদের পুজো কেমন ভাবে কি কি নিয়মে হয় বর্তমানে সেগুলো দেখা আর সাথে বাড়িগুলোর অবস্থা কেমন আছে সেই অনুভব করতে গেছিলাম। সাধারণত আমি দুর্গাপুজোর পঞ্চমী ও ষষ্ঠীর এই দুদিন এককালের বিখ্যাত জমিদার বাড়ী/বাড়ির সাবেকি পুজোগুলো দেখতে বেরিয়ে পড়ি একটু অন্য স্বাদ ও সাবেকিয়ানা পুজো দেখার জন্য ।বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজোগুলো দেখার জন্য আমার মন টানে । একদা জমিদার ও সামন্ত প্রথার আতিশয্যে ভরপুর জমিদার বাড়িগুলো সময়ের দাপটে অনেকটাই ক্ষয়িষ্ণু। অধিকাংশই জীর্ণ ও শীর্ণ তবু এইসব বিশাল দালান, কড়ি বরগাস্থাপত্য ও সময়ের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। আগের দুটো পর্বে আন্দুল, হাওড়া রাজবাড়ী ও গরলগাছা বাবুদের বাড়ী ও বাজার বাড়ীর পুজোর, বাড়ীর ছবি ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সহ পোস্ট করেছি, আশাকরি আপনারা সেগুলো দেখেছেন ও পড়েছেন। এভাবে জনাই ও বাকসা তে আমরা এক এক করে নানা এককালের বিখ্যাত বাড়ির পুজোর আয়োজন দেখতে দেখতে পৌঁছই। কালিবাবুর বাড়ী, জনাই/জনাই রাজবাড়ীঃ হুগলির চণ্ডীতলা জনাই রাজবাড়ির পুজো আনুমানিক ২৬০ বছরের পুরনো। পুজোর সূচনা করেছিলেন কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। পুজোর পরিচিতি কালীবাবুর পুজো নামে। পলাশীর যুদ্ধের সময় তৈরি হয় এই রাজবাড়ি। তৎকালীন ব্রিটিশের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল কালীবাবুর। কালীবাবু অনেকদিন ভাগলপুরের দেওয়ান হিসেবে ছিলেন, কিন্তু ওনার জন্মস্থান ছিল বেনারস। তবে, উনি জনাইতেই বসবাস করতেন।

রাজবাড়িতে প্রবেশের পথে বাঁদিকে দুটি আটচালা শিব মন্দির রয়েছে যা ১২৩৪ বঙ্গাব্দে কালী প্রসাদেশ্বর এবং খোসালেশ্বরকে উৎস্বর্গীকৃত । খোসালেশ্বরের মন্দিরটি ১৩৫৮ সালে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের সামনের দেওয়ালে একটি পাথরের ফলকে তারিখগুলি লেখা রয়েছে। কথিত আছে রাজবাড়ি নির্মাণের সময় কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শিবমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। ২৬০ বছর পার হয়ে গেলেও আজও এই জনাই রাজবাড়িতে বংশপরম্পরায় যথাসাধ্য মহা সমারোহে প্রথা মেনে চলে আসছে দুর্গাপুজো। এই রাজবাড়ির পুজোর সহজাত আভিজাত্যে কোনও ভাঁটা পড়েনি।

এলাকার শ্মশানের একটি অংশে রাজবাড়ি তৈরি করেন কালীপ্রসাদ। কথিত আছে, সাধনা করে এখানেই তিনি দেবী দুর্গার দর্শন পেয়ে . ছিলেন। তারপরই শুরু করেছিলেন আরাধনা। সেই থেকে প্রথা মেনে বংশপরম্পরায় হয়ে আসছে পুজো। পরিবারের সদস্যদের দাবি, এক সময় এই বাড়িতে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এসেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মহাপুরুষেরা । এখানে হয়েছে বহু বাংলা সিনেমার শুটিং হয়েছে। রাজবাড়ির সদস্যদের পাশাপাশি, পুজোয় অংশ নেন এলাকার বাসিন্দারা। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও সবকটি বাড়ির মধ্যে আয়তনেও বৃহৎ এই বাড়িটি। বাড়িটি ইন্দো-ক্যাথলিক স্থাপত্যের নিদর্শন। এই বাড়িতে দেবীকে কন্যা রূপে পুজো করা হয়। বৈষ্ণব মতে পুজো হয় বলে এই বাড়িতে কোনো আমিষ ভোগ দেওয়া হয়না। বহু বাংলা সিনেমার শুটিং হয়েছে এখানে। এরপর যাই জনাই এর চৌধুরী বাড়ীর পুজোর আয়োজন দেখতে। চৌধুরী বাড়ী ঃ এই বাড়ির পুজো ২৮০ বছরের পুরোনো। চৌধুরীবাড়ি প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল প্রকাণ্ড পূজার দালান, সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, সমস্ত প্রাঙ্গণটি চাঁদোয়ায় ঢাকা। স্বর্গীয় রূপ নারায়ণ চৌধুরী এই বাড়ির পুজো শুরু করেছিলেন। এই বাড়ির দুর্গা প্রতিমা চতুর্ভুজা এবং এখানে মায়ের প্রতিমার সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। জনাই গ্রামের উত্তর-পূর্বে এই বাকসা গ্রাম। এই এলাকায় রঘুনাথ জিউ নবরত্ন মন্দির, বারোটি শিব মন্দির এবং বোদ্দি মাতার (কালী) মন্দিরের গৌরব ও খ্যাতি আজও রয়েছে। জনশ্রুতি আছে 'নিশিপদ্ম' ছায়া ছবিতে মান্না দের বিখ্যাত গানটি' শুনেছি চৌধুরী বাড়িতে নাকি বসেছে আসর' রচিত হয়েছিল এই চৌধুরী বাড়িকে ঘিরেই। লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও ইন্দিরা গান্ধীর আমলে দেশের অর্থমন্ত্রী শচীন্দ্র চৌধুরী ছিলেন এই চৌধুরী বংশেরই সন্তান। এই বাড়ির দুর্গাপূজার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে পুজোর উপাচার করেন পুরুষেরা। এই বাড়ির এক সদস্য জানান, তাঁদের পূর্বপুরুষ জগৎ নারায়ণ চৌধুরী বর্ধমান রাজার দেওয়ান ছিলেন। বর্ধমান মহারাজার এই বাকসা গ্রামে শতাধিক বিঘা জমি জগৎ নারায়ণকে উপহার দেন। জগৎনারায়ণ ঠিক করেন তিনি সেখানে দুর্গাপূজা করবেন। কিন্তু কীভাবে মায়ের মূর্তি হবে সেই ধারণা নিতেই তিনি কাশী রওনা হন। কিন্তু কাশী পৌঁছনোর আগেই তিনি মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে বক্সা ফিরে এসে মায়ের পুজো চালু করেন। যেহেতু তাঁরা রাধা গোবিন্দের ভক্ত তাই চালচিত্রের উপর জয়া বিজয়া নয়, স্থান দেওয়া হয় রাধাগোবিন্দকে। আসলে এই পুজো ছিল শাক্ত ও বৈষ্ণব মতের মেলবন্ধন। বদ্দি (কালী) মায়ের মন্দির খুবই সুন্দর ভাবে মেইনটেইন করা আছে দেখলাম। মিত্রবাড়ি ঃ এই বাড়ির পুজো আনুমানিক ৪৭০ বছরের পুরোনো। এই বাড়ির পুর্বপুরুষ ছিলেন পরশুরাম মিত্র। পুজোর মধ্যে প্রতিদিনই এই বাড়িতে বলি হতো, এখন অবস্থা বাকি সবার মতোই পড়ে গেছে মনেহলো । বাড়ির উল্টোদিকেই রয়েছে একটি সুন্দর রাধাকৃষ্ণ মন্দির। এই বাড়ির ঠাকুর দালানেই মায়ের প্রতিমা গড়া হয়। উল্টোরথের আগের দিন শুরু হয় ঠাকুরের কাঠামো গড়ার কাজ। বিসর্জনের সময় মায়ের মুখ বাড়ীর দিকে করে নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। সিংহী বাড়ি ঃ এই বাড়ির পুজো প্রায় ৪০০ বছরের পুরোনো। এই বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা শান্তিরাম সিংহ। বিদ্যোৎসাহী মানুষ ছিলেন।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো প্রকৃতি শিল্পী ছিলেন গোপাল ঘোষ

ব্রহ্মানন্দ জানা

কাজ করে যাই, শিল্পের সঙ্গে লেগে আছি ; এটাই আমার পুরস্কার।' তাঁর আত্মজীবনীমূলক আখ্যান 'আত্মকথা'তে গোপাল ঘোষ প্রাকৃতিক জগতের প্রতি তাঁর অনুভূতি

সম্পর্কে লিখেছেন, 'খুব অল্প বয়সেই তুলি আমাকে আপন করে নিয়েছিল। এই তুলি দিয়েই প্রথম বয়সে ফুলের কুঁড়ি আঁকতে শিখি। এ শিক্ষার পেছনে ছিল আমার বাবার প্রেরণা। তিনিই আমায় ঠেলে দিয়েছেন বাল্যবয়সে ছবি আঁকার ঝোঁক লক্ষ্য করে, ঠেলে দিয়েছেন এই শ্রেষ্ঠ আদর্শের পথে। অবশ্য এ পথের পুরস্কার কী, কোনও পুরস্কার আছে কিনা, আজও আমার বোধের বাইরে। কাজ করে যাই, শিল্পের সঙ্গে লেগে আছি; এটাই আমার পুরস্কার। আমি এর সহজ নাম দিয়েছি 'আনন্দ'।

শিল্প মানে আনন্দ কিংবা আনন্দ মানে শিল্প। তবে এ আজব দেশের অচল সমাজে আর্ট হেজে গেছে। আর্টের না আছে আদর না আছে আর্টকে কাছে টেনে নেওয়ার স্বভাব। দেখতে পাই গাল ভরা বাণী আর ছোটাছুটি, চিৎকার, চারপাইয়ে বসে কাজ করার স্বভাব নেই। এখানেই মস্ত বড়ো প্রশ্ন ওঠে; আছাড় খাবে আর চিৎকারে চারদিক চিবিয়ে খাবে। বলবে, বাপু আর্ট তো করো, আনন্দ তো পাও, কথা হচ্ছে অর্থাগম কেমন করে হয়? অর্থই হল আদি অনাদিকালের স্বয়ং দেবতা। এ দেবতার দেখা কী করে পাও? এ দেবতাকে দেখতে চাইনি, দেবদারু গাছ দেখতে বেরিয়ে পড়েছি। আমার মুখ বুজে যায়, উত্তর আসে না। কেননা আর্টের অর্থ; যার বাজারে চলতি নাম টাকা; এ কেমন করে আনব তা নিয়ে আঁকার গোড়ায় মাতামাতি করিনি। আর্ট নিয়ে জীবন আরম্ভ করেছি; আর্টেই নিজেকে শেষ করব; এই একব্রহ্ম প্রতিজ্ঞা বা ব্রত নিয়ে আছি। এতেই আমাকে রাখনেওয়ালা রেখেছেন; রাসকেল হতে দেননি। রোদ ভালো লাগে, রোদ উঠলে আরাম লাগে; এই রোদের মধ্যে দেখতে পাই বাণী লেখা আছে; এ বাণী বুকে বিঁধে গেলে তার জীবন ধন্য হয়। পাকা ধানের রং দেখে তাই পাগল হয়ে যাই।'

শুক্তিশুভ্রা প্রধান-এর লেখা থেকে জানা যায়, শিল্পী গোপাল ঘোষ বলতেন; 'গাছ আমাদের শেখায়, কীভাবে নিরলস কাজ করে যেতে হবে, ফুল ফোটাতে হবে, ছায়া দিয়ে যেতে হবে।' শিল্প-সমালোচক ডব্লিউ. জি. আর্চার শিল্পী গোপাল ঘোষ সম্পর্কে লেখেন।

শ্রাবণের শেষ সোমবারে বক্রেশ্বরে লক্ষাধিক ভক্তের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৩ আগস্ট ঃ শ্রাবণ মাসে শিবের মাথায় জল অর্পণ করতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিব মন্দিরে ভক্তদের সমাগম হয়। বীরভূমের অন্যতম সতীপীঠ ও শৈবপীঠ বক্রেশ্বরেও প্রতি বছর শ্রাবণের সোমবারগুলিতে ভক্তদের ঢল নামে। বিশেষ করে শ্রাবণের শেষ সোমবারে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হয় বলে মন্দির কর্তৃপক্ষের দাবি। বীরভূমের পাপহরা নদীর তীরে অবস্থিত বক্রেশ্বর শক্তিপীঠ। সিউড়ি থেকে প্রায় ২৪ কিলোমিটার এবং কলকাতা থেকে আনুমানিক ২৪০ কিলোমিটার দূরে এই তীর্থস্থান। শিব মন্দিরের পাশাপাশি সতীপীঠের টানেও বহু পর্যটক ও পুণ্যার্থী বক্রেশ্বরে আসেন। ওড়িশার রেখ-দেউল স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত বক্রেশ্বরের সুউচ্চ দুধসাদা শিব মন্দিরের দক্ষিণ দিকে রয়েছে দেবী মহিষমর্দিনী মন্দির। সেখানে বেদির উপর অধিষ্ঠিত রয়েছে পিতলের তৈরি দশভুজা দুর্গা মূর্তি। শ্রাবণের শেষ সোমবার উপলক্ষ্যে রাত ১টা ৩০ মিনিট থেকেই ভক্তদের জন্য মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হবে। মঙ্গল আরতির পর থেকেই ভক্তরা বাবা ভোলানাথের মাথায় জল অর্পণ করতে পারবেন। চলতি বছর শ্রাবণের পাঁচটি সোমবারেই ভক্তদের সুবিধার জন্য চোঙার মাধ্যমে জল ঢালার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়ানো, ভিড় ও ঠেলাঠেলি অনেকটাই কমেছে। দ্রুত ও সুশৃঙ্খলভাবে জল অর্পণ করে মন্দির চত্বর থেকে বেরিয়ে যেতে পারছেন ভক্তরা। বক্রেশ্বর মন্দির কমিটির সভাপতি দেবনাথ মুখার্জি জানান, ভক্তদের নিরাপত্তা ও পরিষেবার কথা মাথায় রেখে প্রায় ৭০ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গেও সমন্বয় রেখে কাজ করা হচ্ছে। শ্রাবণের শেষ সোমবার অতিরিক্ত নজরদারির ব্যবস্থাও থাকবে। পাশাপাশি দিনভর ভক্তদের মধ্যে ভোগ বিতরণ করা হবে।

বলরামপুরে ডেকোরেটার্সের গুদামে বিধ্বংসী আগুন, ভস্মীভূত বাইকসহ প্রচুর সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১৩ আগস্ট ঃ বৃহস্পতিবার সকালে পুরুলিয়ার বলরামপুর থানার অন্তর্গত পাথরবাঁধ এলাকায় ঘটে গেল এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেছে একটি বাইকসহ ডেকোরেটার্সের বিপুল টাকার সামগ্রী। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ডেকোরেটার্স ব্যবসায়ী চৈতন মুর্মু জানান, সেদিন সকালে হঠাৎই এক অদ্ভুত শব্দ শুনে তাঁর বাবা ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। বাইরে বেরিয়ে তিনি দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে চিৎকার করে সকলকে সতর্ক করেন। চৈতন বাবু ও পরিবারের সদস্যরা বাইরে এসে দেখেন, তাঁবুর মধ্যে মজুত থাকা প্লাস্টিকের চেয়ার, কার্পেট, ডেকোরেশনের আলোসহ যাবতীয় সামগ্রীতে ভয়াবহ আগুন লেগে গেছে। আগুনের তীব্রতায় কাছে থাকা একটি বাইকও নিমেষেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বিপদ বুঝে তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় দমকলে। একই সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারা এবং পরিবারের সদস্যরা মিলে নিজেদের চেষ্টায় প্রাথমিক আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে অবশিষ্টাংশ আগুন সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, খবর দেওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পর দমকলের গাড়ি ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়।

অনেকটা দেরিতে দমকল আসার কারণেই ক্ষতির পরিমাণ এতটা বেড়ে গেছে। বলরামপুর এলাকায় নিজস্ব কোনো দমকল কেন্দ্র না থাকায় বারবার এমন বিপদের মুখে পড়তে হচ্ছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারা। অঘটন এড়াতে দ্রুত বলরামপুরে একটি স্থায়ী দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা।

বৃষ্টি নামলেই বেহাল বালুরঘাট, জলেই ডুবছে নাগরিক পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ১৩ আগস্ট ঃ বৃষ্টি নামলেই যেন বালুরঘাটের নাগরিক পরিকাঠামোর পরীক্ষা। কয়েক ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিতেই শহরের একাধিক এলাকায় জমছে জল। কোথাও হাঁটুসমান জল কোথাও আবার দীর্ঘক্ষণ রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকছে জল। বৃষ্টি থেমে গেলেও জল না নামায় ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল। দুর্ভোগে পড়ছেন পথচারী মোটরবাইক চালক থেকে দোকানদার-প্রভাব পড়ছে স্বাভাবিক জনজীবনেও। সাম্প্রতিক বৃষ্টির পরে বঙ্গী যুব সংঘ বিপ্লবী সংঘ বিশ্বাসপাড়া বাসন্তী বাগান খাদিমপুর রঘুনাথপুর রথতলা খিদিরপুর নারায়ণপুর মঙ্গলপুর ও নামাবঙ্গী- সহ বিভিন্ন এলাকায় জল জমার ছবি সামনে এসেছে। প্রশ্নটা তাই শুধু বৃষ্টির পরিমাণ নিয়ে নয়। বৃষ্টি থামার পরে জল নামতে কতটা সময় লাগছে সেটাই এখন শহরের নিকাশি ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে বড় প্রশ্ন। অতিবৃষ্টিতে সাময়িক জল জমা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু একই জায়গায় বারবার জল জমে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে নালা-নর্দমার রক্ষণাবেক্ষণ, জল বেরোনোর পথ নিকাশি নেটওয়ার্কের সক্ষমতা এবং রাস্তার উচ্চতা-সবই খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। জেলা সদর হিসেবে বালুরঘাটের শহরাঞ্চল বেড়েছে। তার সঙ্গে নতুন বসতি রাস্তা ও নির্মাণও হয়েছে। এই সম্প্রসারণের সঙ্গে পুরনো নিকাশি কাঠামোর কতটা সমন্বয় রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কোথাও নালা সরু বা অপর্যাপ্ত হয়ে পড়েছে কি না কোথাও পলি-আবর্জনায় জলপ্রবাহ বাধা পাচ্ছে কি না আবার কোথাও ছোট নালার সঙ্গে বড় নিকাশির সংযোগ যথেষ্ট কি না- প্রযুক্তিগত সমীক্ষা ছাড়া তার নির্দিষ্ট উত্তর মেলা কঠিন। ফলে একই জায়গায় বারবার জল জমার কারণ চিহ্নিত করে স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়াই এখন বড় প্রয়োজন। এর সঙ্গে জুড়েছে রাস্তার পরিকাঠামো। জল দাঁড়িয়ে থাকা রাস্তার উপর দিয়ে নিয়মিত যান চলাচল হলে রাস্তার ক্ষয় বাড়তে পারে। আবার রাস্তা সংস্কারের সময় রাস্তার উচ্চতা ঢাল এবং পাশের নালার সঙ্গে সঠিক সমন্বয় না থাকলেও জল জমার সমস্যা থেকে যেতে পারে। ফলে শুধু খানাখন্দ বুজিয়ে বা নতুন করে পিচ ঢেলে রাস্তা মেরামত করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। রাস্তা এবং নিকাশি-দুই পরিকাঠামোকে একই পরিকল্পনায় রেখে সংস্কার করাই দীর্ঘমেয়াদি পথ। জলাবদ্ধতার ধাক্কা শুধু যাতায়াতেই থেমে থাকে না। জলমগ্ন রাস্তায় কোথায় গর্ত, কোথায় নিকাশির ঢাকনা বা ভাঙা অংশ-তা বোঝা কঠিন। মোটরবাইক ও ছোট যানবাহনের চলাচল ব্যাহত হয়। বাড়ি বা দোকানের সামনে জল দাঁড়িয়ে থাকলে বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের দুর্ভোগ বাড়ে। দীর্ঘক্ষণ নোংরা জল জমে থাকলে মশাবাহিত রোগের আশঙ্কা নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়। তবে সমস্যার দায় একতরফা ভাবে পুরসভার উপর চাপানোও ঠিক নয়। নালায় প্লাস্টিক আবর্জনা বা নির্মাণসামগ্রী ফেলা কিংবা জলপ্রবাহের পথ আটকে রাখার মতো নাগরিক অসচেতনতাও পরিস্থিতি জটিল করতে পারে। তাই প্রশাসনিক নজরদারির পাশাপাশি নাগরিক সচেতনতা প্রয়োজন। একই সঙ্গে নিয়মিত নালা পরিষ্কার পলি অপসারণ কালভার্টের মুখ খোলা রাখা এবং নিকাশি নেটওয়ার্কের সক্ষমতা যাচাইও জরুরি। এখন প্রয়োজন বর্ষা এলেই তড়িঘড়ি জল সরিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার বদলে স্থায়ী সমাধানের রূপরেখা তৈরি করা। শহরের কোথায় বারবার জল জমছে, কত সময়ে জল নামছে কোন নালায় সমস্যা কোথায় নতুন নালা বা কালভার্ট প্রয়োজন-তার তথ্যভিত্তিক সমীক্ষা করা যেতে পারে। তৈরি হতে পারে ওয়াটারলগিং ম্যাপ। বর্ষার আগে নালা-কালভার্ট পরিষ্কার এবং বর্ষার পরে জল জমে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার- দুই কাজই সমান গুরুত্ব পেতে হবে। কারণ প্রতি বর্ষায় একই জায়গায় একই ছবি ফিরলে সেটি আর শুধু আবহাওয়ার সমস্যা থাকে না হয়ে ওঠে শহরের পরিকাঠামোর প্রশ্ন। বালুরঘাটকে আধুনিক জেলা সদর হিসেবে গড়তে হলে শুধু নতুন রাস্তা নয়, সেই রাস্তার নীচে ও পাশে জল বেরোনোর পথও নিশ্চিত করতে হবে। নইলে কয়েক ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিই ফের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে-শহরের নাগরিক পরিষেবার দুর্বল জায়গাটা কোথায়।

বিজ্ঞপ্তি

সন্দীপ কুমার সিং ও যোগিন্দর সিং, পিতা- রাম অবতার সিং, গত ইংরাজি 16/12/2009 হাওড়া A.D.SR. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত II-701(বুক-iv) নম্বর পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বা আমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রী মানিক চন্দ্র মাইতি পিতা- তুলসী চরণ মাইতি নিকট হইতে জগদীশপুর মৌজায় হাল 4712,4742 নম্বর দাগে হাল 3188 নম্বর খতিয়ানে 20 কাঠা 7 ছটাক 38 ছটাক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কোন প্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালি জগাছা B.L&L.R.O. অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

ঝুমা ঘোষ, স্বামী- গনেশ ঘোষ, চায়না ঘোষ স্বামী- সুরজিৎ ঘোষ, গত ইংরাজি 25/05/2022 তারিখে হাওড়া A.D.S.R অফিসে রেজিস্টিকৃত I-6160(বুক-I) নম্বর পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বা আমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রী রূপক ঘোষ পিতা- রথীন্দ্রনাথ ঘোষ নিকট হইতে বেলগাছিয়া মৌজায় হাল 267,268 নম্বর দাগে হাল 389 নম্বর খতিয়ানে 21 কাঠা 8 ছটাক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোনো প্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালি জগাছা B.L&L.R.O অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT
BOWAI : PURBA BARDHAMAN

Notice Inviting e-Tender No:-01/ BGP/2026-27, Dated-13/08/2026. The Prodhan, BERUGRAM GRAM PANCHAYAT invites e-tender for the CONSTRUCTION OF CEMENT CONCRETE ROAD. Document download/sell date from 13/08/2026 from 18.00 hrs. up to 21/08/2026 up to 09.00 a.m. Bid submission starting from 13.08.2026 from 18.00 p.m. up to 21.08.2026 up to 10.00 a.m. Bid Opening Date 22.08.2026 at 1.00 p.m. For details please contact at GP office and visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Berugram Gram Panchayat

এলএমজে সার্ভিসেস লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণি, চতুর্থ তলা, টেলিফোন ভবন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১
ইমেইলঃ admin@lmjgroup.in CIN: L93000WB1983PLC035807

৩০ জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষাবিহীন আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	৩ মাস শেষে				বছর শেষে
		৩০ জুন ২৬ অনিরীক্ষিত	৩১ মার্চ ২৬ অনিরীক্ষিত	৩০ জুন ২৫ পরীক্ষিত	৩০ জুন ২৬ অনিরীক্ষিত	৩১ মার্চ ২৬ পরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয়	১৭,০৭৯.৮৪	১৬,৪৫৭.৪১	১২,০৮৬.০৫	১৭,০৭৯.৮৪	৫৯,৪৩১.৩৯
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেম)	১৭৬.৬৪	১৪৯.৬৪	১১৪.৯৩	১৭৬.৬৪	৬৪৫.০৩
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের আগে), ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি- অসাধারণ আইটেমের পরে)	১৭৬.৬৪	১৪৯.৬৪	১১৪.৯৩	১৭৬.৬৪	৬৪৫.০৩
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি) করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি- অসাধারন আইটেমের পরে)	১২৫.৬৪	১৬৬.৩৮	৮০.৯৩	১২৫.৬৪	৫৪১.৬২
৫.	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত] পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১২৫.৬৪	১৬৬.৩৮	৮০.৯৩	১২৫.৬৪	৫৪১.৬২
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০টাকা প্রতি)	১৫৯.২	১৫৯.২	১৫৯.২	১৫৯.২	১৫৯.২
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) মূল ও মিশ্র (বার্ষিকীকৃত নয়)	৭.৮৯	১০.৪৫	৫.০৮	৭.৮৯	৩৪.০২

মন্তব্যঃ উপরোক্ত অংশটি ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি নির্যাস মাত্র যা SEBI(তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর বিধি ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে। উক্ত ফলাফলের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাসটি কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

এল এম জে সার্ভিসেস লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদের আদেশে
(স্বাক্ষরিত /-) সারং জৈন
এমডি
DIN: 06812172

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৩ আগস্ট, ২০২৬

RDB RASAYANS LIMITED

CIN-L36999WB1995PLC074860
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, R.No- 09, Kolkata-700001,
Ph No (033) 44500500, Fax No 91-33-2242 0588
E-mail : info@rdbindia.com, Website: www.rdbgroup.in

৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষাবিহীন আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ ২০২৬ (পরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২৫ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২৬ (পরীক্ষিত)
১.	মোট কারবার থেকে আয়	৩,৮৭৯.১২	৩.৬৪৫.২৩	৩,৩৫৭.০২	১৪,৩১৮.৮৩
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	১,৫৫০.৯৮	৮৩৮.৪২	১,১৪৪.৫১	৪,৫৭০.৮৭
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলিরপরে)	১,৫৫০.৯৮	৮৩৮.৪২	১,১৪৪.৫১	৪,৫৭০.৮৭
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	১,১৫৯.৬৯	৬০৬.৩১	৮৫৬.৫৩	৩,৩৯৬.১৯
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	১,১৫৯.৬৯	৬১৬.২২	৮৫৬.৫৩	৩,৪১৪.১৫
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৭৭১.৪৮	১,৭৭১.৪৮	১,৭৭১.৪৮	১,৭৭১.৪৮
৭.	সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষিত ব্যতীত)	-	-	-	২২,৯৩৮.৫৯
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা) মূল	৬.৫৫	৩.৪২	৪.৮৪	১৯.১৭
	মিশ্র	৬.৫৫	৩.৪২	৪.৮৪	১৯.১৭

মন্তব্যঃ
১) উপরোক্তটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাসটি বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rdbgroup.in-এ পাওয়া যাবে।
২) উপরে উল্লিখিত নিরীক্ষাবিহীন ফলাফলসমূহ নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৩ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

আরডিবি রসায়ন লিমিডেটের-র পক্ষে,
স্বা /-
সন্দীপ বৈদ্য
সর্বক্ষণের ডিরেক্টর
00557018

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৩.৮. ২০২৬

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE PO (VBGRAMG) & BDO, SHYAMPUR-II
SASATI,HOWRAH,711312

Tender Ref No-10/BDO_SHY-II/VBGRAMG To 17/BDO_SHY-II/ VBGRAMG Dated-05/08/2026 On line e-Tender(Item Rate) are Invited from Bona fide Contractor for plantation work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in**. The last date of tender submission - **17.08.2026 at 3.00 PM**.

SD/- PO (VBGRAMG) & BDO
SHYAMPUR-II DEV BLOCK
SASATI, HOWRAH, 711312

ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড

সিআইএনঃ এল১৫৪৯৫ডব্লুবি১৯১১পিএলসি০০২২৭৫
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৩।বি, লাল বাজার স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোনঃ (০৩৩) ২২৪৮-৮৬৭২, ৪০৬৬ ১৫৯০/৯৩, ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৪৮-৭৫৭১
ই-মেলঃ contactus@dianatea.in, ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in

৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য নিরীক্ষিত-বহির্ভূত একক ফলাফলের বিবরণী

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ (নিচের টীকা দেখুন)	স্বতন্ত্র: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি 30.06.26 অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২৬ পরীক্ষিত	৩০.০৬.২৫ অনিরীক্ষিত	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২৬ পরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	২,৬১৭.৫৮	৭৬২.৪৩	২,০০২.০২	৮,৮০৭.১২
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের আগে)	৫৫২.০৬	(৯৯৮.১৮)	১৬৫.৯৬	১৪৮.৮১
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের পরে)	৫৫২.০৬	(৯৯৮.১৮)	১৬৫.৯৬	১৪৮.৮১
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে, (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারন আইটেমের পরে)	৫৫১.৭৪	(৯৬৬.৩৭)	১৬৫.৯৬	১৭৫.৪৩
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয়/(ক্ষতি) [(কর পরে) এবং অন্যান্য সময়ের জন্য লাভ/ (ক্ষতি) সমন্বিত ব্যাপক আয় (কর পরে)]	৬২৭.০০	(১,০১০.৮৬)	২০৬.৩৫	১৫৯.৬৪
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (৫ টাকা পেড-আপ)	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫
৭.	পূর্ববর্তী হিসাব বছরের ব্যালেন্স শীট অনুযায়ী পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদ দিয়ে রিজার্ভ				
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫ টাকা প্রতি) ক) মূল	৩.৬৮	(৬.৪৫)	১.১১	১.১৭
	খ) মিশ্র	৩.৬৮	(৬.৪৫)	১.১১	১.১৭

মন্তব্যঃ
১ উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১২ আগস্ট ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। ৩০ জুন, ২০২৬-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক/অর্ধ বছরের ফলাফলগুলি সংবিধিবদ্ধ দ্বারা সীমিত পর্যালোচনা সাপেক্ষে নিরীক্ষক।
২ কোম্পানির নিজস্ব চা এস্টেট থেকে সবুজ পাতার উৎপাদন (চা তৈরির জন্য কোম্পানির দ্বারা গৃহীত কাঁচামাল) বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন নার্সারি, রোপণ, চাষ ইত্যাদি সহ সমন্বিত প্রক্রিয়া জড়িত, মধ্যবর্তী পর্যায়ে তাদের মান নিশ্চিত করা যায়নি। ক্ষয়প্রাপ্ত উৎপাদানের খরচ সবুজ পাতার ক্রয়ের প্রতিনিধিত্ব করে।
৩ কোম্পানিটি মূলত চায়ের ক্রমবর্ধমান ও উৎপাদনের ব্যবসায় নিয়োজত এবং সে অনুযায়ী সেগমেন্ট রিপোর্টিং নিয়ে কাজ করার জন্য Ind AS-১০৮ অনুযায়ী আলাদা রিপোর্টযোগ্য সেগমেন্ট নেই।
৪ কোম্পানিটি চায়ের চাষ, উৎপাদন এবং বিক্রয়ের ব্যবসায় নিয়োজত, যা প্রকৃতিতে ঋতুভিত্তিক এবং কর্মক্ষমতা আবহাওয়া পরিস্থিতি এবং ফসলের ধরণ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, এবং এইভাবে পূর্বোক্ত ফলাফলগুলিকে সম্ভাব্য ফলাফলের প্রতিনিধি হিসাবে বোঝানো উচিত নয়। ৩১ মার্চ, ২০২৭-এ সমাপ্ত বছরের জন্য। তাই করের বিধান (বর্তমান এবং স্থগিত উভয়) বিবেচনা করা হয়নি কারণ বছরের শেষে গণনা করা হয়।
৫ বর্তমান সময়ের পরিসংখ্যানের সাথে তুলনীয় করার জন্য পূর্ববর্তী বছরকালের পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্বিন্যাস/পুনঃ গোষ্ঠীবদ্ধ করা হয়েছে।
৬ ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dianatea.in এবং বিএসই লিমিটেডের স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে www.bseindia.com-এ পাওয়া যাবে।

ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সন্দীপ সিঙ্ঘানিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন-০০৩৪৩৮৩৭

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১২.০৮.২০২৬

লামডিং ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এসআর.ডিইই/ এলএমজি/১৭ অফ ২০২৬-২৭; তারিখ: ১১-০৮-২০২৬; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নং - ১; টেন্ডার নং ঃ** ইএল-এলএম-২৬-২৭-২০; **কাজের নাম ঃ** (ক) আরএলডিএ (বৈদ্যুতিক অংশ) কর্তৃক কমিউনিটি হল নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম স্থানান্তর এবং (খ) আরএলডিএ (বৈদ্যুতিক অংশ) কর্তৃক ১৫৮টি কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম স্থানান্তর। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৯,৭৪,৫৩৮.৩৩/-টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৩৯,৫০০/-টাকা; **ক্রম নং - ২; টেন্ডার নং ঃ** ইএল-এলএম-২৬-২৭-২২; **কাজের নাম ঃ** গুয়াহাটিতে: দুই বছর (৭৩০ দিন) মেয়াদের জন্য এসএসই/আইসি/পি/গুয়াহাটি -এর অধীনে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ছোটখাটো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩১,১৫,১৯৯.৪৭/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,৬২,৩০০/-টাকা; উভয় টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৩-০৯-২০২৬ তারিখ ১১:০০ টায় এবং **খোলার** সময় ১১:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডারনথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৩-০৯-২০২৬ তারিখ ১১:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

NEW TOWN KOLKATA DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTICE INVITING e-Quotation No.: WBNKDA/13/EE-E/2026-27

Online e-Quotation has been invited for the following works: **Restoration of Street Lights at different street of AA-IA & IB, New Town, Kolkata under NKDA.** Last date & time of submission of technical and financial bid (On-line): **22/08/2026 upto 1.00 P.M**. Details available on Website: https:// wbtenders.gov.in & www.nkdamar. org and the office notice board of NKDA

Executive Engineer (Electrical)
New Town Kolkata Development Authority

NEW TOWN KOLKATA DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTICE INVITING e-Quotation No.: WBNKDA/12/EE-E/2026-27

Online e-Quotation has been invited for the following works: **Restoration of street lights at AA-III at New Town, Kolkata under NKDA.** Last date & time of submission of technical and financial bid (On-line): **29/08/2026 upto 1.00 P.M.** Details available on Website: https:// wbtenders.gov.in & www.nkdamar. org and the office notice board of NKDA

Executive Engineer (Electrical)
New Town Kolkata Development Authority

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৬-২৭-২১ তারিখ ১১.০৮.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি/ খড়গপুর- ৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** ডাঁসী (পিএইচ)-এর জন্য বৈদ্যুতিক টিআরডির কাজ - ২টি লুপ লাইন সম্পন্ন ডাঁসী (পিএইচ)-এর ব্লক স্টেশনে রূপান্তর। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,২১,০৩,৩৫৮.৮৪ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৪২,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** ০৪.০৯.২০২৬ তারিখ। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮ মাস। **দাখিলের তারিখঃ** ০৪.০৯.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্রঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। (PR-609)

Tender/Quotation Notice
Labpur Development Block
Labpur, Birbhum
Vide NIeT No: 01/ VBGRAMG/LAB/2026-27

E-Tenders are invited for Supply work. Bid submission start-14/08/2026. Ends-21/08/ 2026. For more details, please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- Block Development Officer
Labpur Development Block

Banglar Dairy Limited
(A Government of West Bengal Organization)

TENDER NOTICE

e-Tenders are invited by the Managing Director, Banglar Dairy Limited, LB-2, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106 for the following:

Sl. No.	Description of Items / Works	Bid submission Starts on	Bid submission Closes on
1.	Comprehensive Annual Maintenance and Repairing Works of Electrical Installations at Dankuni Dairy Plant under Banglar Dairy Limited, LB-2, Sector-III, Salt Lake, Kolkata-700106	14.08.2026	01.09.2026
2.	Tender for Preventive, Breakdown and Comprehensive Maintenance of Milk & Milk Products Processing, packaging, CIP and other ancillary equipment in Dankuni Dairy Plant under Banglar Dairy Limited	14.08.2026	01.09.2026

The detailed e-NIT may be obtained from the e-Tender portal : **https://www.wbtenders.gov.in/**

Sd/- **Managing Director, Banglar Dairy Limited**

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ S/14/2026-27; তারিখঃ 11-08-2026। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ-

ক্র.নং. ১। টেন্ডার নং. ৩০/২৬/১৭৫৮/ওটি/৯৫/২০২৬-২৭;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৮-০৮-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ এলএইচবি কোচের জন্য শিডিউল অনুযায়ী বল ভালভ-এর সেট, আরসিএফ ড্রয়িং নং.ঃ এলডব্লিউ৬৩১০৬, এএলটি-এ, সর্বশেষ সংশোধনীসহ, আইটেম ৩ থেকে ৬ এমএটি. স্পেসিফিকেশনঃ সর্বশেষ সংস্করণ ও সংশোধনীসহ ড্রয়িং অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] ঃ আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ৬১০ সেট। (ii) পান্ডু জিএসডি, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ২৫০ সেট। পি. এল. নং. - ৩৩৬১১১৩০।

ক্র.নং. ২। টেন্ডার নং. ৩০/২৬/১১৩০/ওটি/৯৬/২০২৬-২৭;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৪-০৯-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ লোয়ার ফ্রেমসহ পানির ট্যাঙ্ক (২x৬৮৫ লিটার) সম্পূর্ণ। ড্রয়িং নং. সিসি৬৩১৩৬, সর্বশেষ সংশোধনী সাথে এএলটি-এফ, এমএটি. স্পেসিফিকেশনঃ সর্বশেষ রিভিশন ও পরিবর্তন-এর সাথে ড্রয়িং অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] ঃ আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ৬ টি। (ii) পরিমাণ- পান্ডু জিএসডি, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ১ টি। (iii) পরিমাণ- নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ৭৭ টি। পি. এল. নং. - ৩৩৫০২৫৯৬।

ক্র.নং. ৩। টেন্ডার নং. ৪০/২৫/৫৭৯৯/ওটি/৯৭/২০২৬-২৭;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩০-০৯-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ এনেক্সার অনুযায়ী ১৬০ কেভিএ ডিজেল জেনারেটিং সেট। [ওয়ারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ২৪ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিএল, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] ঃ আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- এসএসই/টিএম/মালিগাঁও, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ২ টি। পি. এল. নং. - ৪১৯০০৪৫০০০১০।

ক্র.নং. ৪। টেন্ডার নং. ৬০/২৫/৫২২৩এ/ওটি/৯৮/২০২৬-২৭;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২১-০৮-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ শিডিউল-IV অনুযায়ী স্পেয়ার্স সাথে ইওটি ক্রেন ২৫/৫ টন এবং ডিএসএল (শিডিউল-I এ উল্লেখিত ডিএসএল-এর ধরণ এবং দৈর্ঘ্য)-এর সরবরাহ, স্থাপন, কমিশনিং ও চালু করা এবং শিডিউল-I এ উল্লিখিত অতিরিক্ত স্পেয়ার্স ও আইটেম যেমন স্লিং/লিফটিং ট্যাকল, শিডিউল-V অনুযায়ী টুলস-এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক হিসেবে বিবেচিত অন্য যেকোনো সরঞ্জাম। [ওয়ারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] ঃ আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- এসএসইই/সিঅ্যান্ডডব্লিউ/নিউ বঙাইগাঁও, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ১টি। পি. এল. - ৬৫১০০২৩৫০০৩২।

ক্র.নং. ৫। টেন্ডার নং. ৬০/২৫/৫১৯২এ/ওটি/৯৯/২০২৬-২৭;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩০-০৯-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ "সিনক্রোনাইজড লিফটিং জ্যাকস ইলেকট্রিক্যাল অপারেটেড স্ক্রু জ্যাকস (৫ জ্যাকের সেট)-এর স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহ, স্থাপন ও চালু করা যেমন স্পেসিফিকেশন সংযুক্ত জামালপুর জ্যাক -২৫টি (হউনিভার্সাল)এর অনুযায়ী। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] ঃ আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ২সেট।

ক্র.নং. ৬। টেন্ডার নং. ২০/২৬/০৩২৯/ওটি/১০০/২০২৬-২৭;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৭-০৯-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. ইএলআরএস/এসপিইসি/এসপিএম/০০০২, আরইভি-৪ সংশোধনী নং. ১ সহ বা সর্বশেষ সংস্করণ অনুযায়ী থ্রি-ফেজ লোকোমোটিভের জন্য মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক ইলেকট্রনিক স্পীড ইন্ডিকেটিং এবং রেকর্ডিং-এর সিস্টেম। [ওয়ারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং ঃ আইটেমঃ ২১০০১৪১, বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভের জন্য মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক শক্তি ও গতি পর্যবেক্ষণ ইউনিট] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। সেফটি ফ্ল্যাগ চেঞ্জঃ নন-সেফটি টু সেফটি। (i) পরিমাণঃ মালদা টাউন ডিপো, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ১৪ সেট। (ii) পরিমাণঃ শিলিগুড়ি জং. ডিজেল ডিপো, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ৩ সেট। (iii) পরিমাণঃ এনজিসি ডিপো, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ৭ সেট। পি. এল. নং. - ২৫২০১০০১।

ক্র.নং. ৭। টেন্ডার নং. ৭৭/২৬/০৯০১/ওটি/১০১/২০২৬-২৭;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৭-০৯-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ আরএএল-৫০১০ -এর জন্য পেইন্ট জেন্টিয়ান ব্লু, সামগ্রী স্পেসিফিকেশন- আইএসঃ৮৬৬২/২০০৪ (রিএফার্মড ২০১৯) আইসিএফ/এমডি/এসপিইসি.-০৪৫ ইস্যু স্ট্যাটাস-০২, আরইভি-৩ -এর অতিরিক্ত আবশ্যকতা সাথে এবং পিগমেন্টের সামগ্রী বা সর্বশেষ-এর জন্য আরডিএসও সংশোধনী নং. ১ (রিভিশন-০) (সর্বশেষ সংশোধনী সাথে)। [ওয়ারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং ঃ] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ২৫০০০ লিটার। পি. এল. নং. - ৭৭১১৫১৭০।

ক্র.নং. ৮। টেন্ডার নং. ৩০/২৬/১১৬৩/ওটি/১০২/২০২৬-২৭;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৩-০৯-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ ফুট রেস্ট/স্টেপ সম্পূর্ণ মাউন্টিং আরসিএফ, ড্রয়িং নং.ঃ এলডব্লিউ৪১১০৬, সর্বশেষ সংশোধনীসহ এএলটি-বি, এমএটি. স্পেসিফিকেশনঃ সর্বশেষ রিভিশন ও সংশোধনী সাথে ড্রয়িং অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং ঃ] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ১৬১৫ টি। (ii) পরিমাণ- পান্ডু জিএসডি, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ১০৩৯ টি। (iii) পরিমাণ- কাটিহার জিএসডি, এনএফআর (বিহার)-এর জন্য ৯৯ টি। (iv) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ৫ টি। (v) পরিমাণ- নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ১০৫৯ সেট। পি. এল. নং. - ৩৩৬৮০৭৩৫।

ক্র.নং. ৯। টেন্ডার নং. ৩০/২৬/১১২৭/ওটি/১০৩/২০২৬-২৭;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৮-০৯-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ এলএইচবি কোচের জন্য ফ্লাশিং ভালভ পুশ টাইপ, আরসিএফ ড্রয়িং নং.ঃ সিসি৬৩৮০৫, সর্বশেষ সংশোধনীসহ এএলটি-ই, সামগ্রী স্পেসিফিকেশনঃ সর্বশেষ রিভিশন ও সংশোধনীসহ ড্রয়িং অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং ঃ] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ১৯৪১ টি। (ii) পরিমাণ- পান্ডু জিএসডি, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ১৩০৯৬ টি। (iii) পরিমাণ- কাটিহার জিএসডি, এনএফআর (বিহার)-এর জন্য ৫১৫ টি। (iv) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ১৬৬৪ টি। (v) পরিমাণ- নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ৯৬২ টি। পি. এল. নং. - ৩৩৬১৪৫৫৬।

ক্র.নং. ১০। টেন্ডার নং. ১০/২৬/০৮৮১/ওটি/১০৪/২০২৬-২৭;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৯-০৯-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ ইএমডি পার্ট নং. -৪০০৩৫১২৩-এর জন্য স্পিন অন টার্বো লুব অয়েল ফিল্টার অ্যাসেম্বলি, আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং.-এমপি.০.২৬০০-২১, আরইভি-১, আগস্ট-২০০৪ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং ঃআইটেমঃ ২২০০০৪২, স্ক্রু অ্যাডজাস্টিং] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ - শিলিগুড়ি জং. ডিজেল ডিপো, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ৫৪৩ টি। (ii) পরিমাণ - এনজিসি ডিপো, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ৫১৩ টি। পি. এল. নং. - ১৬২৪০৫৬০।

ক্র.নং. ১১। টেন্ডার নং. ৪০/২৬/০৫১৯/ওটি/১০৫/২০২৬-২৭;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩১-০৮-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/ এসি/০০০৯-২০১৪ (আরইভি-২) বা সর্বশেষ অনুযায়ী পিপি-সিপি কন্টেইনার (১২ভি-এর ৯ মডিউল)-এ এলএইচবি কোচের জন্য ১২ভি, ৭০এএইচ ভিআরএলএ ব্যাটারি। [ওয়ারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং ঃআইটেমঃ ২৪০০০৪৯, ১২ভি, ৭০এএইচ ভিআরএলএ ব্যাটারি] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ১৩৮ সেট।(ii) পরিমাণ- নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ২০৭ সেট। (iii) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ১ সেট। (iv) পরিমাণ- কাটিহার জিএসডি, এনএফআর (বিহার)-এর জন্য ২ সেট। পি. এল. নং. - ৪৫১৭৮৬৭৭।

দ্রষ্টব্যঃ-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (**www.ireps.gov.in**) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

পিসিএমএম/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

অফবিট

৬ নম্বরে নেমে গেল ভারত! ৩.৯২ ট্রিলিয়ন ডলারের পরেও কেন পিছিয়ে গেল দেশ?

এস. পাল

এক বছর আগেও ছবিটা ছিল একেবারেই অন্যরকম। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের পূর্বাভাস বলেছিল, জাপানকে পিছনে ফেলে ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির আসনে উঠে আসতে পারে। কিন্তু এক বছরের ব্যবধানে সেই হিসাব বদলে গিয়েছে। ভারতের অর্থনীতি বড় হয়েছে, প্রবৃদ্ধিও শক্তিশালী রয়েছে, তবু বৈশ্বিক অর্থনীতির তালিকায় ভারত এখন ষষ্ঠ স্থানে। সামনে রয়েছে জাপান এবং ব্রিটেন। বিষয়টি প্রথম নজরে ধাক্কা দেওয়ার মতো। কারণ ভারতের নামমাত্র মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিমাণ এখনও প্রায় ৩.৯২ ট্রিলিয়ন ডলার। তাহলে অর্থনীতি যখন বাড়ছে, তখন বিশ্বের বড় অর্থনীতির তালিকায় ভারতের অবস্থান পিছিয়ে গেল কেন? আসল রহস্য লুকিয়ে রয়েছে মুদ্রার বিনিময়মূল্য, অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের নতুন হিসাব এবং ব্রিটিশ অর্থনীতির প্রত্যাশার তুলনায় ভালো ফলাফলের মধ্যে। এই পরিবর্তন ভারতের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়েছে-এমন সরল অর্থ বহন করে না। বরং এটি দেখিয়ে দিচ্ছে, ডলারে মাপা অর্থনীতির আকার কতটা মুদ্রার দামের ওপর নির্ভরশীল।

● এক বছরেই চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ স্থানে ভারত

২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের পূর্বাভাসে বলা হয়েছিল, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের শেষে ভারতের অর্থনীতির আকার প্রায় ৪.১৮৭ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে পারে। সেই হিসাবে জাপানের প্রায় ৪.১৮৬ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিকে সামান্য পিছনে ফেলে ভারত চতুর্থ স্থানে উঠে আসার সম্ভাবনা তৈরি করেছিল। তখন ব্রিটেনের অর্থনীতির সম্ভাব্য আকার ধরা হয়েছিল প্রায় ৩.৮৪ ট্রিলিয়ন ডলার। কিন্তু ২০২৬ সালের এপ্রিলের নতুন পূর্বাভাসে হিসাব সম্পূর্ণ বদলে যায়। সেখানে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের শেষে ভারতের নামমাত্র অর্থনীতির আকার প্রায় ৩.৯১৬ ট্রিলিয়ন ডলার ধরা হয়েছে। একই সময়ে ব্রিটেনের অর্থনীতির আকার প্রায় ৪.০০৩ ট্রিলিয়ন ডলার এবং জাপানের প্রায় ৪.৪৩৫ ট্রিলিয়ন ডলার হিসেবে অনুমান করা হয়েছে। ফলে ভারত চতুর্থ স্থানে ওঠার বদলে ষষ্ঠ স্থানে চলে যায়। তবে এখানেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি রয়েছে-ভারতের অর্থনীতির বাস্তব অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ হঠাৎ ভেঙে পড়েছে, এমন তথ্য এই হিসাব থেকে পাওয়া যায় না। বরং ডলারের হিসাবে অর্থনীতির আকার নির্ধারণ করার সময় মুদ্রার বিনিময়মূল্যের পরিবর্তন বড় ভূমিকা পালন করেছে।

● আসল ধাক্কা টাকার দামে

ভারতের ষষ্ঠ স্থানে নেমে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে উঠে এসেছে রুপির অবমূল্যায়ন। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৪ সালে এক ডলারের বিপরীতে রুপির মূল্য ছিল প্রায় ৮৪.৫৭ টাকা। ২০২৫ সালে তা বেড়ে প্রায় ৮৮.৪৮ টাকায় পৌঁছয় এবং ২০২৬ সালের জন্য হিসাব করা হয়েছে প্রায় ৯২.৫৯ টাকা। অর্থাৎ একই পরিমাণ ভারতীয় অর্থকে ডলারে রূপান্তর করলে তার মূল্য কম দেখায়। এখানেই রয়েছে গোটা বিষয়টির বড় রহস্য। ধরুন, ভারতে টাকার হিসাবে উৎপাদন, পরিষেবা এবং ব্যবসা বাড়ছে। কিন্তু একই সময়ে যদি রুপির মূল্য ডলারের তুলনায় কমে যায়, তাহলে সেই বিশাল অর্থনীতিকে ডলারে হিসাব করলে তার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে ছোট দেখাতে পারে। বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির তালিকাটি যেহেতু ডলারে নামমাত্র মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ভিত্তিতে তৈরি হয়, তাই রুপির দামের ওঠানামা সরাসরি ভারতের অবস্থানে প্রভাব ফেলে।

● নতুন হিসাব পদ্ধতিতেও বদলে গেল অর্থনীতির আকার

শুধু টাকার দাম নয়, ভারতের জাতীয় আয়ের হিসাবের পদ্ধতিতেও পরিবর্তন এসেছে। নতুন ভিত্তিবর্ষ এবং সংশোধিত পদ্ধতিতে অর্থনীতির নামমাত্র আকারের হিসাব করা হয়েছে। এর ফলে টাকার হিসাবে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিমাণ আগের হিসাবের তুলনায় কম দেখানো হয়েছে। পুরনো ২০১১-১২ ভিত্তিবর্ষের হিসাবে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন প্রায় ৩৫৭.১৪ লক্ষ কোটি টাকা হিসেবে ধরা হয়েছিল। নতুন হিসাব পদ্ধতিতে সেই একই সময়ের পরিমাণ প্রায় ৩৪৫.৪৭ লক্ষ কোটি টাকা হিসেবে অনুমান করা হয়েছে। অর্থাৎ পরিসংখ্যানের ভিত্তি ও পদ্ধতি পরিবর্তনের কারণে নামমাত্র অর্থনীতির আকারেও এককালীন সংশোধন এসেছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে দেশের কারখানা, পরিষেবা, কৃষি, ব্যবসা কিংবা মানুষের বাস্তব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড একই অনুপাতে কমে গিয়েছে। বরং নতুন পদ্ধতি অর্থনীতির আকারকে আরও নির্ভুলভাবে মাপার চেষ্টা করছে। তাই ডলারের হিসাবে রুপির অবমূল্যায়নের প্রভাবের সঙ্গে এই পরিসংখ্যানগত সংশোধন যুক্ত হয়ে ভারতের অবস্থানে বড় পরিবর্তন এনেছে।

● ব্রিটেন কীভাবে ভারতকে পিছনে ফেলল?

ভারতের ষষ্ঠ স্থানে চলে যাওয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ব্রিটেনের প্রত্যাশার তুলনায় ভালো ফলাফল। আগের হিসাব অনুযায়ী ব্রিটেন ভারতের তুলনায় বেশ পিছনে থাকার কথা ছিল। কিন্তু নতুন পূর্বাভাসে ব্রিটেনের নামমাত্র অর্থনীতির আকার বেড়ে প্রায় ৪.০০৩ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। একই সময়ে ব্রিটিশ পাউন্ডের মূল্যও ডলারের বিপরীতে শক্তিশালী হয়েছে। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও প্রত্যাশার চেয়ে ভালো হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ব্রিটেনের প্রবৃদ্ধি ০.৫ শতাংশ হয়েছে, যেখানে আগে ০.১ শতাংশের পূর্বাভাস ছিল। ফলে ভারতের টাকার দুর্বলতার বিপরীতে ব্রিটিশ পাউন্ডের তুলনামূলক শক্ত অবস্থানও দুই দেশের ডলারে হিসাব করা অর্থনীতির মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ শুধু ভারত পিছিয়ে যায়নি একই সঙ্গে ব্রিটেনও প্রত্যাশার তুলনায় ভালো করেছে। এই দুই ঘটনাকে পাশাপাশি রাখলেই ভারতের ষষ্ঠ স্থানে নেমে যাওয়ার ছবিটি আরও পরিষ্কার হয়।

● তাহলে কি ভারতের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়েছে?

এই প্রশ্নটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এবং বিভিন্ন অর্থনীতিবিদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, শুধুমাত্র বৈশ্বিক তালিকায় ভারতের অবস্থান ষষ্ঠ হওয়া মানেই ভারতের অর্থনৈতিক ভিত দুর্বল হয়ে গিয়েছে-এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক হবে না। কারণ দেশের অভ্যন্তরীণ মুদ্রায় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি এখনও শক্তিশালী। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ২০২৬ সালের এপ্রিলের পূর্বাভাসে দেখা যাচ্ছে, ভারতের বর্তমান মূল্যে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ২০২৪ সালে প্রায় ৩১৮ লক্ষ কোটি টাকা থেকে ২০২৫ সালে প্রায় ৩৪৬.৫ লক্ষ কোটি এবং ২০২৬ সালে প্রায় ৩৮৪.৫ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছতে পারে। অর্থাৎ দেশীয় মুদ্রা নামমাত্র প্রবৃদ্ধি যথেষ্ট শক্তিশালী রয়েছে। এমনকি ২০২৬ সালের জন্য ভারতের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস সামান্য বাড়িয়ে ৬.৫ শতাংশ করা হয়েছে। ২০২৫ সালের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাসও ৭.৬ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। অর্থাৎ বৈশ্বিক তালিকায় অবস্থান বদলালেও ভারতের প্রবৃদ্ধির গল্প পুরোপুরি থেমে যায়নি।

জমি বিক্রয়

আমি লকসা হেমরম, পিতা- ছোটকাহেমরম পাথরঘাটা, আমডহরা, শান্তিনিকেতন, বীরভূম-২৩১২০৪, আমি ঘোসকদমপুর মৌজায় ৯৫ জে.এলে ৩৩৮৫, খতিয়ানে ১০২ দাগে ২.২০৬ শালি জমি বিক্রয় করিব। উহা কোন আদিবাসী সম্প্রদায় ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইলে ২১ দিনের মধ্যে ৭৯০৮৭০১৫৪৪ নম্বরে যোগাযোগ করুন। অন্যথায় আমি সর্বসাধারণকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইব।

KAUSHAL INVESTMENTS LIMITED

Regd. Off:3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D8, Kolkata-700001
CIN : L65993WB1981PLC033363; EMAIL : info@kaushalinvest.com
WEBSITE : www.kaushalinvest.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2026

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 30.06.2026 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2026 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2025 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2026 (Audited)
1	"Total Income from Operations	0.00	11.81	0.00	11.81
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	-3.41	8.77	-2.93	1.47
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	-3.41	8.64	-2.93	-3.69
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	-3.41	8.57	-2.93	-3.77
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-4.19	9.59	32.86	33.04
6	Equity Share Capital	314.00	314.00	314.00	314.00
7	Earnings Per Share (of Rs10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	-0.11	0.27	-0.09	-0.12

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Financial Results for the Quarter ended on June 30, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Un-audited Financial Results is available on the Stock Exchange at www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.kaushalinvest.com.
2 The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors on August 13, 2026.

FOR KAUSHAL INVESTMENT LIMITED
Sd/-
Sumit Goyal
Managing Director
DIN: 03017130

Place : Kolkata
Date : 13.08.2026

ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড

সিআইএন নং.ঃ এল৭১৫৪৯৫০ডব্লুবি১৯১১পিএলসি০০২২৭৫
রেজিস্টার্ড অফিসঃ স্যর আরএনএম হাউজ (৪র্থ তল), ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
ফোনঃ (০৩৩ ৪০৬৬ ১৫৯০-৩৩, ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৪৮-৭৫৭১
ইমেলঃ contactus@dianatea.in ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('এমসিএ') ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('এসইবিআই') কর্তৃক জারিকৃত প্রযোজ্য নির্দেশনাবলী বা সার্কুলার অনুযায়ী, **ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড-এর ১১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬, শুক্রবার বিকেল ৩:০০টায় (ভারতীয় মান সময়)** ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') অথবা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং এজিএম-এর আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের ইমেইলের মাধ্যমে পাঠানো হবে যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি বা আরটিএ-অর্থাৎ মেসার্স মহেশ্বরী ডেটোমেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। একই সাথে, এই নথিপত্রগুলো কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট **https://www.dianatea.in** এবং সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর ওয়েবসাইটে-যেমন বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে-পাওয়া যাবে। যেসব সদস্যের ইমেইল আইডি কোম্পানি বা আরটিএ-র কাছে নিবন্ধিত নেই, তাদের একটি চিঠি পাঠানো হবে এই চিঠিতে একটি ওয়েব-লিঙ্ক সঠিক পাথ বা পথসহ দেওয়া থাকবে, যার মাধ্যমে উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদনটি দেখা বা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

আসন্ন এজিএম-এর জন্য, কোম্পানি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদানের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড ('সিডিএসএল')-কে নিযুক্ত করেছে। যেসব সদস্যের শেয়ার ফিজিক্যাল বা কাগজের ফর্মে রয়েছে অথবা যারা কাট-অফ ডেট অর্থাৎ শুক্রবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত কোম্পানি বা আরটিএ-র কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি, তারাও রিমোট ই-ভোটিং চলাকালীন অথবা এজিএম চলাকালীন সিডিএসএল-এর ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দিতে পারবেন। সদস্যরা তাদের নাম, প্যান, নথিভুক্ত ঠিকানা এবং ডিপি আইডি / ক্লায়েন্ট আইডি অথবা বেনিফিশিয়ারি আইডি / ফোলিও নম্বর উল্লেখ করে **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ ইমেল অনুরোধ পাঠানোর মাধ্যমে সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেমে লগ-ইন করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেমে লগ-ইন এবং ভোট প্রদানের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা থাকবে।

যেসব সদস্যের শেয়ার ফিজিক্যাল আকারে রয়েছে অথবা যারা কোম্পানি বা আরটিএ-র কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যথাযথভাবে পূরণ ও স্বাক্ষরিত ফর্ম আইএসআর-১ এবং এতে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করতে। এই নথিপত্র মেসার্স মহেশ্বরী ডেটোমেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড (আরটিএ)-এর কাছে **contact@mdplcorporate.com** ইমেল ঠিকানায়, অথবা ডাকযোগে কিংবা সশরীরে উপস্থিত হয়ে ঠিকানাঃ ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, ৫ম তলা, কলকাতা-৭০০০০১) জমা দেওয়া যাবে। যেসব সদস্যের শেয়ার ডিমেটেরিয়ালাইজড (ইলেকট্রনিক) আকারে রয়েছে, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের (যার মাধ্যমে তারা তাদের ডিমেট অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করেন) সহায়তায় সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরির কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত বা আপডেট করতে।

৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের এসইবিআই সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 অনুযায়ী, ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে কেনা বা বিক্রি করা ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ (কাগজের সনদযুক্ত শেয়ার)-এর হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত একটি বিশেষ সুবিধা বা স্পেশাল উইন্ডো চালু করা হয়েছে। এই সুবিধার আওতায় পূর্বে জমা দেওয়া কিন্তু নথিপত্র বা প্রক্রিয়াজনিত ত্রুটি কিংবা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত, ফেরত বা অনিষ্পন্ন থাকা যোগ্য হস্তান্তর-অনুরোধগুলোও অন্তর্ভুক্ত হবে তবে এক্ষেত্রে উক্ত সার্কুলারে বর্ণিত যোগ্যতার শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে। এই বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে হস্তান্তরিত সিকিউরিটিজগুলো বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহীতার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন বিক্রয় বা হস্তান্তরের ওপর বিধিনিষেধ-এর আওতায় থাকবে। যেসব যোগ্য গ্রহীতা এই সুবিধা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তারা প্রয়োজনীয় নথিপত্র কোম্পানির আরটিএ-মেসার্স মহেশ্বরী ডেটোমেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ঠিকানাঃ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম তলা, কলকাতা - ৭০০০০১-এর কাছে জমা দিতে পারেন অথবা **contact@mdplcorporate.com** ইমেইল ঠিকানায় পাঠাতে পারেন।

ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- সন্দীপ সিঙ্ঘানিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০০৩৪৩৮৩৭

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৪.০৮.২০২৬

SWASTIK PLYWOOD LIMITED

Regd. Office: "SHYAM TOWERS", 03-319,DH6/11,STREET NO.319, ACTION AREA-ID,KOLKATA, NEW TOWN-700156
Email Id : compliance@swastikplywood.net, Tel: +91 33 4007 4007
CIN : L20291WB1985PLC038657

UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30TH, 2026

Amount (Rs. in lacs except EPS)

Sl No	Particulars	Quarter ended 30.06.2026 Reviewed	Quarter ended 30.06.2025 Reviewed	Quarter ended 31.03.2026 Audited
1	Total Income from Operations (net)	18.35	9.14	2.49
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax ,Exceptional and /or Extraordinary Items)	15.61	5.20	(3.11)
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and/or Extraordinary items)	15.61	5.20	(3.11)
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and /or Extraordinary Items)	13.77	5.20	(17.63)
5	Total Comprehensive Income for the Period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	13.77	5.20	(17.63)
6	Equity Share Capital	24.00	24.00	24.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet as on 31.03.2025)			
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operation)	a)Basic:5.56 b)Diluted:5.56	a)Basic:2.17 b)Diluted:2.17	a)Basic:(7.34) b)Diluted:(7.34)

Note : The above is an extract of the detailed format of Standalone Financial Results for the quarter ended 30 June, 2026 filed with stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

For SWASTIK PLYWOOD LIMITED
sd/-
Magan Lal Patel
WTD & CFO
DIN : 00529999

Place : Kolkata
Date: 13th August, 2026

CHANGE OF NAME

I, BABLU KHATICK (Old Name) S/o Late Chhedi Khatick, resident of 69/1D, Cossipore Road, Cossipore, P.O. – Baranagar, P.S. – Cossipore, Kolkata – 700036, W.B., do hereby declare that I have changed my name from BABLU KHATICK (Old Name) to BABLU SONKAR (new/Correct Name) and henceforth I shall be known as BABLU SONKAR (New/Correct Name) in all purpose, vide affidavit No. 18173 sworn Before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah on 13.08.2026, BABLU SONKAR (new/correct name) and BABLU KHATICK (old name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Bina Bibi (Old Name) W/O–Khandu resident of Hat Lalbagh , Po & Ps- Murshidabad , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742149 do hereby declared that I have changed my name from Bina Bibi to Dina Bibi and henceforth I shall be known as Dina Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 13/08/2026 . My name Dina Bibi & Bina Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ajit (Old Name) S/O– Sankar Saha resident of Vill - Kaya , Po-Mahadevbati, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742172 do hereby declared that I have changed my name from Ajit to Ajit Kumar Saha and henceforth I shall be known as Ajit Kumar Saha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 11/08/2026. My name Ajit Kumar Saha & Ajit both are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Manashi Saha (Old Name) W/O– Pradip Kumar Saha resident of Vill - Kaya , Po-Mahadevbati, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742172 do hereby declared that I have changed my name from Manashi Saha to Manasi Saha and henceforth I shall be known as Manasi Saha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 11/08/2026. My name Manasi Saha & Manashi Saha both are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Halama Bibi (Old Name) W/O–Abdul Mannan Sk resident of Vill -Lochanmati , Po-L. Dangapara, Ps-Hariharpara, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742166 do hereby declared that I have changed my name from Halama Bibi to Halema Bibi and henceforth I shall be known as Halema Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit no -14011 sworn before the Ld Judicial 1st class Magistrate Berhampore court dated on 11/08/2026 . My name Halema Bibi & Halama Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Pradip Saha & Pradip Kr Saha (Old Name) S/O–Ajit Kumar Saha resident of Vill - Kaya , Po-Mahadevbati, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742172 do hereby declared that I have changed my name from Pradip Saha & Pradip Kr Saha to Pradip Kumar Saha and henceforth I shall be known as Pradip Kumar Saha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 11/08/2026. My name Pradip Kumar Saha & Pradip Saha & Pradip Kr Saha both are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Niyaruddin Sk (Old Name) S/O–Daududdin Sekh resident of Maradighi , Dadpur , Ps-Rejinagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Niyaruddin Sk to Niyaruddin Sekh and henceforth I shall be known as Niyaruddin Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/08/2026. My name Niyaruddin Sekh & Niyaruddin Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Suresh Chandra Sarkar (Old Name) S/O–Ganesh Sarkar resident of Benali, Hanskhali , Ranaghat , Nadia , West Bengal, Pin-741502 do hereby declared that I have changed my name from Suresh Chandra Sarkar to Suresh Sarkar and henceforth I shall be known as Suresh Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 13/08/2026 . My name Suresh Sarkar & Suresh Chandra Sarkar both are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Manoyar Sk (Old Name) S/O–Niyaruddin Sekh resident of Maradighi , Dadpur , Ps-Rejinagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Manoyar Sk to Manoyar Sekh and henceforth I shall be known as Manoyar Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/08/2026. My name Manoyar Sekh & Manoyar Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

, Sk. Farique (old name) S/o- Md. Idris residing at 45A, Topsia Road, Tiljala, Kolkata-700039 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Sk. Farique to Sk. Faruque and henceforth I shall be known as Sk. Faruque (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before in the Notary Public at Kolkata dated 11/08/2026. Sk. Farique (old name) and Sk. Faruque (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I SHIBA DAS,W/o- Purnachandra Das, Residing at Vill-Bargram,P.O-Satpalsa,P.S- Mayureswar, Dist-Birbhum,W.B,do hereby Solemnly affirm and declare as follows:-That my name SHIBA DAS which has been recorded in my Aadhaar card Vide No.9063 XXXX 3398 and Digital Ration card Vide No.SPHH33170811.That my name SHAIBYA DAS which has been recorded in my Voter Card Vide No-WB/41/290/366354.That SHIBA DAS and SHAIBYA DAS is the same and one identical person.Vide Affidavit In the court of Ld. Executive Magistrate at Rampurhat, Birbhum,30/07/26

CHANGE OF NAME

I TALA KURI TUDU, D/O-PANDA TUDU,W/O-JETHU HEMBRAM, Residing at Vill-Masra,P.O-Kasthagora,P.S- Rampurhat, Dist- Birbhum,W.B,do hereby Solemnly affirm and declare as follows:-That my actual name is TALA KURI TUDU, D/O-PANDA TUDU which has been recorded in my Aadhaar card Vide No-6889 XXXX 2324 and PAN card Vide No-CNFPT6244R. That my name BITI TUDU,D/O- PANDA TUDU which has been recorded in my EPIC card Vide No-NUM0814996 and Ration card Vide No-RKSY-I 1212917848.That TALA KURI TUDU,D/O-PANDA TUDU and BITI TUDU,D/O- PANDA TUDU is the same and one identical person.Vide affidavit In the court of Ld. Executive Magistrate at Rampurhat, Birbhum, Date-09/07/26

CHANGE OF NAME

I, Amina Begam wife of Army No JC-732032H, Rank- Subedar, Name- Md Akbar Ali, resident of Vill: Bogtui, PO+PS: Rampurhat, Dist: Birbhum, PIN-731224 (WB), declared that have changed my name Amina Begum to Amina Begam and date of birth 02 Jan 1986 to 02 Jan 1988 and declared before the court of Ld Executive Magistrate Rampurhat, Birbhum vide affidavit No 25593 dt 13 Aug 2026.

নাম পরিবর্তন

আমি Md Ahasan, S/O Md Hossain, গ্রামঃ বাতাসপুর, পোঃ সগড়ভাঙ্গা, থানাঃ লোকপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার সঠিক নাম Md Ahasan, S/O Md Hossain. কিন্তু ভোটার কার্ডে ভুল বসত আমার নাম Md Ehesan, S/O Mohammad Hussain. ০১.০৭.২০২৬ তারিখ দুবরাজপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ৯২০০ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Md Ahasan, S/O Md Hossain and Md Ehesan, S/O Mohammad Hussain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Sk Golam Mahfuz S/o Sk Golam Mortuza resident of Memari, Madrasapara, P.O.+P.S. Memari, Dist. Purba Bardhaman, PIN-713146 WB, do hereby declare that, in the passport of my son Sk Golam Osman, my name wrongly written Sk Golam Mahfuz. I have changed my name from Sk Golam Mahfuz (old Name) Sekh Golam Mohfuz (New name) and henceforth I shall be known as Sekh Golam Mohfuz (New Name) in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman on 01.08.2026. Sekh Golam Mohfuz and Sk Golam Mahfuz both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, TAPAN GON (old Name) S/o Late Keshab Chandra Gon resident of Vill. Palsit, P.O. Bhaita, P.S. Memari, Dist. Purba Bardhaman, Pin-713149 WB, do hereby declare that I have changed my name from TAPAN GON (old Name) to TAPAN KUMAR GON (New name) and henceforth I shall be known as TAPAN KUMAR GON in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary Public at Burdwan on 10.08.2026. TAPAN GON and TAPAN KUMAR GON both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I Debabrata Das, S/O- Late Manasha Das, Residing at B/27,Rabindra Palli,Po-Baghajatin,Ps-Patuli,Kolkata-700086, West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my father name from Manasha Chandra Das & Manasa Das (Old Names) to Manasha Das (new name) and henceforth he shall be known as Manasha Das (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit 1st Class Judicial Magistrate Kolkata Dated 10/08/2026. Manasha Das (New Name) and Manasha Chandra Das and Manasa Das (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, FIROJ MIYAN S/o Rais Miya residing at 157, G.T Road, P.O. & P.S. Shibpur, Dist. Howrah-711102 do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name is Rais Miya instead of RAYEESH MIYAN which is wrongly recorded in my Passport(No. H2834661) vide an affidavit sworn before the LD. Executive Magistrate 1st Class at Howrah dated on 13.08.2026. RAIS MIYA and RAYEESH MIYAN both are same and one identical person.

হাইকোর্ট স্বস্তি দিল না

...১ পাতার পর

বাড়ল, তা বলাই বাহুল্য।

বীরভূমের মহম্মদবাজার থানার ডেউচা গ্রামে টুলুর আত্মীয় মিনার মণ্ডলের বাড়িতে হানা দিয়ে নজিরবিহীনভাবে নগদ সাড়ে ২৮ কোটি টাকা উদ্ধার করে রাজ্য পুলিশ। সেখান থেকেই বাজেয়াপ্ত হয় প্রায় ১৫ কেজি ভরি সোনা। সেই উদ্ধারের পর থেকেই পুলিশের মূল নজরে চলে আসেন টুলু। তিনি কোথায় কোথায় বেআইনি সম্পত্তি গড়ে তুলেছেন, তা খতিয়ে দেখতে রাজ্যজুড়ে ম্যারাথন তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। তাঁর সমস্ত সম্ভব্য আস্তানা তো বটেই, আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের বাড়িতেও বারবার হানা দিচ্ছেন তদন্তকারীরা। এরই মধ্যে আগেও নিজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং আইনি রক্ষাকবচ পাওয়ার তাগিদে কলকাতা হাইকোর্টের দরজায় কড়া নেড়েছিলেন টুলু মণ্ডল। তবে তাঁর নতুন আবেদন গ্রাহ্য হল না।

শমীকের ওপর হামলা

...১ পাতার পর

হয়েছিল। অভিজিতের দাবি, স্থানীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই তাঁর অনুগামী 'গুন্ডাবাহিনী' এই আক্রমণ সংগঠিত করে। জমা দেওয়া অভিযোগপত্রে অভিষেক ছাড়াও জাহাঙ্গির খান, সুমিত রায়, গৌতম অধিকারী, শামিম আহমেদ এবং আরও ৭৮ জনের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয়েছে। ববি স্পষ্ট করেছেন যে, ঘটনার সময়ে তিনি শমীকের সওয়ার হওয়া গাড়িতে না থাকলেও খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছান। ইতিপূর্বে বিষ্ণুপুর থানায় বিষয়টি জানানো হলেও পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল বলে তাঁর অভিযোগ। সেই ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করে এ বার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে

...১ পাতার পর

দুটি বই প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়ের সক্রিয় উদ্যোগে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছে, তা যৌথ ভাবে সরকারি উদ্যোগে মুদ্রণ ও প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের গণশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতকে নোডাল এজেন্সি করে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তিকা প্রকাশের জন্য বিশেষ কমিটি তৈরি হয়েছে। এ ছাড়াও সাধারণ মানুষ, গবেষক, ইতিহাসবিদ কিংবা বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাছ থেকে পরামর্শ ও প্রস্তাব সংগ্রহের জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের তরফে একটি বিশেষ ডিজিটাল পোর্টাল চালু করা হচ্ছে। নির্দিষ্ট ১৫ থেকে ৩০ দিনের সময়সীমায় যে কেউ সেখানে নিজেদের প্রস্তাব জমা দিতে পারবেন। শুভেন্দু জানান, স্বাধীনতা আন্দোলন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা, কাশ্মীর নীতি এবং স্বাধীন ভারতের পরিকাঠামো গঠনে শ্যামাপ্রসাদের অবিস্মরণীয় ভূমিকা স্মরণ করার মাধ্যমেই ২০৪৭ সালের 'বিকশিত ভারত' ও 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর স্বপ্নপূরণে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চারিত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

SCINTILLA COMMERCIAL & CREDIT LIMITED

CIN : L65191WB1990PLC048276
Regd. Off: "Mercantile Building",Block-E,2nd Floor, 9/12, Lalbazar Street,Kolkata-700001
Corp. Off: "Jajodia Tower", 3, Bentinck Street, Room No. D-8, 4th Floor, Kolkata - 700001
E-MAIL: info@scintilla.co.in, WEBSITE:www.scintilla.co.in

EXTRACT OF OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2026 (Rs. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarterly 30.06.2026 Unaudited	Quarterly 31.03.2026 Audited	Quarterly 30.06.2025 Unaudited	Yearly 31.03.2026 Audited
1	Total Income from Operations	15.97	10.49	17.18	65.02
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items#)	5.42	6.50	4.95	-16.95
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	5.42	6.50	4.95	-16.95
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	4.03	7.24	3.71	-18.81
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4.03	8.93	13.29	-7.53
6	Equity Share Capital	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	10	10	10	10
	Basic & Diluted	0.04	0.07	0.04	-0.19

Note : 1The above is an extract of the detailed format of the Un-Audited Standalone Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Un-audited Standalone Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com & www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.scintilla.co.in.

2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 13th August, 2026.

For and on behalf of the Board
For Scintilla Commercial & Credit Limited
Sd/-
Jitendra Kumar Goyal
Managing Director
(DIN: 00468744)

Place : Kolkata
Date : 13.08.2026

৭ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন

...১ পাতার পর

হোমিসাইডের তদন্তকারী দলও ঘটনাস্থলে যায়। প্রাথমিকভাবে শরীরে কোনও দৃশ্যমান আঘাতের চিহ্ন মেলেনি। কোনও সুইসাইড নোটও উদ্ধার হয়নি। ফলে মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে ধরে নিয়ে তদন্ত এগোতে নারাজ পুলিশ ও স্বাস্থ্য দফতর। যে কমিটির কথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, তাতে নার্সিং, স্বচ্ছতা কর্মী, গাইনি-সহ সাতটি বিভাগের প্রধান থাকবেন। ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে এক সপ্তাহের মধ্যে স্বাস্থ্য ভবনে রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা। জানা গেছে, রূপালির বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরে। প্রায় এক বছর আগে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তারপর থেকে স্বামী রাহুল দাসের সঙ্গে দমদম থানা এলাকায় থাকতেন। মৃত্যুর আগে তাঁর আচরণ বা শারীরিক অবস্থায় কোনও অস্বাভাবিকতা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সহকর্মীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে।

ভাঙা হল নেতাজির মূর্তির হাত!

...১ পাতার পর

করতে পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হবে বলে জানান বিজেপি কর্মীরা। পাশাপাশি বিষয়টি দলের রাজ্য নেতৃত্বকেও জানানো হবে বলে তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। বিজেপির দক্ষিণ কলকাতার সম্পাদক তারক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, গতকাল বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে কোনও অবমাননাকর মন্তব্য করা যাবে না বলে সতর্ক করেছিলেন। কেউ এমন মন্তব্য করলে প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে বলেও জানানো হয়েছিল। পাশাপাশি রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের সেবা কেন্দ্রগুলির নাম 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সেবা কেন্দ্র' করার কথা বলা হয়েছে। তারক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, এই ঘোষণার পরই রাতের অন্ধকারে নিউ আলিপুরের ৮১ নম্বর ওয়ার্ডে নেতাজির মূর্তির ডান হাত ভেঙে দেওয়ার ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

লি অ্যান্ড নি সফট্‌ওয়্যারস্‌ (এক্সপোর্টস্‌) লিমিটেড

সিআইএন-এল৭০১০২ডব্লুবি১৯৮৮পিএলসি০৪৫৫৮৭
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ১৪বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭
ইমেলঃ info@lnsel.com, ওয়েবসাইটঃ www.lnsel.com, ফোনঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৪, ফ্যাক্সঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৮
৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য নিরীক্ষাবিহীন একক ও সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

(টাকা লক্ষে)

বিবরণ (নিচের নোটগুলি দেখুন)	স্বতন্ত্র ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.৬.২০২৬ অনিরীক্ষিত	স্বতন্ত্র ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.৩.২০২৬ নিরীক্ষিত	স্বতন্ত্র ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.৬.২০২৫ অনিরীক্ষিত	স্বতন্ত্র বছর সমাপ্তি ৩১.৩.২০২৬ নিরীক্ষিত	একত্রিত ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.৬.২০২৬ অনিরীক্ষিত	একত্রিত ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.৩.২০২৬ নিরীক্ষিত	একত্রিত ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.৬.২০২৫ অনিরীক্ষিত	একত্রিত বছর সমাপ্তি ৩১.৩.২০২৬ নিরীক্ষিত
অপারেশন থেকে মোট আয়	৩৬৯.৯৭	৩৮২.৭৮	২৬৬.৩৫	১১৯৫.৮০	৩৯১.৩৬	৪০১.২৪	২৮৭.০৩	১২৭৪.১৯
কর-পূর্ব নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়সমূহ ব্যতীত)	২৪.৭৭	২৩.৭৭	১১.২৯	৬৭.১০	২১.৩৯	১৮.৯০	৯.৭৫	৫৪.৮১
কর-পূর্ব নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (অস্বাভাবিক এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়সমূহ বিবেচনার পর)	২৪.৭৭	২৩.৭৭	১১.২৯	৬৭.১০	২১.৩৯	১৮.৯০	৯.৭৫	৫৪.৮১
কর-পরবর্তী নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (অস্বাভাবিক এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়সমূহ বিবেচনার পর)	১৮.৪৮	১০.৪৬	৯.৬৩	৪২.১৫	১৪.৯৪	৮.৫৩	৮.১৫	৩১.২৬
এই সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয় [এই সময়ের মুনাফা / (ক্ষতি) (কর-পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর-পরবর্তী) নিয়ে গঠিত]	৫০.০৭	১১.২৯	২৫.১১	৫৫.৪৬	৫৪.৮০	১.৯৫	৩২.৯৮	৪৬.৫৬
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০
পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত উদ্বৃত্তপত্রে প্রদর্শিত রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)				(২৭.১৮)				১৪৩১৬
প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের শেয়ার প্রতি আয় (চলমান ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যক্রমের জন্য)								
মৌলিক	০.০৩	০.০২	০.০২	০.০৮	০.০৩	০.০২	০.০১	০.০৬
মিশ্রিত	০.০৩	০.০২	০.০২	০.০৮	০.০৩	০.০২	০.০১	০.০৬

দ্রষ্টব্যঃ
১ উপরোক্ত তথ্যটি ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ, যা এসইবিআই (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা হয়েছে ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাসটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.lnsel.com-এ পাওয়া যাবে।
২. বর্তমান সময়ের হিসাবের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে, সংশ্লিষ্ট সময়কালের হিসাবের পরিসংখ্যানগুলো যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনরায় বিন্যস্ত, পুনঃশ্রেণীবদ্ধ ও পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের আদেশানুসারে
স্বা/-
মহেশ গুপ্তা
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
ডিআইএন - ০১৬০৬৬৪৭

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৪.০৮.২০২৬

নাশকতা রুখতে জলসীমান্তে বিএসএফের কড়া নজরদারি

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৩ আগস্ট ঃ আসন্ন স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে দেশের সুরক্ষা আরও জোরদার করতে উদ্যোগী হয়েছে বিএসএফ। কোনওরকম অনুপ্রবেশ বা নাশকতার ছক যাতে সফল না হয়, তার জন্য মুর্শিদাবাদের ভারত-বাংলাদেশ জলসীমান্তে শুরু হয়েছে বিশেষ টহলদারি। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর করতে বৃহস্পতিবার থেকেই রঘুনাথগঞ্জ থানার বয়রা ঘাট বিএসএফ ক্যাম্প থেকে যৌথ টহল শুরু হয়েছে। এই টহলে রয়েছে বিএসএফের ৭১ নম্বর ব্যাটেলিয়ন এবং রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। পদ্মা নদীর দুর্গম চর ও জলপথে স্পিডবোটের মাধ্যমে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলছে নজরদারি। নদীর প্রতিটি বাঁক, চর এবং সন্দেহজনক গতিবিধির উপর রাখা হচ্ছে কড়া নজর। উল্লেখ্য, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর সীমান্ত সুরক্ষাকে আরও মজবুত করতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সীমান্তবর্তী এলাকার দায়িত্ব বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। অধিকৃত জমি বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং বাকি জমি চিহ্নিতকরণের কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে। তবে প্রবল বর্ষা এবং চর এলাকার কারণে এখনও বেশ কিছু এলাকায় কাঁটাতারের বেড়ার কাজ দ্রুত সম্ভব হয়নি। বিএসএফ সূত্রে খবর, বর্ষা কেটে গেলেই ফেন্সিংয়ের কাজ দ্রুত শুরু করা হবে। বর্তমানে সীমান্তের বেশ কিছু এলাকা এখনও কাঁটাতারহীন। তাই নজরদারি আরও জোরদার করতেই স্বাধীনতা দিবসের আগে পদ্মার বুকে স্পিডবোটে টহল চালানো হচ্ছে। দুর্গম চরাঞ্চল এবং নদীর ধার দিয়ে যাতে কোনও অনুপ্রবেশকারী সুযোগ না পায়, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। এই টহলদারির পাশাপাশি 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি নিয়েও সীমান্তবর্তী গ্রামের মানুষদের সচেতন করা হচ্ছে। বিএসএফ এবং পুলিশ আধিকারিকরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রতিটি বাড়িতে জাতীয় পতাকাকে যথাযথ সম্মানের সঙ্গে উত্তোলনের আহ্বান জানাচ্ছেন। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে প্রচার চালানো হচ্ছে।

বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্র-সহ পশ্চিমবঙ্গে রেল পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ নিয়ে বৃহস্পতিবার দিল্লিতে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে বৈঠক করলেন সাংসদ। বৈঠকে বালুরঘাট থেকে অসমের গুয়াহাটি পর্যন্ত একটি বিশেষ এক্সপ্রেস ট্রেন চালুর বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুরের দীর্ঘদিনের যোগাযোগের চাহিদা পূরণে এই পরিষেবা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলে আশা সাংসদের। পাশাপাশি রেল যোগাযোগ শক্তিশালী করা যাত্রী পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের গতি বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। - রতন দে, বালুরঘাট

চার শিশুকে কোপাল যুবক, মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৩ আগস্ট ঃ একই পরিবারের চার শিশুকন্যাকে হাঁসুয়া দিয়ে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে খুন করার চেষ্টার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে নাগাদ মুর্শিদাবাদের সুতি থানার অন্তর্গত রঘুনাথপুর গ্রামে। আচমকা এই হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যেই এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত হয়ে তিন শিশু বর্তমানে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত শিশুর নাম মনিফা খাতুন (৫)। আহত অবস্থায় বর্তমানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে ইসরাত পারভিন (১১) নুসরাত জাহান (৬) এবং আনিসা খাতুন (৭)। নাবালিকা শিশু কন্যাদের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে তাদেরই এক আত্মীয় গোলাম সারওয়ার (২১) ওরফে বাদশার বিরুদ্ধে। সুতি থানার পুলিশ ইতিমধ্যে অভিযুক্ত যুবককে আটক করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মৃত এবং আহত শিশুরা সম্পর্কে অভিযুক্ত যুবক বাদশার ভাইজি এবং ভাগ্নি হন। ওই গ্রামের বাসিন্দারা জানান, বৃহস্পতিবার বিকাল নাগাদ ওই চার শিশু বাদশার বাড়িতে খেলা করছিলেন। সেই সময় হঠাৎই বাদশা ধারালো একটি অস্ত্র নিয়ে চার শিশুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং কেউ কিছু বোঝার আগেই তাদেরকে হাঁসুয়া দিয়ে কোপাতে থাকেন। এই হামলার ঘটনায় মনিফা খাতুন নামে এক শিশুর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। বাকি ৩ শিশুকে রক্তাক্ত অবস্থায় গ্রামবাসীরা উদ্ধার করে জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তিন শিশুর অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা তাদের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে দেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে তিন শিশুর শরীরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর একাধিক চিহ্ন রয়েছে এবং তাদের শরীর থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। তিনজনেরই অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। আনসার শেখ নামে এক বাসিন্দা বলেন, কী কারনে গোলাম সানোয়ার নিজের পরিবারের চার সদস্যের উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালালো তা আমরা বুঝতেই পারছি না। আমাদের ধারণা হঠাৎ করেই ওই যুবকের মাথায় কোনও গন্ডগোল হয়েছে। সুতি থানার এক আধিকারিক জানান, প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি, গোলাম সারওয়ার ওরফে বাদশার বাড়িতে প্রতিদিনের মতোই ওই চার শিশু খেলা করতে এসেছিল। এদিন সন্ধ্যা নাগাদ হঠাৎই গোলাম তাদের উপর হামলা চালায়। কী কারণে এই হামলা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্ত যুবককে ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে।

প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে লাঠিচার্জ, বর্ধমানে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা পোড়াল এবিভিপি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৩ আগস্ট ঃ ঝাড়খণ্ডে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস, দুর্নীতি ও পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগের প্রতিবাদে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের উপর পুলিশি লাঠিচার্জের অভিযোগ উঠেছে। তার

প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিকেলে বর্ধমানের কার্জনগেট চত্বরে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা পোড়াল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-র পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখা। কর্মসূচিতে শতাধিক এবিভিপি কর্মী-সমর্থক ও ছাত্রছাত্রী অংশ নেন। এবিভিপির অভিযোগ, ঝাড়খণ্ডের সাম্প্রতিক নিয়োগ পরীক্ষায় জেপিএসসি এবং জেএসএসসি-র প্রশ্নপত্র ফাঁস, দুর্নীতি ও পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছে। এর প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে নামলে তাঁদের উপর পুলিশি লাঠিচার্জ করা হয় বলে অভিযোগ সংগঠনের। এবিভিপির দাবি, আন্দোলন দমাতেই ঝাড়খণ্ড সরকারের নির্দেশে পুলিশি লাঠিচার্জ করেছে। এ দিন কার্জনগেটে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ঝাড়খণ্ড সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন এবিভিপি কর্মী-সমর্থকেরা। পরে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়। সংগঠনের জেলা নেতৃত্বের দাবি, শান্তিপূর্ণ ছাত্র আন্দোলনের উপর পুলিশি হামলা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। ছাত্রছাত্রীদের উপর 'অন্যায়' ও 'অত্যাচার' প্রতিবাদেই এই কর্মসূচি। এবিভিপির পক্ষ থেকে নিয়োগ পরীক্ষায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, দুর্নীতির অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং ছাত্র আন্দোলনের উপর পুলিশি দমন বন্ধের দাবি জানানো হয়েছে। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে সংগঠন।

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 146 Tender Notice Date: 13/8/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 146/8/2026-2027** dated 13/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 21/08/2026, 12 Noon).

Last date of E-Submission: 29/8/2026.

Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৬৩২, তারিখ ঃ ১২.০৮.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আরএমএস বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **'ই'-টেন্ডার নং. এসডিএসটিই/এসআইজি/টি/২২/২৬-২৭/এসএফ; স্থানসহ কাজের নামঃ** নিম্নলিখিত রুটের সিগন্যালিং কাজ ঃ কলকাতা-বারাসাত এবং বারাসাত ও বনগাঁ-টিটিআর (এফএস+টিডব্লিউএস+ডব্লিউসিএমএসসি)-৩০ সেট (১ঃ১২- ২৫ সেট এবং ১ঃ৮.৫- ৫ সেট)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹ ১,০০,৯৮,৯০৮.৮৩; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **বায়না অর্থ/বিড সিকিউরিটি জমা দিতে হবে ঃ** ₹ ২,০২,০০০.০০; **কাজ সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস; **টেন্ডার জমা দেওয়ার শুরুর তারিখ ঃ** ২৬.০৮.২০২৬; **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ** ০৯.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত; **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ০৯.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে; বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in** **প্রযুক্তিগত যোগ্যতার মানদণ্ড ঃ-** টেন্ডারদাতাকে গত ০৭ (সাত) বছরে, যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, আগের মাসের শেষ দিন পর্যন্ত নিম্নলিখিত শ্রেণীর যেকোনো একটি কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে অথবা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পন্ন করতে হবে (i) তিনটি অনুরূপ কাজ যার প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০%-এর সমান পরিমাণের কম নয়, অথবা (ii) দুইটি অনুরূপ কাজ যার প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০%-এর সমান পরিমাণের কম নয়, অথবা (iii) একটি অনুরূপ কাজ যার প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০%-এর সমান পরিমাণের কম নয়; **আর্থিক যোগ্যতার মানদণ্ডঃ-** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন বা 'ভি' হতে হবে, যেটি কম হবে; যেখানে ভি = টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য কোটি টাকা, এন = কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা যার জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট অনুসারে, গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার পূর্ববর্তী তিন আর্থিক বছরে "মোট চুক্তিভিত্তিক অর্থপ্রদান" এর গড় হিসাবে গণনা করা হবে। তবে, যদি পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না হয়ে থাকে, তাহলে চতুর্থ পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনার জন্য বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাদের জিসিসি ২০২২ (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম-৬)-এর অ্যানেক্সার-ভিআইবি অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে, সাথে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কর্তৃক যথাযথভাবে প্রত্যয়িত নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট / নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট দ্বারা যথাযথভাবে সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের সার্টিফিকেট। [illegible] **অনুরূপ কাজের প্রকৃতি ঃ** সিগন্যাল বা টেলিকম সংক্রান্ত যেকোনো কাজ, [illegible] স্থাপন ও টেস্টিং, অথবা এই জাতীয় অন্যান্য বিবিধ আউটডোর এসঅ্যান্ডটি কাজ। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডারদাতাকে টেন্ডারের সাথে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণের দাবির সমর্থনে নথিপত্র জমা দিতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমাকৃত প্রমাণপত্রের সমর্থনে নথি/শংসাপত্রের অনুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠা টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদাতা সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নের মধ্যে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়) অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

SDAH-176/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of The Bhandergacha Gram Panchayat
Under Amta-I Dev. Block

Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Bhandergacha Gram Panchayat, Panpur, Amta, Howrah, for 1 no. of work vide Memo No.- **211/Bhan/XVFC UNTIED/2026 , Date-13.08.2026, (wbtenders.gov.in)**. Date of e-Published:- 14-August-2026 11:00 AM, Closing Date:- 28-August-2026 18:00 PM, Opening Date(Technical):- 31-August-2026 11:00 AM. Date of Opening of Bid (Financial) :- To be Notified latter on .Detail information available at this GP Office during the working hours.

Sd/-
Pradhan,
Bhandergacha Gram Panchayat,
Panpur, Amta, Howrah.

ক্রিপটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN L25199WB1990PLC048791
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ বঙ্গনগর, ডায়মন্ড হারবার রোড, ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা - ৭৪৩ ৫১৩
প্রধান কার্যালয়ঃ ৪১০, বর্ধন বিল্ডিং, ২৫এ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ফোনঃ ০৩৩-২২৮৭১৩৬৬ / ৬৭ । ইমেলঃ **krypton@kryptongroup.com**
ওয়েবসাইটঃ **www.kryptongroup.com**

৩৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩' (আইন) এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, 'সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫' (লিস্টিং রেগুলেশন)-এর প্রাসঙ্গিক বিধানাবলী এবং 'মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স' (MCA) ও 'সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া' কর্তৃক জারি করা বিভিন্ন সার্কুলার (যার মধ্যে সর্বশেষগুলি হলো যথাক্রমে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার নং ০৯ /২০২৪ এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133)-এগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'ক্রিপ্টন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড' (CIN: L25199WB1990PLC048791)-এর সদস্যদের ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, শুক্রবার দুপুর ১২.৩০-এ (IST) ভিডিও কনফারেন্সিং / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম -এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি বা কার্যসূচি সম্পন্ন করা হবে। এমসিএ এবং সেবি -র নির্দেশিকা মেনে, ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট-অর্থাৎ 'মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড'-এর কাছে নথিভুক্ত রয়েছে। কোম্পানির ৩৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের নির্দেশাবলী এবং সভার সময় 'রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং' বা 'ই-ভোটিং' ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি উক্ত সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৩ ধারা অনুযায়ী সভার কোরাম গণনার ক্ষেত্রে ভিসি / ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদেরও গণ্য করা হবে। ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.kryptongroup.com), স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট (www.evotingindia.com)-এও পাওয়া যাবে।

যেসব শেয়ারহোল্ডারের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি, আরটিএ বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে নিবন্ধিত নয়, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়েব-লিংক সম্বলিত একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে।

যেসব শেয়ারহোল্ডারের শেয়ার ভৌত আকারে রয়েছে এবং যারা এখনও কোম্পানি, কোম্পানির আরটিএ বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি, তারা নিচের নথিপত্রগুলোর স্ক্যান করা কপি কোম্পানির আরটিএ-র ইমেল ঠিকানা mdpldc@yahoo.com অথবা কোম্পানির ইমেল ঠিকানা krypton@kryptongroup.com-এ পাঠিয়ে তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করতে পারেন। এর মাধ্যমে তারা কোম্পানির ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবংঅথবা ই-ভোটিং-সহ ভিসি / ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় তথ্য বা ক্রেডেনশিয়াল সংগ্রহ করতে পারবেন।

ক. আপনার নাম, ফোলিও নম্বর এবং নিবন্ধনের জন্য সম্পূর্ণ ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও ইমেল ঠিকানা উল্লেখ করে স্বাক্ষরিত একটি অনুরোধপত্র
খ. প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা অনুলিপি
গ. কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত ঠিকানাটির সমর্থনে যেকোনো নথির (যেমন-আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার আইডি, পাসপোর্ট) স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা অনুলিপি।

যেসব সদস্যের শেয়ার 'ডিম্যাটেরিয়ালাইজড' (ডিমেট) বা ইলেকট্রনিক আকারে রয়েছে, তাঁদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে তাঁদের ইমেইল ঠিকানা হালনাগাদ করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাঃ
সেবি তাদের ২ জুলাই, ২০২৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD-POD/ P/CIR/ 2025/97-এর মাধ্যমে একটি বিশেষ ব্যবস্থা বা 'উইন্ডো' চালু করেছে। এই ব্যবস্থাটি ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে এবং এটি শুধুমাত্র সেইসব 'ট্রান্সফার ডিড' (মালিকানা হস্তান্তরের দলিল) পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য প্রযোজ্য, যা ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর সময়সীমার আগে জমা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু নথিপত্র বা প্রক্রিয়াজনিত ত্রুটি কিংবা অন্য কোনো কারণে তা প্রত্যাখ্যান বা ফেরত দেওয়া হয়েছিল অথবা যার ওপর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির ওয়েবসাইট https://kryptongroup.com/forms/-এ উপলব্ধ বিজ্ঞপ্তিটি দেখে নিতে পারেন।

ক্রিপটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে,
স্বাক্ষর /-
প্রিয়া আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৪.০৮.২০২৬

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

HWH-273/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হালদার ভেঞ্চার লিমিটেড

সিআইএন নং.ঃ এল৭৪২১০ডব্লিউবি১৯৮২পিএলসি০৩৫১১৭
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ডায়মন্ড হেরিটেজ, ১৬ স্ট্র্যান্ড রোড
১০ম তল, কম নং-১০১২, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
ওয়েবসাইটঃ www.halderventure.in

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

হালদার ভেঞ্চার লিমিটেড-এর পক্ষে

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৩.০৮.২০২৬

বাঁক অফ ইন্ডিয়া / Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সম্পদ পুনরুদ্ধার বিভাগ
কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয়

৫, বিটিএম সরণী, ৭ তলা, কলকাতা-৭০০০০১

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কার নিলাম)

এতদ্বারা স্বর্ণ-ঋণ গ্রহীতা, তাঁদের বৈধ উত্তরাধিকারী, স্বর্ণালঙ্কার বা স্বর্ণমুদ্রা ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যক্তি এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ব্যাংকের পক্ষ থেকে বারবার তাগাদা ও নোটিশ প্রদান সত্ত্বেও নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতারা তাঁদের বকেয়া ঋণ পরিশোধ করছেন না। এই নোটিশের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে যে, যদি তাঁরা **২৭.০৮.২০২৬ তারিখের মধ্যে তাঁদের নিজ নিজ স্বর্ণ-ঋণ হিসাবে সমুদয় বকেয়া অর্থ (হালনাগাদ সুদ এবং যাবতীয় খরচ ও চার্জসহ) জমা দিতে ব্যর্থ হন, তবে তাঁদের বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কার ২৮.০৮.২০২৬ তারিখে দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ৩.০০টা পর্যন্ত 'ই-অকশন' ওয়েবসাইট** http://egold.auctiontiger.net -এর মাধ্যমে ব্যাংকের উদ্যোগে ই-নিলামে তোলা হবে এবং এর যাবতীয় খরচ ঋণগ্রহীতাকে বহন করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা বা তাঁদের পক্ষ থেকে দাবিদার কোনো ব্যক্তির কোনো প্রকার অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না এবং এ সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ বা আপত্তি গ্রাহ্য করা হবে না। এছাড়া, প্রয়োজনে ব্যাংক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই পূর্বনির্ধারিত নিলামের তারিখ ও সময় পরিবর্তন অথবা নিলাম কার্যক্রম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ক্রম নং.	শাখার ঠিকানা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট	মোট স্থূল ওজন (গ্রামে)	মোট নিট ওজন (গ্রামে)	বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)
১.	বারুইপুর	কৌস্তভ দাস	৪১৪০৭৭৬১০০০০৮৪৪	৪৫.৩৯	৪৪.৬০	৪,৭২,৯৭৮.০০
২.	কাশীনগর	শ্রাবণী গায়েন	৪২২৮৭৭৬১০০০০৭১৩	৪০.৯৪	৯.০০	৭৪,০৭৫.০০
৩.	সোনারপুর	দিপু রায়	৪১৯৮৭৭৬১০০০০৩৮১	১৯.১৮	১৬.১০	১,৫৪,১৬১.০০
৪.	বিবেকানন্দ রোড	তমাল মন্ডল	৪০২২৯৬১০০০০০২০	১৯.৬৩	১৮.৫০	১,০৮,২১৩.২৬

ইএমডি-এর অর্থ জমা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ
অ্যাকাউন্টের নামঃ **M/s. e-Procurement Technologies Limited**
ব্যাঙ্কের নামঃ আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ০০৫৪০৫০১১৪০৮,
শাখাঃ জেএমসি হাউস শাখা, আহমেদাবাদ, IFSC code: ICIC0000024

[illegible]

তারিখঃ ১৪.০৮.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

স্বাক্ষর/-
অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ABRIDGED NOTICE INVITING NIQ (1st Call):

Applications are invited from Bonafide and resourceful contractors with similar credentials for **NIQ No: 12-18/ BDO/Man-II/2026-27**. Detailed information and bidding documents are available at **tenders.wb.gov.in** and on the office notice board of the undersigned. The last date for application submission is 18.08.2026 up to 6:00 PM..

Block Development Officer
Manbazar-II Dev. Block
Boro :: Purulia
Memo no-1122/ICA/PURU Dt.13/8/26

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 147 Tender Notice Date: 13/8/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 147/8/2026-2027** dated 13/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 21/08/2026, 12 Noon).

Last date of E-Submission: 29/8/2026.

Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 148 Tender Notice Date: 13/8/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 148/8/2026-2027** dated 13/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 21/08/2026, 12 Noon).

Last date of E-Submission: 29/8/2026.

Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 149 Tender Notice Date: 13/8/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 149/8/2026-2027** dated 13/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 21/08/2026, 12 Noon).

Last date of E-Submission: 29/8/2026.

Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 150 Tender Notice Date: 13/8/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 150/8/2026-2027** dated 13/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 21/08/2026, 12 Noon).

Last date of E-Submission: 29/8/2026.

Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 145 Tender Notice Date: 13/8/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 145/8/2026-2027** dated 13/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 21/08/2026, 12 Noon).

Last date of E-Submission: 29/8/2026.

Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/IX/078/015/2026-2027/S
Name of the Work : **Restoration of I.P. Passages at 42/H/8, 41/H/6, Ekbalpore Lane, 25, Rajab Ali Lane, 8/H/3 to 8/H/31, B. K. Road and surrounding area etc. in Ward No. 78;** Estimated Amount (including GST and CESS) : **Rs. 2,96,664.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **90 days. ;**

(2) NIT No. : KMC/IX/078/016/2026-2027
Name of the Work : **Removal of chokage by repairing S. W. Pipe line and ancillary work at different places in Ward No. 78;** Estimated Amount (including GST and CESS) : **Rs. 2,88,887.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **60 days. ;**

(3) NIT No. : KMC/IX/079/005/2026-2027/D (2nd Call)
Name of the Work : **Restoration of Asphaltum Road from Garden Reach Flyover up to Raja Santosh Roy Road Junction at 34 Dimond Harbour Road in Ward No. 79;** Estimated Amount (including GST and CESS) : **Rs. 4,83,870.00**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **30 days.;** Last date and time of submission of bid: **25.08.2026 - 12 noon [For Sl. No. 1 to 3];** Tender will be opened on : **27.08.2026 - 12 noon [For Sl.No. 1 to 3]:** The bid forms and other details are available on and from **14.08.2026 - 5 p.m. [For Sl. No. 1 to 3].** From the **website https:// wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 3].**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XIII/120/008/26-27 (1st Call)
Name of the Work : **Chokage removal from U/G sewer drainage at Bhupen Roy Road, Kamarpara Road, J. L. Sarani Roads and its bye Lanes in Ward No. 120, Br.- XIII;** Estimated Amount : **Rs. 2,95,130.94**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **35 days.**

(2) NIT No. : KMC/XIII/120/005/26-27 (1st Call)
Name of the Work : **Maintenance of Road at different places of Satyen Roy Road and Sisir Bagan Road bye Lane etc. by laying hot mix in Ward No. 120, Br.- XIII;** Estimated Amount : **Rs. 2,93,840.84**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/XIII/119/002/26-27 (1st Call)
Name of the Work : **Maintenance of existing Manholes/ Sicp, Catchpits/Gullypits etc. at S. N. Roy Road, Brojen Mukherjee Road, J. K. Paul Road etc., Roads and its bye Lanes in Ward No. 119, Br.- XIII;** Estimated Amount : **Rs. 2,95,726.99**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/XIII/119/01/26-27 (1st Call)
Name of the Work : **Maintenance of Road at different places of S. N. Road, Sahapur Main Road and Brojen Mukerejee Road bye Lanes by laying of hot-mix in Ward No. 119, Br.- XIII;** Estimated Amount : **Rs. 2,88,906.14**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **60 days.;**

(5) NIT No. : KMC/XIII/122/05/26-27 (1st Call)
Name of the Work : **Maintenance of M.H/S.I.C.P., G.P./ C.P. at different Roads and its bye lanes in Ward No. 122, Br.- XIII;** Estimated Amount : **Rs. 2,97,253.31**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **50 days.;**

(6) NIT No. : KMC/XIII/122/04/26-27 (1st Call)
Name of the Work : **Maintenance of Road by laying hot-mix at M. G. Road and Banamali Banerjee Road bye lanes in Ward No. 122, Br.- XIII;** Estimated Amount : **Rs. 2,97,932.81**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **50 days.;** Last date and time of submission of bid: **05.09.2026 - 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 6];** Tender will be opened on : **07.09.2026 - 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 6]:** The bid forms and other details are available on and from **21.08.2026 from 5 p.m. [For Sl. No. 1 to 6].**

(7) NIT No. : KMC/XIII/118/06/26-27 (1st Call)
Name of the Work : **Chokage removal of U/G drainage system at different important Roads and its bye lanes in Ward No. 118;** Estimated Amount : **Rs. 2,80,885.73**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **90 days.;** Last date and time of submission of bid: **25.08.2026 up to 11 a.m.;** Tender will be opened on : **27.08.2026 - 11 a.m.;** The bid forms and other details are available on and from **14.08.2026 from 5 p.m.** From the **website https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 7].**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/XIV/127/009/26-27/R (1st Call)
Name of the Work : **Maintenance of C.C. passage at 2 No. Karthik Nagar near Premises No. 160, 155 and 89 etc. in Ward No. 127;** Estimated Amount : **Rs. 2,56,669.04**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **21 days. ;** Last date and time of submission of bid: **22.08.2026 up to 5 p.m.;** Tender will be opened on : **24.08.2026 - 5 p.m.;** The bid forms and other details are available on and from **14.08.2026 from 5 p.m.** from the **website https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/133/003/2026-2027/R/P&S (2nd Call)
Name of the Work : **Annual maintenance of Road side park beside Daniel and Marathon Ltd. adjacent to Ward No. 133, Br.- XV;** Estimated Amount (including GST and CESS) : **Rs. 3,98,819.16**; Earnest Money: **Rs. 8,000.00**; Period of Completion: **240 days. ;** Last date and time of submission of bid: **25.08.2026 - 11 a.m.;** Date and time of opening of tender : **27.08.2026 - 11 a.m.;** The bid forms and other details are available on and from **14.08.2026 - 5 p.m.**

(2) NIT No. : KMC/XV/133/099/2025-2026/R/UTTARAN (2nd Call)
Name of the Work : **Maintenance of surface drain and sewer line at D. M. Bagan and other area in Ward No. 133, Br.- XV under Uttaran Service ;** Estimated Amount (including GST and CESS) : **Rs. 1,21,749.43**; Earnest Money: **Rs. 2,500.00**; Period of Completion: **90 days. ;** Date of uploading of NIT and other documents (online): **14.08.2026 - 12 noon.;** Documents download/sell start date and time (online) : **14.08.2026 - 4 p.m.;** Documents download/sell end date and time (online) : **25.08.2026 - 4 p.m.;** Bid submission start date and time (online)**: 14.08.2026 - 4 p.m.;** Bid submission closing date and time (online)**: 25.08.2026 - 4 p.m.;** Bid opening date and time for technical Proposals (online)**: 27.08.2026 - 4 p.m.;** The bid forms and other details are available from the **website https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

CORRIGENDUM

NIT No.: KMC/EE_PS/I/5/5/26-27 (1st Call) Published in this Newspaper on 31.07.2026 (Key No.: 288/26-27) of Parks & Squares Department (For Sl. No. 1). Last date and time of submission of bid will be **read as 20.08.2026 at 1 p.m.** instead of 10.08.2026 at 1 p.m. Bid opening date and time of Technical proposals(online) will be **read as 22.08.2026** instead of 12.08.2026 - 2 p.m.

345/26-27

ডাচ ফুটবল দলের কোচ হলেন জাভি!

সংবাদ সংস্থা, আমস্টারডাম, ১৩ আগস্টঃ বিশ্বকাপ ২০২৬-এ শোচনীয় ফল করেছে নেদারল্যান্ডস। মরোক্কোর কাছে রাউন্ড অফ ১৬তে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে ভ্যান ডাইকদের। তবে বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পরেই কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন রোনাল্ড কোম্যান। এবার নিজেদের নতুন কোচের নাম ঘোষণা করল নেদারল্যান্ডস। ৫০ বছর পর নেদারল্যান্ডস এমন একজনকে কোচ করেছে, যিনি ডাচভূমের নাগরিক নন। প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জাভিকে কোচ পদে নিযুক্ত করেছে নেদারল্যান্ডস। ২০১০ সালে স্পেনের হয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিলেন জাভি। সেই বছর ফাইনালে খেলেছিল নেদারল্যান্ডসই। এবার সেই দলের হয়েই কোচিং করাতে দেখা যাবে জাভিকে। তাঁর সঙ্গে ৪ বছরের চুক্তি করেছে ডাচ দল। এবছর বিশ্বকাপে রাউন্ড অফ ১৬য় বিদায়ই নেদারল্যান্ডসের সবথেকে খারাপ ফল। গ্রুপ পর্বে প্রথম হয়ে ফিনিশ করলেও মরোক্কোর কাছে হেরেই বিদায় ঘটে নেদারল্যান্ডসের। অতীতেও কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা আছে জাভির। ২০২১ সাল থেকে ২০২৪ এর মে মাস পর্যন্ত বার্সেলোনা ক্লাবে কোচিং করিয়েছেন জাভি। ২০২২-২৩ সালে তাঁর কোচিংয়ে থাকার সময়ই বার্সা লা-লিগা চ্যাম্পিয়ন হয়। এমনকি কাতারের ক্লাবেও কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে জাভির। বার্সার হয়ে গৌরবময় একটি কেরিয়ারের সমাপ্তি ঘটিয়ে ২০১৫ সালে প্রথম কাতারে পাড়ি দেন জাভি। আল সাদের কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। পরে সেই ক্লাবে কোচ হিসেবে যোগ দেন জাভি। কাতারেই নিজের কোচিং লাইসেন্স অর্জন করেন তিনি। কোচ হিসেবে যোগ দেওয়ার পর জাভি বলেন, ''আমার মধ্যে খানিকটা ডাচ ফুটবলও আছে। লুই ফ্যান গলের অধীনে বার্সেলোনায় আমার অভিষেক হয়েছিল। এছাড়াও ফ্যান গল ও ফ্রাঙ্ক রাইকার্ড আমাকে ভাল খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে গড়ে তুলতে বড় ভূমিকা পালন করেছেন। আমাদের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হবে জয়। খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ, দলের প্রত্যেকের সঙ্গে কাজ করতে আমি মুখিয়ে আছি।'' ২০০৮ ও ২০১২ সালের ইউরো কাপজয়ী দলের সদস্য ছিলেন জাভি। বার্সেলোনাতে দীর্ঘ ক্লাব কেরিয়ারে তিনি ৮টি লা লিগা ও ৪টি উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছেন। তাঁর কেরিয়ারের একটা বড় সময় সার্জিও বুস্কেতস ও আন্দ্রেস ইনিয়েস্তার সঙ্গে খেলেছেন জাভি। তাঁদের ত্রয়ীকে বলা হত সর্বকালের সেরা মিডফিল্ড। তবে ২০১০ সালে যে দলকে হারিয়েছিলেন জাভিরা, এবার তাঁদের হয়েই সাফল্য আনার লড়াই লড়তে হবে জাভিকে।

এশিয়ান গেমসে ভারত-পাক মহারণ কি তবে একবারেই?

নিজস্ব প্রতিবেদন

ক্রিকেট মাঠে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ মানেই বারুদ-ঠাসা উত্তেজনা। গ্যালারিতে তিলধারণের জায়গা মেলে না। আইসিসি-র প্রতিযোগিতাগুলোতে সাধারণত এই দুই চিরশত্রু একই গ্রুপে থাকে। ফলে গ্রুপ পর্বের গণ্ডি পেরিয়ে নক-আউটেও একাধিকবার তাদের সাক্ষাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমসে ছবিটা একেবারে আলাদা। আয়োজক দেশ জাপানের আইচি-নাগোয়াতে হতে চলা এই প্রতিযোগিতার সূচিতে বড়সড় চমক। ড্র অনুযায়ী, দুই পড়শি দেশকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, টুর্নামেন্টের শুরুতে বা টুর্নামেন্ট চলাকালীন তাদের মহারণ দেখার কোনও সুযোগ নেই। একমাত্র পদক জয়ের চূড়ান্ত লড়াইয়েই তারা একে অপরের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে পারে। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এবারের মেগা আসর। তবে ক্রিকেট ইভেন্ট শুরু হয়ে যাবে তার আগেই। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত থাকছে ব্যাট-বলের লড়াই। প্রথমে মেয়েদের খেলা। তারপর ট্রফির দৌড়ে নামবে পুরুষ দল। সব কটি ম্যাচ আয়োজিত হবে নাগোয়ার পালোমা মিজুহো স্টেডিয়ামে। প্রতিটি লড়াই টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের। পুরুষদের প্রতিযোগিতায় সাকুল্যে দশটি দেশ অংশ নিচ্ছে। প্রথম সারির দল হিসেবে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশের ছাড়পত্র মিলেছে। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী টিম ইন্ডিয়া খেলবে দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে। আর পাকিস্তান নামবে প্রথমটিতে। দুটি নক-আউট ম্যাচই আয়োজিত হবে ২৮ সেপ্টেম্বর। বাকি ছ'টি দলকে প্রাথমিক গ্রুপ পর্ব পেরিয়ে শেষ আটের টিকিট জোগাড় করতে হবে। ওই বাছাই পর্বে রয়েছে আফগানিস্তান, নেপাল, হংকং, চিন, জাপান, মালয়েশিয়া এবং ওমানের মতো দেশ। সেমিফাইনালের ড্র এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে শুরুর দিকে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর দেখা হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। ১ অক্টোবর প্রথম সেমিফাইনালে প্রথম ও তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল বিজয়ীরা লড়বে। অন্যদিকে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে দ্বিতীয় ও চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে জেতা দলগুলো। এর সরল অর্থ, ভারত ও পাকিস্তান নিজেদের সব ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠলে, তবেই তাদের মহারণ দেখা যাবে। আর যদি দুর্ভাগ্যবশত শেষ চারে হেরে যায়, সেক্ষেত্রে ব্রোঞ্জ পদকের দ্বৈরথে সাক্ষাতের সম্ভাবনা। এই জোড়া মেডেল ম্যাচ রয়েছে ৩ অক্টোবর। মহিলাদের ক্রিকেটেও ঠিক একই নিয়ম। সেখানেও টুর্নামেন্টের প্রথমদিকে ভারত-পাক মহারণের কোনও আশা নেই। হরমনপ্রীত কৌররা এই প্রতিযোগিতায় একেবারে শীর্ষ বাছাই হিসেবে নামছেন। কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁদের প্রতিপক্ষ জাপান। সেই বাধা টপকাতে পারলে শেষ চারে বাংলাদেশ কিংবা হংকংয়ের বিরুদ্ধে খেলতে হবে দেশের প্রমিলা বাহিনীকে। অন্যদিকে, চতুর্থ বাছাই পাকিস্তানের সামনে শেষ আটের লড়াইয়ে থাকছে থাইল্যান্ড। সেই ম্যাচে জিতলে সেমিফাইনালে তারা শ্রীলঙ্কা অথবা মালয়েশিয়ার মুখোমুখি হওয়ার পালা। ফলে মেয়েদের ক্ষেত্রেও সোনার মেডেল বা ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়েই কেবল দুই দেশের সাক্ষাতের সম্ভাবনা বেঁচে থাকছে। ২২ সেপ্টেম্বর মহিলাদের ফাইনাল এবং তৃতীয় স্থান নির্ধারণের মহারণ। ইতিমধ্যে এই মেগা ইভেন্টের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করে দিয়েছে ভারতীয় বোর্ড। মেয়েদের নেতৃত্বে হরমনপ্রীত। আর পুরুষ দলের অধিনায়কত্ব সামলাবেন শ্রেয়স আইয়ার।

‘রাজনীতি নয়, ন্যাশনাল গেমসের জন্য বিড করব’

টাটা স্টিল ম্যারাথনের মঞ্চ থেকে বার্তা ইন্দ্রনীল খাঁর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ আগস্টঃ ফুটবল থেকে ম্যারাথন, ফিটনেস থেকে প্রতিভা অন্বেষণ-বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রকে বিশ্বমঞ্চে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার স্পষ্ট রূপরেখা তুলে ধরলেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী ডঃ ইন্দ্রনীল খাঁ। বৃহস্পতিবার, ১২ আগস্ট ১১তম টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা ২০২৬-এর আনুষ্ঠানিক লঞ্চে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরব হন তিনি। ইভেন্টের গুরুত্ব তুলে ধরে ইন্দ্রনীল খাঁ বলেন, ''ঝাড়গ্রাম, জঙ্গলমহল থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গ ও সুন্দরবনের কোণে কোণে প্রতিভার অভাব নেই। আমাদের মূল দায়িত্ব হলো সেই অদেখা প্রতিভাকে চিনে নিয়ে সঠিক প্রশিক্ষণ, বিশ্বমানের পরিকাঠামো এবং পেশাদার কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা।'' তিনি মনে করেন, আন্তর্জাতিক স্তরের এই প্রতিযোগিতা বিশ্বের সেরা তারকাদের কলকাতায় এনে স্থানীয় তরুণ অ্যাথলিটদের বিশ্বমানের এক্সপোজার দেবে। অনুষ্ঠানে ময়দানে রাজনীতির উপস্থিতির বিরুদ্ধে কড়া ও স্পষ্ট বার্তা দেন ক্রীড়ামন্ত্রী। তিনি সোচ্চার হয়ে বলেন, ''ময়দানে খেলা হবে, রাজনীতি হবে না।'' এর পাশাপাশি তিনি যোগ করেন, এতদিন সঠিক সুযোগের অভাবে বহু মেধা হারিয়ে গিয়েছে, কিন্তু বর্তমান পরিকল্পনায় বাংলার সব প্রান্ত থেকে নতুন চ্যাম্পিয়ন তুলে আনা সম্ভব হবে। বাংলার ক্রীড়া পরিকাঠামোর আমূল পরিবর্তনের অঙ্গীকার করে মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, বাংলায় জাতীয় গেমস আয়োজনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে বিড করা হবে। একই সঙ্গে টাটার মতো কর্পোরেট সংস্থাগুলোকে খেলায় আরও বড় আকারে বিনিয়োগ করার এবং খেলাধুলোকে কেবল জীবিকা নয়, জীবনের অগ্রাধিকার হিসেবে গ্রহণ করার আহ্বান জানান তিনি। ইস্টবেঙ্গলের আন্তর্জাতিক সাফল্যকে সম্মান জানিয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুতে আল-আরাবির বিরুদ্ধে ৪-১ জয়ের প্রশংসা করে একে 'বাংলার গর্ব' বলেন ইন্দ্রনীল খাঁ। একই সঙ্গে আধুনিক মোবাইল-নির্ভর জীবনযাত্রায় ফিটনেসের প্রয়োজনীয়তা মনে করিয়ে দিয়ে ১০০ মিটার দৌড় থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে ম্যারাথনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্যের তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষও। তিনি বিশ্বমঞ্চে কলকাতার এই ভাবমূর্তিকে স্বাগত জানিয়ে সব ধরণের সরকারি সহায়তার আশ্বাস দেন। ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তি পদ্মশ্রী বাইচুং ভুটিয়া যুবসমাজকে খেলাধুলো ও ফিটনেসকে জীবনযাত্রার অংশ করার আহ্বান জানান। বৃহস্পতিবার ১৩ আগস্ট ২০২৬ সকাল ৭ টা থেকে অনগ্রাউন্ড এবং ভার্চুয়াল-উভয় রেসের জন্যই অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (tatasteelworld25k.pro-cam.in)-এ অনলাইন রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে।

একই দিনে আসিয়ান কাপ ও ব্রাজিল ম্যাচ! সূচির সংঘাত সামলাতে ফিফার দরবারে ভারত

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্টঃ ৩ অক্টোবর। ভারতীয় ফুটবলের ক্যালেন্ডারে এই দিনটি ঘিরে এখন চূড়ান্ত ডামাডোল। একদিকে প্রথম ফিফা আসিয়ান কাপের মেগা ফাইনাল। অন্যদিকে খাস কলকাতায় শক্তিশালী ব্রাজিলের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য প্রীতি ম্যাচ। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন বা এআইএফএফ পড়েছে রীতিমতো মহা ফাঁপড়ে। একই দিনে দুটি বড় ইভেন্ট। পরিস্থিতি সামলাতে জোড়া স্কোয়াড গড়ার অভিনব এক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু চাইলেই তো আর নিয়ম ভাঙা যায় না! আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ফিফার কঠিন নিয়মের গেরোয় আটকে রয়েছে গোটা বিষয়। তাই আপাতত তাদের সবুজ সঙ্কেতের অপেক্ষায় দেশের ফুটবল মহল। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ায় বসবে আসিয়ান কাপের উদ্বোধনী আসর। প্রিমিয়ার ডিভিশন বা লিগের এ-গ্রুপে জায়গা পেয়েছে ভারত। সেখানে লড়াই আয়োজক দেশ ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে। এই প্রতিযোগিতায় গ্রুপ পর্বে তিনটি ম্যাচ খেলবে ব্লু টাইগার্স। এরপর ৩ তারিখ টুর্নামেন্টের মেগা ফাইনাল। গত ৬ আগস্ট এআইএফএফ-এর এক্সিকিউটিভ কমিটির একটি বিশেষ বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আসিয়ান কাপ এবং ব্রাজিলের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ-দুটি আসরেই অংশ নেবে ভারত। এর জন্য সম্পূর্ণ আলাদা দুটি স্কোয়াড গঠন করার রূপরেখাও চূড়ান্ত। বৈঠকের পর ফেডারেশনের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'আন্তর্জাতিক ম্যাচ উইন্ডোতে ব্রাজিলের মতো বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবল খেলিয়ে দেশের বিরুদ্ধে খেলাটা এক অনন্য সুযোগ। এর ফলে ভারতীয় ফুটবলাররা এক অমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারবেন।' এই জোড়া দল নামানোর বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে ফিফাকে জানানোর সিদ্ধান্তও তখনই সামনে আসে। ফেডারেশন কর্তারা নিজেদের মতো ছক কষলেও, নিয়ম কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বলছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, ফিফা অনুমোদিত কোনও প্রতিযোগিতায় কোনও দেশ তাদের অনূর্ধ্ব-২৩ বা দ্বিতীয় সারির দল নামাতে পারবে না। অর্থাৎ, কলকাতায় যখন মূল জাতীয় দল ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ঘাম ঝরাবে, তখন আসিয়ান কাপে দুর্বল রিজার্ভ বেঞ্চ পাঠানো অসম্ভব। এই নিয়ম ঘিরেই তৈরি হয়েছে ঘোর ধোঁয়াশা। সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে ফেডারেশনের এক শীর্ষ কর্তা জানিয়েছেন, ''আমরা এখন ফিফার উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছি।'' অন্যদিকে, ফেডারেশনের এই জোড়া দল গড়ার ভাবনার তীব্র বিরোধিতা করেছেন ভারতীয় ফুটবলের আইকন ভাইচুং ভুটিয়া। তাঁর সাফ বক্তব্য, আসিয়ান কাপের মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের সেরা দল পাঠানো উচিত। সেখানে দ্বিতীয় সারির দল পাঠানো মানে দেশের ফুটবলের ভাবমূর্তি নষ্ট করা। এই মুহূর্তে ব্রাজিল ম্যাচটি হাতছাড়া করতে দেশের ফুটবল কর্তারা একেবারে নারাজ। বরং, অন্দরমহলে জাতীয় দলের ম্যাচ-প্রস্তুতি বাড়াতে আরও কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের চিন্তাভাবনা চলছে। আসিয়ান কাপ থেকে শেষ মুহূর্তে নাম প্রত্যাহার করলে বড়সড় বিপদের আশঙ্কা। সে ক্ষেত্রে মোটা অঙ্কের আর্থিক জরিমানার পাশাপাশি কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নিতে পারে ফিফা। সমস্যার মেঘ ঘনিয়েছে আগামী নভেম্বরের সূচি নিয়েও। সেই সময় শক্তিশালী নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলার কথা। কিন্তু সেই একই সময়ে আয়োজিত হতে পারে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ। ফলে সংঘাতের সম্ভাবনা। আপাতত অক্টোবরের এই জটিল জট ছাড়িয়ে জাতীয় দলের সূচি চূড়ান্ত করতেই কালঘাম ছুটছে ফেডারেশন কর্তাদের।

বাবা হারানোর চারদিন পরই মাঠে মেসি

সংবাদ সংস্থা, মায়ামি, ১৩ আগস্টঃ লিগস কাপের ম্যাচটিতে বুধবার ইন্টার মায়ামিকে ৩-২ গোলে হারায় মেক্সিকোর ক্লাব লেওন। মেসির মাঠে ফেরাই অবশ্য ম্যাচের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা। গত শনিবার আর্জেন্টিনার রসারিওর একটি হাসপাতালে মারা যান তার বাবা হোর্হে মেসি। মায়ামি অধিনায়ক ছুটে যান সেখানে। বাবার শেষকৃত্যে অংশ নেন। একটি স্মরণসভাবেও অংশ নেন বলে খবর বেরিয়েছে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যমে। মায়ামিতে ফিরতে তার আরও সময় লাগবে বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু লেওনের বিপক্ষে ম্যাচের আগে তাকে দেখে চমকে যান অনেকেই। শুরুর একাদশে অবশ্য রাখা হয়নি তাকে। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই নামেন মাঠে। এই ম্যাচে মেসিকে নিজেদের পাশে পেয়ে বিস্ময়াভূত কাজেমিরো বললেন, এমন কিছু তিনি আগে দেখেননি। ''তিনি (মেসি) একটি দারুণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি খুব কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু শুধু খেলোয়াড়দের প্রতিই নয়, ক্লাবের প্রতিও তিনি যে দায়বদ্ধতা দেখিয়েছেন, তা অবিশ্বাস্য। আমি আমার জীবনে এমনটা আর দেখিনি। আপনাকে আমাদের ধন্যবাদ জানাতেই হবে, এখানে আসার জন্য, আমাদের সাহায্য করার জন্য এবং ক্লাবকে সাহায্য করার জন্য, সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ।'' মেসিকে দেখে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না আরেক সতীর্থ ইয়ানিক ব্রাইটও। ''এটা স্রেফ অবিশ্বাস্য। এমন কিছু আশা করিনি এবং এতেই বোঝা যায়, তিনি কতটা যত্নশীল। যখন আমি দেখলাম তিনি এখানে আছেন, তখন আমার মাথায় শুধু একটাই চিন্তা এসেছে যে, তার জন্য আমার সাধ্যের দেড়শ ভাগ উজাড় করে দেব। এটা একটা কঠিন পরিস্থিতি, তাই আমরা তার পাশে থাকার এবং যতটা সম্ভব সমর্থন দেওয়ার চেষ্টা করছি।'' ব্রাইট মাঠে তা করেছেন বটে। ম্যাচে একটি গোল করেছেন তিনি। ঘরের মাঠে ৪২তম মিনিটে ড্যানিয়েল পিন্টারের গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। দ্বিতীয়ার্ধে তার পরিবর্তে নামানো হয় মেসিকে। ৫০তম মিনিটে সমতায় ফেরে লেওন। চার মিনিট পরই ব্রাইটের গোলে আবার এগিয়ে যায় মায়ামি। এবার গোল শোধ করতে লেওনের লাগে সাত মিনিট। পরে ৮৩তম মিনিটে এগিয়ে যায় তারা, সেটিই গড়ে দেয় ম্যাচে পার্থক্য। গতবারের রানার্স আপ মায়ামি এবার একটি জিতে ও দুটিতে হেরে বিদায় নিল গ্রুপ পর্বেই। তিন ম্যাচে লেওনের জয় তিনটিতেই।

ভিলাকে হারিয়ে উয়েফা সুপার কাপ জিতল পিএসজি

দর্শনীয় এক গোলে পিএসজিকে পথ দেখালেন খাভিচা কাভারাসখেলিয়া। সেই ধাক্কা সামলে, পাল্টা আক্রমণে ভীতি ছড়াল অ্যাস্টন ভিলা। অভিষিক্ত টিএনএজার ব্রায়ানের নৈপুণ্যে ম্যাচে সমতাও টানল তারা। তবে, দ্বিতীয়ার্ধে আরেক গোল করে উয়েফা সুপার কাপ ধরে রাখল লুইস এনরিকের দল।

সংবাদ সংস্থা, সালজবার্গ, ১৩ আগস্টঃ অস্ট্রিয়ার রেড বুল অ্যারেনায় বুধবার মাঠে গড়ায় আগের মরসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ইউরোপা লিগ জয়ীর মধ্যকার এই ম্যাচ। যেখানে ২-১ গোলে জিতল পিএসজি। তাদের জয়সূচক গোলটি করেন দেজিরে দুয়ে। গত মরসুমে টটেনহ্যাম হটস্পারকে টাইব্রেকারে হারিয়ে প্রথম এই শিরোপা জিতেছিল পিএসজি। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন ফুটবলারের দল ছেড়ে যাওয়া এবং বর্তমান স্কোয়াডে চোটের থাবায় জেরবার অবস্থা ভিলার। আরেকদিকে, প্রস্তুতির ঘাটতিতে মূল খেলোয়াড়দের অনেককে ছাড়া খেলতে নামে পিএসজি। তাতে খুব ভালো ফুটবল দেখার সম্ভাবনা ছিল কম। পিএসজি কোচ লুইস এনরিকেও ম্যাচের আগে দিয়েছিলেন তেমন বার্তা। তবে, মরসুমের প্রথম শিরোপা লড়াইয়ে উত্তাপ ছড়াল বেশ, লড়াই হলো জমজমাট। মাঠে বল গড়ানোর পর, দ্রুত নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে পজেশনে একচেটিয়া আধিপত্যের পাশাপাশি আক্রমণেও ছড়ি ঘোরাতে শুরু করে পিএসজি, এবং ২০তম মিনিটে দারুণ এক গোলে এগিয়ে যায় দলটি। সতীর্থের পাস ডি-বক্সে প্রথম ছোঁয়ায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে, দ্বিতীয় ছোঁয়ায় একজনকে কাটিয়ে, জোরাল শটে ঠিকানা খুঁজে নেন জর্জিয়ান উইঙ্গার কাভারাসখেলিয়া। কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় গোল পেতে পারতো পিএসজি। ডি-বক্সে বাঁ দিক থেকে মাঝে দারুণভাবে কাটব্যাক করেন নুনো মেন্দস, তার কয়েকজন সতীর্থ ছিলেন নিশ্চিত স্কোরিং পজিশনে কিন্তু কেউই বলে পা ছোঁয়াতে পারেননি। দুই মিনিট পর পাল্টা আক্রমণে ভালো সুযোগ পায় ভিলা, ডান দিক থেকে সতীর্থের ক্রসে লাফিয়ে হেড করেন ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা ফরোয়ার্ড ব্রায়ান কিন্তু বল চলে যায় পোস্টের বাইরে। ধীরে ধীরে পজেশন বাড়িয়ে আক্রমণে জোর দেয় ভিলা। মূলত ক্রসনির্ভর আক্রমণ করতে থাকে তারা, তাতে সুযোগও তৈরি হয় একের পর এক। বিরতির আগের কয়েক মিনিটে দারুণ দুটি সুযোগ পান ১৭ বছর বয়সী ব্রায়ান এবার প্রথম দফায় বল যায় ক্রসবারের ওপর দিয়ে, খানিক পর তার কোনাকুনি শটও হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট। অবশেষে ৪৫তম মিনিটে সফল হন তিনি। আরও একটি দারুণ ক্রস বাড়ান জন ম্যাকগিন এবং ছয় গজ বক্সের মুখ থেকে নিখুঁত শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ব্রায়ান। দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চম মিনিটে ডি-বক্সে ব্রায়ানের পাস পেয়ে জোরাল শট নেন ভিলা অধিনায়ক ম্যাকগিন, ঝাঁপিয়ে সেটা রুখে দেন পিএসজি গোলরক্ষক। ৬১তম মিনিটে চোখের পলকে শাণানো এক পাল্টা আক্রমণে আবার এগিয়ে যায় পিএসজি। এই অর্ধের শুরুতে বদলি নামা উসমান দেম্বেলের দারুণ পাস ধরে, সবাইকে পেছনে ফেলে ডান দিক দিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে কোনাকুনি শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ফরাসি উইঙ্গার দুয়ে। ফের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য যথেষ্ট সময় ছিল ভিলার হাতে কিন্তু প্রথমার্ধের শেষ দিকের মতো আর জ্বলে উঠতে পারেনি তারা। ২০২৩ সালে পিএসজির দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে, টানা তিনটি লিগ আঁ ও টানা দুটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ মোট ১৩টি ট্রফি জিতলেন এনরিকে।

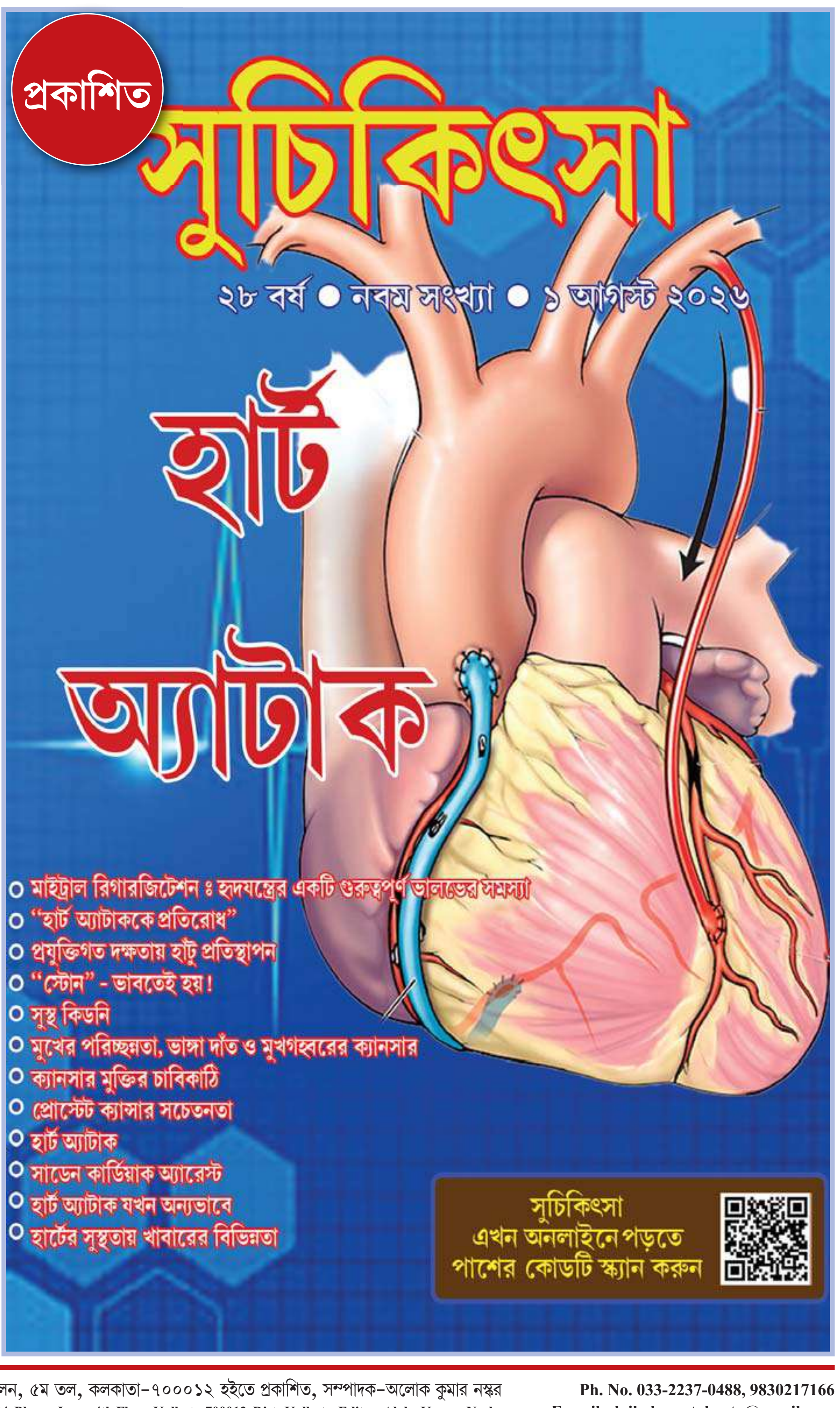

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com